182. Nb. 920. 7.

রেজেষ্টারী করা ! রেজেষ্টারী করা !!

ছহী গুলে বকাওলী ।

মুন্সী আবদুল শকুর ওর্ফে মানিক মিঞা প্রণীত।

মুন্সী গোলাম মওলা এণ্ড সন্সের পক্ষ হইতে—
মৌলবী আব্দর রহমান সিদ্দিকী দ্বারা প্রকাশিত।
৬৭, মেছুওয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

মুন্সী রহিম বখশ দ্বারা মুদ্রিত।
হবিবি প্রেস।
২৪।৩, মেছুওয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান
মুন্সী গোলাম মওলা এণ্ড সন্স।
৬৭ নং মেছুওয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সন ১৩২৭ সাল।

সর্ব্ব সত্ব সংরক্ষিত। মূল্য ॥০ আনা মাত্র

182. Nb. 920. 7.

রেজেষ্টারী করা ! রেজেষ্টারী করা !!

ছহী গুলে বকাওলী।

মুন্সী আবদুল শকুর ওর্ফে মানিক মিঞা প্রণীত।

মুন্সী গোলাম মওলা এণ্ড সন্সের পক্ষ হইতে—
মৌলবী আব্দর রহমান সিদ্দিকী দ্বারা প্রকাশিত।
৬৭, মেছুওয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

মুন্সী রহিম বখ্শ দ্বারা মুদ্রিত।
হবিবি প্রেস।
২৪।৩, মেছুওয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান
মুন্সী গোলাম মওলা এণ্ড সন্স।
৬৭ নং মেছুওয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সন ১৩২৭ সাল।

সর্ব্ব সত্ত্ব সংরক্ষিত। মূল্য ।।০ আনা মাত্র

IMPERIAL
16. DEC. 21

ছহী গোলে বকাওলী।

পয়ার। পহেলা আল্লার নামে করিয়া আগাজ ।। লা সরিক বারিতালা পাক বেনেয়াজ ॥ করিম রহিম আল্লা গফুর গাফফার। বেমানন্দ বেমেছাল সেই পরওয়ার ॥ কোদরত কামাল সেই জলিল জব্বার। কুন হৈতে কিয়া পয়দা জগত সংসার ॥ তাঁহার ছেফত যত কে করিতে পারে। করিতে নারিল জাহা পীর পয়-গম্বরে ॥ আমি বান্দা গোনাগার দুনিয়া মাঝার। খোদার ছেফত করি সাধ্য কি আমার ॥ হাজার সোকরকারি দরগায় তাহার। বন্দেগীর লায়েক সে মাবুদ সবার ॥ মুহাম্মদ মোস্তফা নবি হবিব খোদার দরূদ ছালাম ভেজি উপরে তাঁহার ॥ আওলাদ আছহারে আর আজ-ওয়াজে তামাম। তাঁ সবার পরে মেরা দরূদ ছালাম ॥

সায়েরের কালাম।

তার পরে সোন ভাই আরজ আমার। প্রকাশ করিয়া কহি নিকটে সবার ॥ কয়েক কেতাব আমি রচনা করিয়া। কলিকাতা গিয়া ফিরী ছাপার লাগিয়া ॥ ছাপার খরচ নাই নিকটে আমার। কিরূপে কেতাব মোর হইবে প্রচার ॥ এই মনে চিন্তা করি মনেতে আপনা। ফিরীতে লাগিনু আমি জেমন দেওানা ॥ এই ভাবে মনে মনে চিন্তিত হইয়া কায় কাছে জুক্তি লিব ফিরি যে ঘুরিয়া ॥ খোদার মেহেরে তবে হাজি পাড়া বিচে। পৌছিনু ছবিবী প্রেস যেইখানে আছে ॥ মুন্সি গোলাম মওলা ছাহেব মালেক তাহার। বিদ্যায় বিদ্যান বটে বড়া নেককার তাঁহার দোকানে আমি জাইয়া পৌছিনু। মুরল্য বছর পুথির কাপি

দেখাইন্থ ॥ আমার খাহেশে কাপী দুরস্ত করিয়া। ছাপাইয়া দেন তিনি মেহের করিয়া ॥ এলাহি করেন ভাল জুজাহানে তাঁর। এই দোওা করি আমি দরগায় আল্লার ॥ আবদুস্বকুর কহে ওরফে মানিক মোরে তাঁরে দোওা কর জত্তেক রফিক ॥

বকাওলি পুস্তকের নুতন রচনার বয়ান ।

জখন হইল ছাপা নুরল বছরে। মুন্সী ছাহেব তবে কহিলেন মোরে চোস্তএবারতে খুব রঙ্গীন করিয়া।গোলে বকাওলিপুথি দেহনা।রচিয়া মুন্সী এরাদত জাহা করিছে সাইরি। কেবল নামের সেই বকাওলি তারি॥ আসল কেচ্ছার সাতে মিল নাই তার। চরে পদে মিল নাই খালি নামসার ॥ হিন্দী কেতাবের সাতেমিলন করিলে।সৌকিন গণ তবেখুসিহবেদেলে॥হিন্দকেতাবের মতেযদিরচা জায়।খাহেসমন্দেরা যত মাতিবে কেচ্ছায়॥আমার ফোরছত নাই তাহাতে বিস্তার। সেই কারনেতে আমি আছিত লাচার॥সাফ সাফ এছলামের ভাসায় রচিয়া গোলে বকাওলি দেহ রচনা করিয়া ॥ খোদা চাহে আমি সেই রচনা তোমার। দোরস্ত করিয়া তারে করিব প্রচার ॥ তোমার আমার এয়াদ গারী রবে তাতে। জেন্দেগী হইল শেষ মিছা দুনিয়াতে॥ এইকথা শুনিতাঁর ভাবিতেলাগিনু।পারিকী নাপারি তাইদেলেবিচা-রিনু ॥ যদি সে রচনা মোর নাহয় বেহতের। সবার কাছেতে লজ্জা পাইব আখের ॥ মুন্সী ছাহেবের তবে হুকুমের মতে। ধরিনু কলম আমি খোদার নামেতে॥ আল্লা রছুলের নাম ভরসা করিয়া। বসিনু কাগজ কলম দোওাত লইয়া॥ ভুল চুক মেরা যদি হয় কোন খানে সংশধন করি দিবেন নিজ২ গুনে॥ আবদুস্বকুর কহে নিকটে সবার উরফে মানিক মিঞা জানিবে আমার ॥ এই যে কেতাব বিচে জাগায় জাগায়। ওরফে কিম্বা আসল নাম লিখিব নিশ্চয় ॥ এবে ভাই সর্ব্ব-জন শুন দিয়া মন। বকাওলির কেচ্ছা এবে লিখি যে এখন॥

সুরু কেচ্ছা ।

ত্রিপদী । পুরব মুল্লুক বিচে, সরকস্থান দেশ আছে, বাদসা এক ছিল সেখানেতে ॥ জয়মাল মুল্লুক নাম, সর্ব্বগুনে গুনধাম, কত বাদসা ছিল যে ভাবেতে ॥ লোক লস্কর বেশুমার, হাতি ঘোড়ার নাহিপার,স্থানে২ছিল ধোনাগার। হাসমতে ছেকেন্দরএয়ছা,হেম্মতে রুস্তম জেয়ছা,জোরেঅতিছিলজোরওার॥এমনহয়বত তার,শুনসেহি সমাচার চোর ডাকু দেশেতে তাহার। টাকা চুরি না করিত ভয়েতে

কম্পিত রইত,ছাগে বাঘে রইত একেস্তর ॥ প্রজা সবে খোসালিতে, রইত জার যেই মতে, খুসি হালে করিত গোজরান। আদল এনছাফ খুব,করিতেন আপে ভুপ,কাঙ্গাল মিছকিনে দিতেন দান ॥ সদা থাকে খুসি হালে, গম নাহি ছিল দেলে, সদা তার আনন্দ উদয়। বসিয়া তক্তের পরে, খোসালে বাদসাই করে, দিবা নিসী সুখেতে কাটায়। চার বেটা ঘরে তার, ছিল অতি জোরওার, রুপে ছিল অতি রুপবান হেকমতে লোকমান হেন, আছিল সে চারি জন, সর্বগুনে বিদ্যায় বিদ্যান॥আরএকবেটাতারে,দিলপাকপরওারে,শুনকহি বয়ানতাহার অধিন মানিক তবে, ত্রিপদী ছাড়িয়া এবে, কহে তাহা রচিয়া পয়ার

তাজুল মুলুক পয়দা হইবার বয়ান ।

পয়ার । দুছরা বেগম এক আছিল বাদ্সার। খোদার ফজলে বিবী ছিল বারদার ॥ দশ মাস পুর্ণ বিবীর জগন হইল। চান্দের সমান এক ফরজন্দ জন্মিল॥যখন সে লাড়কা আসিভুমেতে পড়িল।অন্ধকার ঘরে জেন মসাল জলিল ॥ রওশন হইল ঘর তাহার ছুরতে। চাঁদের উদয় জেন অন্ধকার রাতে॥ দেখিয়া সে লাড়কা সবে খোসাল হাজার। ইউছুফ সমান রুপ দেখিতে বাহার ॥ দাই দাশী বাঁদি যত খোসাল হইয়া। খুসির খবর কহে বাদসাকে জাইয়া॥ শুনিয়া খবর সাহা খোসালহইল।বেটাকে দেখিতে তবে অন্দরেচলিল॥ দেখিয়া বেটার তরে খোসাল হাজার। বহুত সোকুরি করে দরগায় খোদার॥ তার পরে সেথা হৈতে বাহিরে জাইয়া। বসিল তক্তের পরে খোসাল হইয়া ॥ আরকান দওলত গণে বোলাইয়া লিল। খুসির খবর সবে কহি সুনাইল॥ তাহা বাদে সবাকারে কহে এই বাত। কাঙ্গাল মিছকিন লোকে কর্হ খয়রাত ॥ এতেক শুনিয়া দিল ঢেণ্ডরা পিটিয়া শুনিয়া মিছকীন সবে পৌছিল আসিয়া॥ তিনদিন তক খুব খয়রাত করিল। ফকির মিছকীন গণ নেহাল হইল ॥ জলুছ করিল খুব সহর বাজারে। নাচ রঙ্গ গান বাজা করে ঘরেং ॥ তার পরে জয়নাল সাহা তক্তেতে বসিয়া। নজুম পণ্ডিত গণে লিল বোলাইয়া॥ ভাল মন্দ ফলা ফল দেখিতে লাড়াকার। নজুম সবারে হুকুম করে নামদার কেতাব দেখিয়া খুব করনা গুননা। ভাল এক নামরাখ করে বিবেচনা নজুম পণ্ডিত গণে যতেক আছিল। কেতাব দেখিয়া সবে কহিতে লাগিল॥তাজুলমুলুক নাম রাখ এ লাড়কার। দেখিতে পাইনু মোরা কেতাব মাঝার ॥ বড় নেকবক্ত লাড়কা হইল তোমার। সংসারের

বিচে হবে বাদসা নামদার ॥ বড়া২ বাদসা রবে হুকুম বরদার ॥ জোরে না পারিবে কেহ সঙ্গেতে এহার ॥ বিদ্যায় বিদ্যান হবে জোরে জোরওার। চলিবে মুলুক বিচে ফরমান এহার॥ শুনিয়া দেখিতে ফের পাই কেতাবেতে। দেও পরি জেন রবে এহার তাবেতে॥ জেন ও এনছানের হবে ছাহেব ছরদার। দিবা নিসী রবে সবে হুকুম বরদার ॥ কিন্তু এক কথা ফের দেখিবারে পাই। প্রকাশ করিয়া তাহা হুজুরে জানাই এই সাহজাদায় আপে দেখিবে যখন। দুই চক্ষু আন্ধা হৈয়া জাইবে তখন॥ এতেক খবর সাহা জখনে শুনিল। কিছু খুসি কিছু গোম দেলেতে হইল ॥ হুকুম করিল তবে উজিরের তরে। আন্ধা হয় চক্ষু যদি দেখিলে এহারে॥ আমার নজর হৈতে তফাত করিয়া। মকান এক শীঘ্র করি দেহ বানাইয়া॥ বেগম সমেত লিয়া বাদসা জাদারে সেহি মকানেতে রাখ অতি তরা করে ॥ এতেক হুকুম যদি উজির সুনিল। কারিগর সবাকারে বোলাইয়া লিল॥ বাদসার হুকুম জেয়ছা কহিল সবায়। তাকিদ করিয়া সবে করিল বিদায় ॥ কারিগর সকলেতে হুকুম পাইয়া। থোড়া দিনে মহল এক দিল বানাইয়া ॥ বাদসা জাদাকে আর মাতাকে তাহার। সেই মকানেতে রাখে হুকুমে বাদসার ॥ খুসি খোসালিতে সবে সেখানেতে রয়। লালন পালন করে বাদসা জাদায় ॥ ক্রমে ক্রমে সাহাজাদা সেয়ানা হইল। লেখা পড়া সিখাইতে ওস্তাদ রাখিল। রোজ রোজ লেখা পড়া লাগিল করিতে সিখিল বহুত এলেম থোড়াই দিনেতে॥ কুস্তিগিরী ছেপাগিরী লড়ায়ের কাম। ক্রমে২ সাহাজাদা সিখিল তামাম ॥ হুন্নর হেকমত খুব সিখিয়া লইল। তামাম এলেমে অতি খবরদার হৈল ॥ এক রোজ সাহাজাদা খোসাল হইয়া। মায়ের নিকট হৈতে বিদায় লইয়া ॥ সেকার করিতে গেলো ময়দান উপরে। ঘোড়ায় ছওার হইয়া খোসাল খাতেরে ॥ ঘোড়া কোদাইয়া ফেরে জঙ্গল ময়দানে। করিল বহুত সেকার খোসালিত মনে॥ দিন জবে হৈল বেসি ধুপের জালায় জাইয়া পৌছিল এক গাছের তলায় ॥ আবদুস্সকুর কহে সোন সাহাজাদা। সিতে না খোস বুঝি করে এবে খোদা ॥ তাহার বয়ান কহি শুন সর্ব্বজন। তাজল মুলুকের কথা রহিল এখন ॥

জমাল মুলুক বাদসা শিকারে জায় ও তাজল মুলুককে দেখিয়া তাহার দুই চক্ষু আন্ধা হইবার বঃ

পয়ার।

খোদার তামাসা কিছু বোঝা নাহি জায়। অদৃষ্টের লেখা

জাহা ঘটেতে নিশ্চয়॥ তাজল মুলুক জবে সেকারেতে গেল। সেই দিন জয়নাল সাহা সেকারে চলিল॥ লোক লস্কর হাতি ঘোড়া লইয়া সঙ্গেতে। তাজল মুলুক সাহা গেল সেকারেতে॥ তাজল মুলুক যেই ময়দানেতে ছিল। জয়নাল মুলুক সেথা জাইয়া পৌছিল খোদার কৌদরত কিছু বোঝা নাহি জায়। আচানক হরিণ এক পৌছিল সেথায়॥ দেখিয়া হরিণ সাহা অতি খোসালিতে। ঘোড়া চালাইয়া জায় হরিণ ধরিতে॥ আগে২ জায় হরিণ কুদিয়া ফাদিয়া। পিছে পিছে জায় সাহা ঘোড়া ওঠাইয়া॥ জাইতে জাইতে হরিণ বহু দুরে গেল। এক জঙ্গলেতে গিয়া গায়েব হইল॥ খুজিয়া না পায় সাহা হরিণের তরে। লাচার হইয়া সাহা ফিরিল আখেরে॥ ধুপের তাপেসে অতি কাতর হইল। ছায়াদার গাছ কোথা খুজিতে লাগিল॥ তাজল মুলুক যেই গাছের নিচেতে। খাড়া হৈয়া ছিল সাহা গেল সেখানেতে॥ চান্দের সমান রুপ বাদসা জাদার। দেখিয়া তাজ্জব হৈল বাদসা নামদার॥ মোনে মোনে ভাবা গোনা লাগিল করিতে। কেন কি এনছান এই না পারি বুঝিতে॥ ভাবিতে গুনিতে সাহা দেলের বিচেতে। জাইয়া পৌছিল সেই গাছের নিচেতে তাজল মুলুকে সাহা যখন দেখিল। চক্ষের রওসনি তার কমিতে লাগিল॥ ক্রমেতে চক্ষের বিনাই কমিল যখন। দুই চক্ষু আন্ধা সাহার হইল তখন॥ ভাবিতে লাগিল সাহা দেলের বিচেতে দুই চক্ষু আন্ধা মোর হৈল আচম্বিতে॥ এহার ছবব কিবা না পারি বুঝিতে। কি করিল খোদা তালা আমার ভাগ্যেতে॥ বাদসার সঙ্গেতে যত লোক জন ছিল। সকলে আসিয়া তবে নিকটে পৌছিল কহিতে লাগিল সাহা সবাকার তরে। বিপদ ঘটিল দেখ আমার উপরে॥ এই জওয়ানেরে আমি দেখিনু যখন। দুই চক্ষু আন্ধা মেরা হইল তখন॥ উজির কহিল তবে সোন নামদার। ভাবেতে বুঝিনু ঠিক ছবব এহার॥ তাজল মুলুক বেটা বটে এ তোমার। আসিয়াছে ময়দানেতে করিতে সেকার॥ দেখিয়া এহার রুপ নজরে আপনা। দু আঁখি হইল আন্ধা সোন আলম্পানা॥ নজুম সকলে যাহা গুনিয়া কহিল। সেই সব কথা সাহা এখন ফলিল কপালেতে আল্লা তালা লিখিল যেমন। হাজার তদবিরে তাহা না হয় খণ্ডন॥ শুনিয়া একথা সাহা কহিতে লাগিল। এমন মনহুছ বেটা আমার হইল॥ বেটাকে দেখিয়া চক্ষু আন্ধা হৈয়া জায়। বড়ই

তাজ্জব এই মা শুনি কোথায়॥ বেটাকে দেখিলে আঁখি হয়তো উজ্জালা। মোর ভাগ্যে উলটা তার করে খোদা তালা॥ এয়ছাই কহিয়া সাহা দুক্ষিত মনেতে। আরম্ভিল এই গান বেহাগ সুরেতে॥

রাগিনী বেহাগ তাল আড়া।

ক্ষেদ উক্তী।

কি আশ্চয্য কথা এই শুনি নাই শ্রবনে আর।
পিতা দেখে পুত্র মুখ আন্ধা হয় চক্ষু তার॥
দেখিলে সন্তানের মুখ, দুরে জায় যত দুখ,
উপজয় হয় সুখ, বিপরীত তার ভাগে আমার।
মানিক বলে সোন সাহা, অদৃষ্টের লেখা জাহা,
কেপারে খণ্ডাতে তাহা, তাহাকে ছাড়াম ভার॥

এই গান করে সাহা দুঃখিত হইয়া। আপনার ঘরে তবে আইল ফিরীয়া॥ তক্তের উপরে তবে বসিল জাইয়া। উজিরের তরে সাহা কহেন ডাকিয়া॥ দেখহে উজির এই কেয়ছা সমাচার। পুত্র দেখি আন্ধা হৈল দু আঁখি আমার॥ এয়ছা বদ লাড়কা রাখা না হয় উচিতে। বাহির করিয়া দেহ সহর হইতে॥ মেরা মুলুকেতে জেন কভু নাহি রয়। এ দেশ ছাড়িয়া জেন অন্য দেশে জায়॥ তাহার মাতারি বিবি আছে মহলেতে। ঝাড়ু কসি কাম তারে দেহ আজ হৈতে॥ এয়ছাই হুকুম যেদি উজির পাইল। বেগম আর সাহাজাদায় আসি শুনাইল॥ শুনিয়া বেগম তবে কান্দে জার জার। তাজল মুলুক কান্দে হৈয়া বেকারার॥ মায় বেটা দুই জনে কাঁদিতে কাঁদিতে। বেহোস হইয়া গেরে জমিন পরেতে॥ ঘড়ি এক বাদে কিছু হোঁস যদি হয়। জার জার কান্দে বিবী করে হায় হায়॥ হায় বিধি নছিবেতে এই লিখে ছিলে। দুঃখের সাগরে মোরে ভাসাইয়া দিলে॥ দুঃখেতে ডালিবে যদি ছিল তোর মনে। সুখের পালঙ্গে তবে বসাইলে কেনে॥ এইরূপে কহে আর কান্দিয়া হয়রান। দুঃখ প্রকাশিয়া ফের কহে এই গান॥

রাগিনী বেহাগ তাল আড়া।

হায়রে দারুন বিধী নছিবেতে কি এই ছিল।
রাজ রাণী হৈয়ে এখন ঝাড়ু কসি বক্তে হলো॥
আ ছিলাম রাজ রাণী, হলেম এখন কাঙ্গালিনী,
খাট পালঙ্ক সুখ সয্যা ছাড়ি, দুখ সাগরে ডুবতে

হলো ॥ মানিক বলে বিবী সোন, ছবর কর কিছু
দিন, হইবেক শুভ দিন, আন্ধার ঘরে হবে আলো ॥

এই রূপে কাঁদে বিবি পড়িয়া জমিনে। হায় হায় করে ধারা বহে দু নয়নে ॥ তাজল মুলুক তবে কান্দিয়া২। কহিতে লাগিল মায়ে কত বুঝাইয়া ॥ না কান্দো২ মাতা কান্দিলে কি হবে। অদৃষ্টের ফল জাহা অবিশ্য ফলিবে ॥ কপালেতে আল্লা তালা লিখিয়াছে জাহা। হাজার কোসেশে নাই মিটীবেক তাহা ॥ জাহা ছিল নছিবেতে গেল গোজারিয়া। থাকো তুমি জাই আমি বিদায় হইয়া ॥ এতেক কহিয়া স্বায় রওানা হইল। নিজ দেশ ছাড়ি অন্য দেশেতে চলিল ॥ আবদুশ্শকুর কহে শুন সর্ব্বজন। তাজল মুলুকের কথা রাখিনু এখন ॥ জয়নাল সাহার কথা লিখিয়া জানাই। মন দিয়া সকলেতে সোন সবে ভাই ॥

— পয়ার। দুই চক্ষু আন্ধা যদি হইল সাহার। দিবা নিসী কান্দে সাহা হৈয়া জার জার ॥ হাকিম তবিব যত সহরেতে ছিল। তাহা সবাকারে সাহা বোলাইয়া লিল ॥ আসিয়া তবিব গণে দাওা পানি দেয়। কোন রূপে চক্ষু সাহার ভাল নাহি হয় ॥ সবাকার তরে তবে করিল ফরমান। কেতাব খুলিয়া দেখ করিয়া ধেয়ান ॥ চক্ষের এলাজ মেয়া আছে কিবা নাই। ভাল হবে চক্ষু কিবা রহিবে এয়ছাই ॥ নজ্জুম সকলে তবে কেতাব দেখিয়া। কহিতে লাগিল তারা বয়ান করিয়া ॥ এক দাওা কেতাবেতে দেখিবারে পাই। এহা ভিন্য আর কোন দাওা দেখি নাই ॥ গোলে বাকাওলী নামে আছে এক ফুল। চক্ষের এলাজ সেই দেখিতে মাকুল ॥ সেই ফুল ঘোসে যদি চক্ষে দেওা জায়। রওসন হইবে আঁখি জানিবে নিশ্চয় ॥ এতেক শুনিয়া সাহা কহেন উজিরে। ঢেণ্ডোরা পিটিয়া দেহ সহর বাজারে ॥ দেশ দেশান্তরে দেহ সহরত করিয়া। ফুল কি খবর তার যে দিবে আনিয়া ॥ এনাম বখসীস সেই বহুত পাইবে। সরকারেতে ভাল কোন কাজ দেওা জাবে ॥ এয়ছাই খবর তবে উজির শুনিয়া। দেশ দেসান্তরে দিল মসহুর করিয়া ॥ এক সাল এই রূপে গত যে হইল। ফুল কি খবর তার কেহুনা আনিল ॥ না দেখেছে না শুনেছে জাহা কোন দিনে। তাহা কি খবর তার আনিবে কেমনে ॥ বহু দিন গেল খবর কেহুনা আনিল। আপনার দেলে সাহা নৈরাস হইল ॥ নাহি খায় খানা পানি দেল বেকারার। ভাল নাই লাগে কিছু সাহি কার

খার ॥ তবে একদিন সাহাজাদা চারি জন। বাপের হুজুরে গিয়া করে নিবেদন। আলম্পানা ছালামত জিউ আম্মা পাই। ফুলের তল্লাসে মোরা চারি ভাই জাই ॥ যেখানে সে ফুল পাব আনিব ঢুড়িয়া। খোস্রাল খাতেরে দেহ বিদায় করিয়া ॥ এতেক শুনিয়া সাহা খোসাল হইল। উজিরের তরে তবে হুকুম করিল ॥ ছফরি ছামানা দেহ করিয়া তৈয়ার। বাদসাই দস্তুর জেয়ছা দেহ সে প্রকার ॥ শুনিয়া উজির তেয়ছা ছামানা করিয়া। বাদসার হুজুরে দিল খবর জাইয়া ॥ সাহাজাদা গণে তবে বোলাইয়া লিল। ফুলের তালাসে জাইতে হুকুম করিল ॥ বাপের পায়েতে সবে ছালাম করিয়া। সাহাজাদা গণ গেল বিদায় হইয়া ॥ লোক লস্কর হাতি ঘোড়া তাম্বু কানাত খাবার ছামানা কত লিল ভাতে ভাত ॥ ধোন মাল বেশুমার সঙ্গেতে লইয়া। ফুল অন্যসনে গেল রওানা হইয়া ॥ মঞ্জেল মঞ্জেল রাহা জায় নেকলিয়া। রাত্র হলে ডেরা করে ময়দান দেখিয়া ॥ সাহজাদা গনের কথা রহিল এখন। তাজল মুলুকের কিছু সোন বিবরণ ॥ তাজল মুলুক নিজ দেশকে তেগিয়া। দেশ দেসান্তর ফেরে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া ॥ সাহাজাদা চার জনে যে রাহেতে গেল। তাজল মুলুক সেই দেশেতে আছিল ॥ দেখিতে পাইল এক ময়দান বিচেতে। ছেফাই লস্কর লোক জমা সেখানেতে ॥ পুছিতে লাগিল তবে সে দেশী লোকেরে। কাহার লস্কর এই কহনা আমারে ॥ সেথাকার লোকসবে লাগিল কহিতে। সরকস্থান দেশের বাদসা জয়নাল নামেতে ॥ চার বেটা জায় তার ফুলের কারণে। গোলে বাকাওলি নাকি আছে পরিস্থানে ॥ একথা শুনিয়া তবে সবার মুখেতে। আপনি আপনা দেলে লাগিল কহিতে ॥ সোন ওরে মোন তুমি এই সু যোগেতে ভাইদের সঙ্গে চল কপাল আজমাতে ॥ ভাগ্য ক্রমে ফুল যদি পার আনিবারে। তবেতো তোমার বাবে ভাল হৈতে পারে ॥ এতেককহিয়া তবে উদ্দাসভাবেতে। আরম্ভিল এইগান সুন সকলেতে

গান একতালা।

সোন ওরে মোন, চলোহে এখন, গোলে বাকাওলির
কর অন্বেসন। ভাইদের সাতে, চল গোপনেতে,
আজমাইয়া লেহ কপাল আপন। বিধির কৃপায় যদি
পাওা জায়, উভয়েরি হবে দুঃখ নিবারণ। যদি নাহি
পারে, এ দেশ ছাড়িবে, এখানেতে থাকা বিফল এখন॥

এই গান গাইয়ে মর্দ্দ উঠিয়া চলিল। জেখানে লস্কর ছিল জাইয়া পৌছিল ॥ লস্করের ছরদার ছিল ছইদ নামেতে। উপনিত হৈল গিয়া তার হুজুরেতে ॥ ছালাম করিল গিয়া আদবের সাতে। দেখিয়া ছইদ তারে লাগিল পুছিতে ॥ কি নাম কোথায় ঘর জাবে কোন খানে। এখানেতে আসিয়াছ কিসের কারণে ॥ ছইদ পুছিল যদি এই কথা তারে। শুধা মাখা বাক্য কহে কুকিলের স্বরে ॥

হিন্দী গজল ॥

কেয়া কাহোঁ হাল মেরে জেছ তারে রাক্ষা হায় মওলা ॥
মাদার পেদার ভাই বেরাদার নাহি ছেরেফ ম্যাঁয় একেলা ॥
মাদার পেদার হুওা হায় জোদা, দার বদ্দর ফের তাহোঁ
ছদা, কই মদদ গার নেহি মেরে মদদ গার এলা ॥

মাতা পিতা ভাই বন্ধু কেহু মোর নাই। নানা কষ্টে দেশে২ ভ্রমিয়া বেড়াই ॥ এয়ছা কোন জন নাহি আমার সংসারে। দয়া করি স্থানে দানে রাখেন হুজুরে ॥ এইরূপে কহে কথা বিনয় বচনে। শুনিয়া ছইদ খুসি হইলেক মনে ॥ শুধা মাখা বাক্যে আর ছুরত দেখিয়া। কহিতে লাগিল ছইদ মেহের হইয়া ॥ মোর কাছে থাক তুমি না কর ভাবনা। এত দিনে গেল তোমার সকল যন্ত্রনা ॥ খুসি খোসালিতে থাকো আমার কাছেতে। ভাবনা আন্দেসা আর না কর দেলেতে ॥ তাজলমুল্লুক যদি এতেক শুনিল। খোসাল হইয়া তার নিকটে রহিল ॥ ছইদ নিকটে যদি রহে সাহাজাদা। রোজ২ মেহেরবানি করেন জেয়াদা ॥ তবে সেথা হৈতে সবে ডেরা উঠাইল। মঞ্জেল২ রাহা চলিতে লাগিল ॥ কত দিনে গিয়া পৌছে ফেরদৌছ সহরে। রেজওান নামেতে বাদসা ছিল সেথাকারে ॥ কোস্নাদা ময়দান দেখে নদির কুলেতে। করিলেক ডেরা সেথা খোসাল দেলেতে ॥ বড়ইমাকুল সেই সহর আছিল। কিছু দিন রৈতে সেথা এরাদা করিল ॥ তাম্বু কানাত খাড়া করে নদীকুলে। দেখিতে সহর সাদ সবাকার দেলে ॥ দিনমনি নিজ স্থানে হইল বিদায়। তারা গণে লইয়া শশী হইল উদয় ॥ চার সাহাজাদা চার ঘোড়াতে চড়িয়া। সহর দেখিতে গেল খোসাল হইয়া ॥ সহরের চারিদিগে ফিরিতে লাগিল। আচনক এক তরফ নজর পড়িল ॥ নাহি বালাখানা তুল্য এক বালাখানা। বড়ইমাকুলঘর ঠাট আমিরানা ॥ এতেক দরওাজা আছে সেই মকানেতে। জর জরিদ পরদা ভালা জর

দুয়ারেতে ॥ কিম খাবের পরদা সব দেখিতে বাহার। মতির ঝালর গাঁথা চৌদিগে তাহার ॥ সাহাজাদা গণ দেখে তাজ্জব হইল। সেথা কার লোকেতবে পুছিতেলাগিল ॥ কাহার মকান এইকিনাম তাহার তাজ্জব হইনু দেখে হাসমত এহার ॥ কহিতে লাগিল তারা সোন সমাচার। এই বালাখানা জানো দেলবর বেছওার ॥ দেলবর লক্কা বেছওা নামেতে রমণী। কামের কামিনী ধনি রসে গুনমনী ॥ কি কব তাহার আমি রূপের বয়ান। দেখিয়া তাহাররূপ আক্কেল হয়রান হরিতে পরের ধোন ফন্দ কতো করে। ধোন মান লয় হরে যে চাহে তাহারে ॥ তার সাতে মিলিতে যে আসা করে মনে। লক্ষ টাকা লিয়া তবে মেলে তারসনে ॥ নাকারা রেখেছে এক দরওাজা বিচেতে ভিন্য দেশী আসিবে যে তার খাহেসেতে। বাজাইলে সে নাকারা বেদেশী লোকেতে ॥ তখনি লইয়া জায় মহলবিচেতে। রূপের খবর তার জাহের হইল। আক্কেলের আন্ধা কত আসিয়া পৌছিল ॥ আখেরে প্রেমেরফাঁদে তাহারা পড়িয়া। কয়েদহইয়া আছে সব হারা-ইয়া ॥ সাহাজাদা গনে যদি এতেক শুনিল। দেখিতে খাহেস অতি দেলেতে হইল ॥ মানের দেমাগ ছিল সাহাজাদা গনে। বিবীকে দেখিতেবাঞ্ছা করেচারি জনে ॥ দরওাজা উপরেতার ঘোড়াকে রাখিয়া প্রবেশিল চারজন ঘরেতেজাইয়া ॥ নাকারা দেখিতেপায় দ্বারের বিচে-তে। অতি জোরে সে নাকারা লাগেবাজাইতে ॥ শুনিয়া দেলবর লক্কা শব্দ নাকারার। হইল বহুত খুসি দেলের মাঝার ॥ বহুত সোকর করে আল্লার দরগায়। সেকার ভেজিয়া আল্লা দিলেন আমায় ॥ বহু দিন পরে আল্লা সেকার ভেজিল। পারিলে ডালিতে ফাঁদে হয় তবে ভাল মোটা তাজা সেকার এইবুঝিনু লক্ষনে ॥ পাঠাইয়া দিল আল্লা মোর ভাগ্যগুনে ॥ একথা কহিয়া বিবী করিয়া সেঙ্গার। জওা হেরাত জড়াও কত পরে অলঙ্কার ॥ জরির পোসাগ পরে অতি যতনেতে। দিগুন বাড়িল রূপ লক্কার গায়েতে ॥ দাশী বাঁদি সকলেতে তখনি জাইয়া চার সাহজাদায় আনে সঙ্গেতে করিয়া ॥ সোনার পালঙ্কে বসাইল সমাদরে। বা আদব বসিল বিবী জাইয়া হুজুরে ॥ দাশী বাঁদি পান তামাক দিলেক আনিয়া। চার সাহা জাদা খায় খোসালে বসিয়া ॥ দেলবর লক্কা তবে কাছেতে বসিয়া। নানা ছলে বলে কথা হাসিয়া২ সুধা মাখা বাক্যে আর ছুরত দেখিয়া। চারি জনে একেবারে গেলেন ভুলিয়া ॥ লক্কার প্রেমেরফাঁদে পড়িচারি জন। একেবারে প্রাণ হারা

হইল তখন ॥ একপ্রহর রাত্র এরছা গোজারিয়া গেল। সরাবের জাম আনি হাজের করিল॥দেলবর সহ চারি জনেতে মিলিয়া। সরাবকাবাব খায় খোসাল হইয়া ॥ গানবাজা করেসবে মাতিয়া নেসায়। এইরূপে আধা রাত গোজারিয়া জায় ॥ দেলবর লক্কা তবে মিঠা২ বাতে। সাহজাদা গণে তবে লাগিল কহিতে ॥ পাসা খেলিবার খাহেস হয় যদি দেলে। আনিয়া হাজের করি হুকুম পাইলে॥ একথা শুনিয়া কহে ভাই চার জন। ইহা হৈতে আর ভাল কি আছে এখন ॥ একথা শুনিয়া বিবী পাসা আনাইল। বিল্লীর ছেরের পরে চেরাগ রাখিল লক্ষ্য টাকার বাজি রাখিল খেলিতে। জিনিল সে বাজি লক্কা দেখিতে২ ॥ তদপরে লক্ষ্য টাকার বাজি ফের রাখে। সেই বাজি জেনে লক্কা চক্কের পলকে ॥ পঞ্চাস লক্ষ্য টাকা সে রাতে জিনিল নিসী অবসানে দিন আসিয়া পৌছিল ॥ চার সাহাজাদা তবে হইল বিদায়। কহিল আসিব রাত্রে দেলবর লক্কায় ॥ জাইয়া পৌছিল তবে আপনা ডেরাতে। খানা পানি খাইয়া সবে রহে খোসালিতে॥ দিন গোজা-রিয়া সাম হইল জখন। দেলবরের ঘরে গিয়া পৌছিল তখন॥ দেখিয়া সে লক্কা বেশ্যা খুসি অতিশয়। সোনার পালঙ্গ পরে লইয়া বসায় সরাব কাবাব আনে যত দাশী গণে। খাইতে লাগিল সবে খুসি হৈয়া মনে॥ গান বাজা করে সবে মাতিয়া নেসায়। এই হালে প্রহর রাত গোজারিয়া জায়। দস্তুর খান আনি ফের দিল বিছাইয়া। হর কেছেম খানা আনে খাঞ্চায় পুরিয়া ॥ খাইয়া সে খানা সবে খোসাল অন্তরে ফারাগত হৈয়া বসে পালঙ্গ উপরে ॥ দেলবর লক্কা পাসা আনিল তখন। খেলিতে করিল শুরু খোসালিত মন ॥ দশ লক্ষ্য টাকার বাজি রাখে একেবারে। খেলিতে লাগিল পাসা অতি খবরদারে ॥ দেলবর লক্কা বাজি জিনিয়া লইল। সাহাজাদা গণে তাতে নৈরাস হইল ॥ হাতি ঘোড়া মালমাত্তা জতেক আছিল। তাহা সব একেবারে বাজিতে ধরিল ॥ খেলিতে লাগিল খুব হুসিয়ারির সাতে। সেহ বাজি জেনে লক্কা দেখিতে২ ॥ আছবাব হাতি ঘোড়া জতেক আছিল। জখন হারিল বিবী কহিতে লাগিল ॥ জাহা কিছু ছিল পুজি হারিলে সকল দেশে চলে জাহ হেথা থাকিয়া কি ফল ॥ সাহাজাদা গণ বলে যদি হও রাজি। কওলিতে নছিব ফের খেলি এক বাজি॥ জিনিলে জতেক মাল লিয়াছ পাইব। হারিলে গোলাম তেরা হইয়া রহিব॥ এরূপ রাজিহয়ে বাজি খেলে পুনঃরায়। পলকেতে সেহ বাজি জিনিল লক্কায়॥ আখেরে

বেকুফ হৈল ভাই চারি জন। মাথে হাত দিয়া বোসে রহিল তখন দেলবর লক্ষা কহে ডাকি দারগায়। ফাটকে আটক রাখ এ চারি জনায়॥ বন্দিখানা বিচে রাখো কয়েদ করিয়া। মাল আছবাব জাহা আনহে লুটিয়া॥ জেমন শুনিল হুকুম তেমনি করিল। মাল আছবাব যত লুটিয়া আনিল॥ লোক লস্কর সাহাজাদার জতেক আছিল। আপন২ সবে ভাগিয়া চলিল॥ ধোন মান হারাইয়া আক্কেলের গুনে। ফাটকে আটক রহে ভাই চারি জনে॥

গান রাগিনী বেহাগ তাল আড়া ঠেকা।

জুয়া খেলে যেই জন। নিতান্ত জানিবে তার ব্রথাই জীবন॥ বারে২করি মানা, জুয়া হারাম কেউ খেলোনা, জুয়া খেলে বন্দ হৈল ভাই চারি জন॥ ধন মান হরাইল, বেশ্যার গোলাম হৈল জুয়াতে কি ফল বল বিচারি শুজন॥ কুল গেল কলঙ্ক হৈল, সঙ্গি গনে হারাইল, মানিক বলে জুয়া কেহু খেলনা কথন॥

তাজল মুল্লুক সহরে যাইয়া এক আমিরের নিকট চাকর থাকে ও লক্ষা বেছওার সহিত পাসা খেলিয়া তাহার মাল আছবাব সমুদয় জিনিয়া লয় তাহার বয়ান॥

ত্রিপদী। ধোন মান লুটে লিল, সঙ্গি গণ পালাইল, চার ভাই হইল কয়েদ। তাজল মুল্লুক দেখি, মনেতে হইয়া দুখি, দেলে২ করে অতি খেদ॥ ধোন মান সব গেল, ভাই সব বন্দি হৈল, কি করিব এহার ফিকির॥ ভাই সবে যেই মতে, মুক্তি হয় বন্দি হৈতে, করা চাই তাহার ফিকীর॥ এতেক ভাবিয়া দেলে, উঠিয়া সহরে চলে, পৌছে এক আমিরের ঘরে। বড়া এক আমীর ছিল, তাহার বাড়িতে গেল, খাড়া হৈল দরওাজা উপরে॥ দরওানি আছিল জারা, পুছিতে লাগিল তারা কি নাম তোমার কোথা ঘর। কি কামে আইলে হেথা, কহ সুনি সেই কথা; বোঝাইয়া কহ সে খবর॥ তাজলমুল্লুক তবে, কহে সে দরওান সবে, শুন ভাই আমার বয়ান। চাকুরি করার আসে, ফিরী আমি দেশে২ হইয়া যে অতি পেরেসান॥ তাজল মুল্লুক নাম, সরকস্থানে মোম ধাম মাতাপিতা কেহু মোর নাই। ভাই বেরাদার আর, নাহি কেহু এসংসার দেশে২ ভ্রমিয়া বেড়াই॥ এসে আমি এ সহরে, শুনিনু সবার তরে, বড়া তারিফ এই ছাহেবের। শুনিয়া প্রসংসা তারি, বহুতি ভরসা করি আসিয়াছি চাকুরি খাতের॥ মেহের নজর কর, আমার আরজ ধর, দেহো তত্ত হুজুরে তাহার। তিনি যদি করে দয়া, দেন মোরে পদ

ছায়া, তবে দুঃখ ঘোচেতো আমার ॥ মিঠা২ জবানেতে, কহে কথা এ রূপেতে, শুনে তুষ্ট তাহারা হইল ॥ মিঠা জবানেতে তার, দেখিয়া ছুরত আর, দেলে তাদের রহম জন্মিল ॥ আমিরের কাছে জায়, জোড় হাত কোরে কয়, আলম্পানা কহি হুজুরেতে ॥ চাকুরির আসা করে, আসিয়াছে এসহরে, জওানএকইউছফছুরতে। হুজুরের ছেফেত শুনে, আসিয়াছে এইখানে, আছে হাজির দরওাজা উপরে। হুজুরে আসিতে চায়, কি হুকুম তারে হয়, হলে হুকুম আনিত হুজুরে ॥ একথা আমির শুনে, করে হুকুম সে দরওানে, আন দেখি কেমন জওান। দরওান খোসাল মনে, তাজল মুল্লুকে আনে, পাইয়া যে মনিব ফরমান। তাজল মুল্লুক আসি, দেলেতে হইয়া খুসি, করে ছালাম আদব রাখিয়া। চন্দ্র তুল্য রূপ দেখে, মোহ হৈয়া আপনাকে পোছে আমির মেহের করিয়া ॥ কি নাম কোথায় ঘর, কহ দেখি সে খবর, বোঝাইয়া মোরে একে২। তাজল মুল্লুক বলে, আরজ কদম তলে, ঘর মেরা পূর্ব্ব মুল্লুকে ॥ তাজলমুল্লুক নাম, সরকস্থানে মোমধাম মাতাপিতা কেহুমোরনাই। চাকুরির আসাকরে, ফিরিদেশদেশান্তরে দিবা নিসী বহু কষ্ট পাই ॥ হুজুরের ছেফত শুনে, বহু আসা করে মনে, আসিয়াছি এবে হুজুরেতে। মোর প্রতি কর দয়া, দিয়া মোরে পদ ছায়া, রাখিবেন আপনা খেদমতে ॥ আমির একথা শুনে, খোসাল হইয়া মনে, কহে রহ হুজুরে আমার। সায়েব কহিছে তবে, ত্রিপদী ছাড়িয়া এবে, কহি সোন রচিয়া পয়ার ॥

পয়ার। চাকুরির হুকুম যদি দিলেন আমিরে। খুসি হৈয়া রহে তবে আমিরের ঘরে ॥ বহুত খেদমতকরে আমিরের তরে। দেলজানে করে পেয়ার আমির তাহারে ॥ এই রূপে কত দিন গুজরিয়া গেল। এক রোজ সাহাজাদা আমিরে কহিল ॥ বন্ধু এক আসিয়াছে দেশের আমার। সাক্ষাত করিতে চাহি সঙ্গেতে তাহার। হুজুরের হুকুম যদি একবার পাই। রোজ রোজ সেথা গিয়া দেলকে বাহলাই ॥ আমির নিকটে যদি একথা কহিল। জাইতে বন্ধুরকাছে হুকুমকরিল ॥ আমির হুকুম যদি করিল তাহারে। রোজ২ জায় তবে সহর মাঝারে ॥ জেখানেতে খেলে পাসা জায় সেখানেতে। পাসা খেলা সেখে গিয়া তাদের কাছেতে ॥ খেলিতে২ খুব মজবুত হইল। জার সাতে খেলে কভু নাহি যে হারিল ॥ এক রোজ গেল জেথা লক্ষার আলয়। দরওাজার কাছে গিয়া খাড়া হৈয়া রয় ॥ এক বুড়ি হৈল বাহির মহল

হইতে। দেখিয়া তাঁহাকে পোছে সবার কাছেতে॥ এই বুড়ি হয় কেবা দেলবর লক্কার। তারা বলে কেহু নাহি হয় যে তাহার॥ কিন্তু যে মোক্তার এই ঘরের তাহার। এহাকে পুছিয়া করে যত কারবার একথা শুনিল যদ্দি সবার মুখেতে। মছলত কর্‌রিল তবে দেলের বিচেতে॥ খোদার ফজলে তবে এহার দ্বারায়। দেলবরের ভেদ কথা পাইব নিশ্চয়॥ফেরেবের জাল এরে হইবে ডালিতে। জাহাতে কয়েদ হয় সে জালবিচেতে॥এতবলি সেথা হৈতে গেল যে চলিয়া। আমিরের মকানেতে পৌছিল জাইয়া॥ তার পরে রোজ ফের সেই খানে গেল। দরওাজার নিকটেতে খাড়া হৈয়া রইল॥ সেই বুড়ি আইল ফের বাহিরে যখন। ছালাম করিল তার পায়েতে তখন॥ ছালাম করিয়া তরে কান্দে জার২। বুড়ি বলে কান্দো কেনে কিবা সমাচার কি নাম কোথায় ঘর কি দুঃখ তোমারে। বোঝাইয়া সব কথা কহনা আমারে॥তাজলমুলুকবলেশুনসমাচার।পুর্ব্বদেশেতেজান বসতআমার জানিবে আমার নাম তাজলমুলুক। কি কব তোমারে দেলেপাই যত দুঃখ॥ ছোট কালে মাতা পিতা ওফাত হইল॥ দাদি এক ছিল সেই আমাকে পালিল॥ মেহের করিত বড়া আমার উপর। বড়া দরদ বন্দ ছিল দাদি যে আমার॥ আমার কপাল দোষে গেল সে মরিয়া। কার কাছে রহি দিসা না পাই ভাবিয়া॥ মাতা পিতা ভাই বন্ধু কেহু মোর নাই। নানা কষ্টে দেশে২ ভ্রমিয়া বেড়াই॥ তোমাকে দেখিয়ে সেই দাদির আকার। দেলেতে ইয়াদ হৈল কথা যে তাহার॥ তোমাকে দেখিতে পাই দাদি বরাবর। এ জন্যেতে কান্দি আমি সোনহ খবর মেহের করিলে তুমি আমার উপরে। রোজ২ আসি দেখে জাইব নজ্জরে॥ একথা শুনিয়া বুড়ি লাগিল কহিতে। আমার নাহিক কেহু সংসার বিচেতে॥ খোসাল খাতেরে রহ নিকটে আমার। আজ হৈতে আমি দাদি পোতা তুমি মোর॥ তাজল মুলুক কহে সোন দাদি জান। এক কথা কহি আমি করিয়া বয়ান॥ এক আমিরের ঘরে করি যে চাকুরি। দিবা নিসী করি তার ফরমা বরদারি॥ রোজ২ নাহি যদ্দি আসিতে পারিব। ফোরছত মাফিক আসি সাক্ষ্যাত করিব॥ বুড়ি বলে জবে ইচ্ছা তখনি আসিবে। ভিন্ন্য যে ভাবিব তোমায় মনে না বুঝিবে॥ এইরূপে বোলে বুড়ি হইল রিদায়। তাজল মুলুক গেলং আপনা ডেরায়॥ নিত্য২ আসে জায় বুড়ির কাছেতে। মহাব্বত বাড়ে খুব বুড়ির দেলেতে॥ জান বরাবর বুড়ি করেত পেয়ার। ভিন্ন্য

ভাব নাহিবুড়ির দেলের মাঝার ॥ এইরূপে কতদিন গোজরিয়া গেল আমিরের স্থানে কিছুটাকা যে লইল ॥ টাকা লিয়া গিয়া সেই বুড়ির কাছেতে। ফেরেব করিয়া কিছুলাগিল কহিতে॥ যত দিন কাজ করি আমির হুজুরে । হিসাব করিয়া তলব দিল আজ মোরে॥ এই লেহ টাকা আনি দিলাম তোমায় । জাহা খুসি তাহা কর দেল জাহা লয় ॥ বুড়ি বলে টাকা মেরা কি আছে দরকার। বহু ধন মাল মোরে দিছে পরওার ॥ যদি তোমার টাকা কড়ির হয়ত দরকার । যত ইচ্ছা নিতে পার সকলি তোমার ॥ এতেক কহিয়া বুড়ি সঙ্গেতে লইয়া। ধোনা গারের দ্বার খুলি দিল দেখাইয়া ॥ তাজল মুলুক যদি এয়ছাই দেখিল । গোমখার মেহেরবান বুড়িকে পাইল ॥ কথায়২ তবেলাগিল কহিতে। এক কথা পুছিদাদি তোমার কাছেতে॥ দেল-বর লক্ষা পাসা জখন খেলায়। কোনজন নাহি জেনে সরেহারি জায় এহার ছবব কিছু না পারি বুঝিতে। বোঝাইয়া কহ দাদি আমার কা-ছেতে ॥ বুড়ি বলে বাছা সেই গোপনিয় কথা। প্রকাশ হইলে তবে জাবে মোর মাথা ॥ সাহাজাদা বলে তবো মাথা যদি জায়। আমি কি বাঁচিব এই তব মোনে লয় ॥ নানা রূপ জেদ জখুন করিতে লাগিল এড়াইতে না পারিয়া কহিতে লাগিল ॥ এক বিল্লির বাচ্চা এক চুহার ছেনায়। ছোটা হৈতে তাহাদেরে এরূপ সেখায় ॥ চেরাগ রাখিয়া দেয় বিল্লীর ছেরেতে। চুহা লুকাইয়া থাকে বিল্লীর কাছেতে॥ খায়ের খা পাসা যদি না পড়ে লক্ষার। বিল্লালে ঘুমাইয়ে ছের লেয় আপনার পাসার উপরে ছায়া পড়েতো আসিয়া। চুহা আসি গুটি তার দেয় উল্‌টাইয়া ॥ কিছু নাহি দিসা পায় বেকুফ সবায়। আখেরে হারিয়া সবে বন্দ হৈয়া রয় ॥ গোপনীও কথা বুড়ির মুখেতে শুনিয়া। উঠিয়া চলিল তবে খোসাল হইয়া ॥ সেথা হৈতে সেই ঘড়ি বাজারে জাইয়া লেন্ডুলের বাচ্চা এক লইল কিনিয়া॥আস্তিনের বিচেতারে রাখে সর্ব্ব-দায়। তুড়িদ্দিলে হয় বাহির এরূপসিখায় ॥ জখন দেখিলখুব সিখিয়া লইল। তবে এক রোজ গিয়া বুড়িকে কহিল ॥ চাকরি করিতে আর দেল নাহি চায়। তেজারতি করি সাদ হৈয়াছে আমায় ॥ এক হাজার টাকা যদি দিতেন আমারে । দোকান করিতুন এই সহর মাঝারে ॥ বুড়িবলে ধন মাল যে আছে আমার। যত ইচ্ছা লেহ বাছা সকলি তোমার ॥ একথা শুনিয়া মর্দ্দ খোসাল হইয়া। আমিরের ঘরে তবে গেলেন চলিয়া ॥ আমিরের তরে কহে সোন নামদার। বন্ধু যেই

আছে এই সহর মাঝার ॥ কল্য তার হবে সাদি কহিল আমারে। জাইতে সাদিতে তার বড়া জেদ করে ॥ লেবাছ পোসাগ জদি হুজু-রেতে পাই। হুজুরের হুকুম হলে সঙ্গে তার জাই ॥ এহা শুনি খাছা লেবাছ দিয়া যে তাহায়। আস্তবল হৈতে এক ঘোড়া লিতে কয় ॥ ঘোড়া জোড়া পাইয়া দেল খোসাল হইল। আপনাকে ভাল মতে খুব সাজাইল ॥ আস্তবল হইতে খাছ ঘোড়া যে লইয়া খোসাল অন্তরে গেল ছওার হইয়া ॥ দেলবরের মকানেতে জাইয়া পৌছিল। ঘোড়াকে রাখিয়া দ্বারে মহলেতে গেল ॥ বেধড়ক চলি গেল মহল মাঝার। দেখিয়া দেলবর লক্ষা হৈল চমৎকার ॥ যখন তাজল মুল্লুক ঘরে প্রবেশিল। অরুন্য উদয় জেন ঘরেতে হইল। রওসন হইল ঘর রূপেতে তাহার। ইউছুফ সমান রূপ দেখিতে বাহার ছুরত দেখিয়া বিবি তাজ্জব হইল। আসকের তীর তার বুকেতে বিন্দিল ॥ দেলে২ কহিতে যে লাগে আপনার। ভাগ্যগুনে মোন মত পাইয়াছি বর ॥ ছলে কলে পারি যদি ফাঁদে ফেলিবারে। আমার যৌবন ধন শুপিব এহারে ॥ এতবলি পালঙ্গেতে বসাইল লিয়া। বা-আদব বসিল বিবী ছামনে জাইয়া ॥ পান তামাক দাশী গণে দিলেক আনিয়া ॥ খাইতে লাগিল দোহে খোসালে বসিয়া। দেলবর লক্ষা তখন আসকে মাতিয়া ॥ নানা ছলে কথা বলে হাঁসিয়া২ ॥ তাজল মুলুক তবে কহে দেলবরে। তুমি নাকি পার খুব পাসা খেলিবারে ॥ সুনিয়া দেলবর আগে বাহানা করিল। অবশেষে পাসা আনি ছামনে রাখিল ॥ বিরালের ছেরে আনি চেরাগ রাখিল। লক্ষ্য টাকার বাজি রাখি খেলা আরম্ভিল ॥ চুহা আর বিরালের তামাসা দেখিতে। সে বাজি ছাড়িতে ইচ্ছা হইল মনেতে ॥ দুই জনে মিলে খেলে অতি সাবধানে। দেলবরের মন্দ পাসা পড়িল জখনে ॥ তখনি বিড়াল ছের লিল হেলাইয়া। পাসার উপরে ছায়া পড়িল আসিয়া ॥ চুহা আসি গুটি তখন উলটিয়া দিল। সাহাজাদা দেখে অতি তাজ্জব হইল ॥ সে বাজি ছাড়িয়া দিল জানিয়া শুনিয়া। দেখিতে২ লক্ষা লিলেক জিনিয়া ॥ তার পরে লক্ষ্য টাকারবাজি ফেরধবে। খেলিতে লাগিল পুনঃ সাবেক দস্তুরে ॥ মন্দ পাসা যেই সমে লক্ষার পড়িল। তখন বিড়াল ছের হেলাইয়া লিল ॥ আসিতে আছিল চুহা দেখিতে পাইয়া। তাজলমুল্লুক দিল তুড়িবাজাইয়া॥নেউলের বাচ্চা তরেগর্জ্জন করিয়া। সের নর মত আইল বাহির হইয়া ॥ চুহা আর বিল্লী দেখে

দেলে ডরাইয়া। পালাইয়া গেল বিল্লি চেরাগ ফেলিয়া ॥ তাজল মুলুক তবে গোস্বা হৈয়া কয়। বড় দাগাবাজ তুমি জানিনু নিশ্চয় ॥ এতেক হাসমত দেখি তোমার ঘরেতে। চেরাগ রাখিয়া খেলো বিল্লির ছেরেতে ॥ ঝাড় ফানুস নাহি বুঝি ঘরেতে তোমার। একারনে রাখো চেরাগ বিল্লির উপর ॥ এতেক শুনিয়া বিবি সরমেন্দা হইল। ভয়ে লাজে শরিরেতে পছিনা ছুটিল ॥ দাশী গনের তরে তবে করিল ফরমান। ঝাড় ফানুস তরা করি লাগাইয়া আন ॥ দাশী গণে শীঘ্র করি লাগাইয়া আনে। খেলিতে লাগিল ফের বসে দুই জনে ॥ তাজলমুলুক সেই বাজি যে জিনিল। ফের লক্ষ টাকার বাজি রাখিয়া খেলিল ॥ সেহ বাজি সাহাজাদা জেনে পলকেতে। দশ লাখ টাকার বাজি রাখিল পরেতে ॥ তাজল মুলুক সেহ বাজি জিনে লিল। দশ ক্রোর টাকা এয়ছা সে রাতে জিনিল ॥ নিসী অবসানে দিন হইল যখন তাজল মুলুক কহে দেলবরে তখন ॥ সোন সোন বিবী জান কহি যে তোমায়। মোর মুনিবের হৈল নাস্তার সময় ॥ না গেলে এখন গোস্বা হইবেন ভারি। এবে এখানেতে আর রহিতে না পারি ॥ বাজির পাওনা টাকা সাথের সময়। লইব মৌজুদ রাখ আপন আলয় ॥ এত বলি সাহাজাদা বিদায় হইয়া। আমিরের হুজুরেতে পৌছিল জাইয়া ॥ খুসি খোস্হালিতে দিন গোজারিয়া গেল। দেলবরের ঘরে ফের জাইয়া পৌছিল ॥ আছিল দেলবর খাড়া রাহা তাকাইয়া। জাওয়া মাত্র লিল বিবী হাতেতে ধরিয়া ॥ খোসালে বসায় আনি পালঙ্গ উপরে। সরাব কাবাব খায় খোসাল অন্তরে ॥ এইরূপে পহর রাত গোজারিয়া গেল দাশী গনে দস্তর খান আনি বিছাইল ॥ নানা রকমের খানা করিল হাজের। দোহেতে খাইল খানা খোসাল খাতের ॥ ফারগত হৈয়া তবে বসে দুই জনে। দাশী গণে পাসা আনি ধরিল ছামনে ॥ ক্রোর টাকার বাজি লাগিল খেলিতে। জিনিলেক সাহাজাদা দেখিতে২ ॥ কেতাব বিচেতে লেখা আছে এই মতে। নও ক্রোর টাকা হারে অদ্ধেক রাতেতে ॥ খাজানা খানায় জাহা পুজিতার ছিল। সাহ জাদার হাতে তাহা সকলি হারিল ॥ মাল আছবাব বিবি ধরিল বাজিতে। তাহাও হারিল লক্ষা খেলিতে২ ॥ ধোন মাল জাহা ছিল হারিল জখন। সাহাজাদা দেলবরে কহিল তখন ॥ যে কিছু আছিল তেরা তামাম হইল। বাকি রাত্র আছে জাহা কিসে কাটি বল ॥ সাহাজাদা

গোণ যত আছে বন্দ ঘরে। এক বাজি খেল ধোরে তাহা সবাকারে এহা শুনি বন্দি গনে ধরিল বাজিতে। হারিলেক তাহা সবে পলক বিচেতে॥ সব হারা গেল জবে দেলবর দেখিল। সাহাজাদার তরে তবেকহিতে লাগিল॥নছিব তওলিতে বাজি খেলি এইবার। হারিলে হইব আমি দাশী যে তোমার॥ জিনি জদি যত কিছু লইয়াছ জাহা ফেরত লইব আমি একেবারে তাহা॥ এত বলি দুই জনে লাগিল খেলিতে। দেলবর খেলে অতিহুসিয়ারির সাতে॥ সাহাজাদার তালে খুব চম কিতে আছিল। পলকবিচেতেসেহ বাজিজিতে লিল॥হারিয়া সে বাজি বিবী উঠে খাড়া হৈল। জোড় হাত হৈয়া তবে কহিতে লাগিল॥ ছাহেব মালেক এবে হইলে আমার। দাশী কোরে রাখ মোরে খেদমতে তোমার॥ কত সত সাহাজাদা নাহি পায় জারে। হেলাতে পাইলে তারে কপালের জোরে॥ নেকা করি রাখ মুঝে হইয়া খোসাল। খেদমত করিব তেরা জীব যত কাল॥

গান বাহারিয়া।

সোনো ওহে প্রাণ ধোন। দাশী করে রাখ মোরে খেদমতে আপন॥ তোমার যে দাশী হবো,খেদমতে হাজির রবো,প্রাণ পোনে মোন যোগাব মনের মতন। আমার এ নব যৌবন,করব তোমায় সমার্পন, মোন মতে ওহে নাগর করব আলাপন॥

পয়ার। সাহাজাদা বলে বিবি সোন সমাচার। এখন না পারি আসা পুরাতে তোমার॥ নেকা করিবারে তুঝে এবে নাহি পারি। আমার উপরে এক কাম আছে ভারি॥ জবতক হাত নাহি হয় সেই কাম। আয়েসআরাম যত আমাকেহারাম॥ দেলবর লক্ষ্য বলে কিবা কাম সেই। শুনিলে করিতে তাহা আমি সাথি হই॥ তাজল মুলুক বলে সোন সে বয়ান। গোলে বকাওলি আছে দেশ পরিস্থান॥ সেই ফুল আনিবারে জাই এবে আমি। আমার খাহেস যদি,দেলে রাখ তুমি বার সাল থাক তুমি আমার আসাতে। ফিরিয়া আসিলে দেখা হবে মোর সাতে॥ আসা পুরাইব তেরা যদি আসি ফিরে। ঘরে বসে থাক এবে পাইবে আমারে॥ পুর্ব্ব পেসা ছিল জাহা ছাড়িয়া এখন। আল্লা রছুলের নাম জপো সর্ব্বক্ষন॥ তাজলমুলুক নাম জানিবে আমার। বাপ মেরা জয়নাল সাহা বড়া নামদার॥ সরকস্থানে সাহি তাঁর সোন সমাচার। কুদরত এলাহি চক্ষু আন্ধা হৈল তাঁর॥ হাকিম তবিব গনে দাওা পানি দেয়। কিছুতে যে তাঁর চক্ষু ভালনাহি হয়॥নজ্জ মপণ্ডিতে

কহে শুনিয়া এয়ছাই। গোলে বকাওলি ভিন্য দাওা আর নাই॥ গোলে বকাওলি,আছে পরীরবাগেতে। সেইফুল ঘোসেদিলে বাদসার চক্ষেতে॥ রওসন হইবে চক্ষু ফজলে খোদার। এহা ভিন্য অন্য দাওা নাহি দেখি আর॥ এতেক শুনিয়া মেয়া ভাই চারি জন। জাইতে ছিলেন সেই ফুলের কারন॥ আমিও গোপন ভাবে আইনু সঙ্গেতে। আসিয়া পৌছিনু দেখ এই সহরেতে॥ থোড়া দিন হৈল চার ভাই যে আমার। বন্দি হৈয়া আছে পড়ে ফেরেবে তোমার॥ প্রকাশ করিয়া সব কহিনু তোমারে। থাক তুমি জাই আমি ফুলের খাতেরে॥ দেলবর লক্ষা যদি একথা শুনিল। আবদিদা হৈয়া বিবী কহিতে লাগিল॥ সে রাস্থা কঠিন অতি নারিবে জাইতে। দেও পরী নেঘাবান আছে পথে পথে॥ দেখিলে সে দেও তোমায় বধিবে পরাণে। মানুষের সাধ্য কিবা জায় পরিস্থানে॥ এখাম খেয়াল দুর কর দেল হৈতে। সাধ কোরে পড়ে কেবা অনল কুণ্ডেতে॥ এতেক বলিয়া বিবি দুক্ষিত মনেতে। আরম্ভিল এই গান বেহাগ শুরেতে॥

রাগিনী বেহাগ তাল আড়া।

বারন করি প্রাণ নাথ সে পথে তুমি জেওনা।
জানিয়ে শুনিয়ে অগ্নি কুণ্ডেতে ঝাঁপ দিওনা॥

সে পথ কঠীন ভারি, লাখে২ দেও পরী, থাকে পথ রুদ্ধ করি, পাখি ভয়ে পর মারেনা॥ কেমনে জাইবে তুমি, বল দেখি শুনি আমি, বাউন হইয়ে প্রাণ ধরতে চান্দ সাধ করোনা॥ পেলে তোমায় দেও গণে,তখনি বধিবে প্রাণে,মনের আসা রবে মনে, আসা পুর্ণ আর হবেনা। মানিক বলে বিবি সোন, সহায় জার নিরাঞ্জন, অগ্নিতে ডালিলে তারে পসম এক তার পোড়েনা॥

পয়ার। দেলবর বলে নাথ সোন সমাচার। বচ্ছরের রাহা লিয়া চৌদিগে তাহার॥ দেও পরি নেঘাবানি করে সর্ব্বক্ষন। কোন রাহা হৈতে কেহু না আসে কখন॥ শন্যতে প্রহরি আছে যত পরী জাতে। চুহা সবে দেয় চৌকি জমিন নিচেতে॥ শুড়ঙ্গ করিয়া কেহ আসিতে না পারে। জমিনের নিচে চৌকি হাজারে হাজারে॥ পরির বাদসার বেটি বকাওলি নাম। তাহার বাগিচা সেই সোন গুনধাম॥ গোলাবি হাওজ একআছে বাগানেতে। গোলে বকাওলীআছেসেহি হাওজেতে॥ মানুষের সাধ্য কিবা জাইতে সেথায়। পাখি নাহি পর মারে হাওা নাহিজায়॥ জাইতে সেখানে তুমি কভু না পারিবে। নাহক

জাইয়া কেন জান হারাইবে ॥ পাইলে সে দেও জাতে বধিবে তোমায় তে কারনে করি মানা জাইওনা সেথায় ॥ তোমা বিনে এই ঘর হবে অন্ধকার। আমিও মরিব নাথ বিচ্ছেদে তোমার ॥ এত বলি বিবী ফের আরম্ভিল গান। নিচেতে লিখিনু তাই শুন রসিকান ॥

হিন্দী ও বাঙ্গালা মিশ্রীত গান।

তেরে আল্লাকী কছম আমায় ছেড়ে জাইওনা প্রাণ। হেজ্‌রেছে তেরে সদা মন রবে পেরেসান ॥ দেখ্‌লা কার মাহ রোখকে তেরে, লিয়াছ মোর মোন হরে, এবে জুদাই ছে তেরে কেমন করে বাঁচিবে প্রাণ। ফোরকাত মে তেরে, ডুবাইওনা প্রাণ আমারে, আয় জালেম তু মাত জা, আমায় মেরে নয়ন বান

পয়ার। দেলবর লক্ষা এয়ছা বহুত বুঝায়। প্রাণ হারাইতে নাথ জাইওনা সেথায় ॥ আদমের জাত কভু সেখানে না জায়। খাব খেয়াল ছাড় সাহা ধরি তব পায় ॥ কেবল নমুদ তেরা জওানি বাহার নাহি চিখিয়াছ কিছু মজা দুনিয়ার ॥ এ নব বয়েসে কেন দুঃখে ঝাপ দিবে। আপনি আপনা জান খোয়াইতে জাবে ॥ সাহাদা বলে বিবি, ভরসা খোদায়। বিপদে পড়িলে সেই রাখিবেন আমায় ॥ সে রাখিলে সাধ্য নাহি মারিতে কাহার। সে মারিলে বাচাইতে সাধ্য আছে কার ॥ খলিল্লুল্লায় বাঁচাইল আতস হইতে। মুছাকে বাঁচালে আল্লা ফেরাউনের হাতে ॥ এয়ছা মছিবতে আল্লা লিল বাঁচাইয়া। আমাকে বাঁচাবে আল্লা মেহের করিয়া ॥ আসক ছাদক যদি আসি বটে হই। মোকছেদ মঞ্জেলে তবে পৌছাইবে শাই ॥ লম্বা চৌড়া দেও জাত জোর অতি ধরে। কদ ছোটা জোরে কম দেখ মানুষেরে ॥ হেকমত হুনুরে ভালা আর আক্কেলেতে। দেও হৈতে বেসি রাখে এনছানের জাতে শুনিয়াছকিনা তাহা না পারিকহিতে। তবেএক কেচ্ছা কহিতোমার সাক্ষাতে ॥ সায়ের কহিছে তাহা পয়ার ছাড়িয়া। ত্রিপদী ছন্দেতে কহি বয়ান করিয়া ॥

এক ব্রাহ্মন ও বাঘের কাহিনী।

ত্রিপদী ছন্দ। ব্রাহ্মন এক জনে, জাইবারে কোন স্থানে, রওনা সে হইল রাহায়। মঞ্জেল২চলে, পৌছেগিয়া জঙ্গলে, ভয়ানক জঙ্গলছিল তায় ॥ খোদায় ভাবিয়া দেলে, জায় সে জঙ্গলে চলে, একস্থানে পাইল দেখিতে। এক পিঞ্জারার বিচে, সের এক বন্দ আছে, হাত পাও বান্ধা যে রসিতে ॥ দেখে বাঘ ব্রাম্মনেরে, কহিল কাতরা স্বরে, সোন দেব

আরজ আমার। আছি বন্দ কারাগারে, ছাড়াইয়া দেহ মোরে, ধরি আমি চরণে তোমার ॥ বেঁচে যদি থাকি ভবে, আমার দ্বারায় তবে, হতে পারে তোমার এহছানি। সাদা দেল সে ব্রাহ্মনে, বাঘের এ কথা শুনে, ছেড়ে দিল জাইয়া তখনি ॥ হাত পাও বান্ধা ছিল, সকলি খুলিয়া দিল, খাঁচা হৈতে বাহিরে আইল। বাহিরে আসিয়া সের, তিলেক না করে দের, গর্জ্জিয়া সে বামনে ধরিল॥ ঘাড়েতে কামড় দিয়া, লিল পিঠে উঠাইয়া, কহে বামন হইয়া লাচার। নেকি করিলাম তোরে, বদি চাহ করিবারে, এটা দেখি বড় অবিচার ॥ বাঘ বলে বামনেরে, আমার মজহাবে ছারে, আছে বিচার এমন প্রকারে যদি নাহি মান তুমি, তোমাকে লইয়া আমি, জাই চলো সালিসের তরে ॥ নির্ব্বোধ ব্রাহ্মনে, রাজি হৈল তাহা শুনে, গেল সের জঙ্গল মাঝারে। বড়া এক গাছ ছিল, তাহার নিকটে গেল, কহিতে লাগিল গিয়া তারে ॥ সোন গাছ কহি আমি, ঠিক কথা কহ তুমি, নেকিতে কি বদি কেহ করে। গাছ বলে সত্য তাই, নেকি কৈলে বদি চাই, হয় বটে আমার বিচারে ॥ রাহি মোছাফের ছারা, ধুপের তাপে সে তারা, আসি বসে আমার ছায়ায়॥ আরাম করিয়া পরে, জাইতে যে রাহা পরে, ডাল যেরা ভাঙ্গিয়া সে লয় ॥ দেখো বিচারিয়া দেলে, নেকি কাজে বদি ফলে, সত্য কি না বোঝহে মনেতে। সের বলে ব্রাহ্মনে, শুনিলে আপন কানে, গাছ জাহা বলে এহিক্ষনে ॥ ব্রাহ্মন কহেন তবে, অন্য খানে চল এবে, শুনি সেহ কিবা কথা কয় ॥ একথা শুনিয়া সেরে, দের কিছু নাহি করে, পৌছে রাহা আছিল জেথায় ॥ পথেরে পুছিল সেরে সোন পথ কহি তোরে, নেকি বদল বদি কিবা নয়। পথ বলে কহা জায় আমার বিচারে হয়, ব্রাহ্মনে কহি যে নিশ্চয় ॥ আমি পথ আছি খাড়া রাহি মোছাফের ছারা, আমার উপরে চলে জায়। আরামেতে চলে জায় পথ হারা নাহি হয়, খাড়া আমি থাকি সর্ব্বদায় ॥ কত সত নাদানেতে মোর পরে হাগে মোতে, কিছু লেহাজ নাহি করে দেলে। সোন ভাই কহি আমি, বিচারিয়া দেখ তুমি, নেকিতে যে বদি কিনা ফলে ॥ ব্রাহ্মন কহেন সেরে, শুন সের কহি তোরে, পোছ ফের অন্য এক জনে। সে জাহা কহিবে ভাই, নিশ্চয় করিও তাই, দুখ তাতে না ভাবিব মনে ॥ একথা শুনিয়া সের, সেথা হৈতে গিয়া ফের, পৌছে এক ময়দান বিচেতে। টিলা ছিল ময়দানেতে, শৃগাল বসিয়া তাতে, পাইল সের তাহাকে দেখিতে॥ সের কহে শিয়ালেরে, কহি যে তোমার

তরে, কর এক কথার বিচার। শীয়াল ভয়েতে বলে, আরজ কদা গুলে, দুরে থাকি কহ নামদার॥ এহা শুনে কহে সেরে, এই ব্রাহ্মণ মোরে,করিয়াছে নেকি যে নিশ্চয়। একারণে বদি তারে, চাহি আমি করিবারে,তোমার বিচারে কিবা হয়॥ শীয়ালশুনিয়া কয়,সোন কহি মহাশয়, বিশ্বাষ না হয় যে মনেতে। তুমি সাহা নামদার, আদমেতে কি প্রকার, নেকি করে তোমার সঙ্গেতে॥ যদিও দেখিতে পাই তবেত প্রত্যয় যাই, কেমনে সে নেকি কাম করে। তবেত বিচার তার, পারি আমি করিবার, নহে বিচার করি কি প্রকারে॥ সের বলে এসো তুমি,সাতে লিয়া যাইআমি, যেথা কয়েদ ছিনু জঙ্গলেতে। শৃগাল ভয়েতে বলে,আগে২জাহ চলে, পিছে২আসি সাতে২ সেরেতে শুনিয়া তাহা, আগে২ লিল রাহা, পিছে২ শৃগাল চলিল॥ কয়েদ আছিল যেথা, জাইয়া পৌছিল সেথা, শৃগালের তরেতে কহিল-॥ সোন২ কহি আমি, নিশ্চয় জানিবে তুমি, বন্দ ছিনু এই যে খাঁচাতে। হাতে পায় ছিল রসি,এই ব্রাহ্মনে আসি,করে মুক্তি কয়েদ হইতে॥ শীয়াল বাঘেরে কয়, সোন কহি মহাশয়, একথা না হইল প্রত্যয়। কি রূপে আছিলে তুমি, রহ তেয়ছা দেখি আমি, বিশ্বাষ যে হইবে আমায়॥ সের নর এহা শুনে, গেল খাঁচায় তৎক্ষনে;হাত পাও বন্ধিল বামনে। আগেতে আছিল জেয়ছা, ঠিক মত বান্ধো তেয়ছা,বেসিকমি না-হয় কখনে॥ ব্রাহ্মন কহেনতারে,বান্ধিয়াছি সে প্রকারে,কমি বেশী কিছু করিনাই। শীয়াল কহিল সেরে,সোন সের কহি তোরে, হও বাহির পার কিবা নাই॥ সের অতি জোর করে, বাহিরহইতে নারে,কহে শীয়াল বামনের তরে। সোনরে অবোধবামন এমন দুস্মনে কখন,জানিয়া শুনিয়া ভাল করে॥ অবোধ বামন তুমি নিশ্চয় বুঝিনু আমি,জাও চলি থাকিয়া হেথায়॥ অধিন সায়ের তরে ত্রিপদী ছাড়িয়া এবে, পয়ার ছন্দেতে রস গায়॥

পয়ার। ব্রাহ্মনের কেচ্ছা শুনাইয়া সে লস্কারে। সাহাজাদা পুনরায় লাগে কহিবারে॥ কহিনু এ কেচ্ছা আমি এহার কারণে। দেখ আল্লা বাচাইল কেয়ছা ব্রাহ্মনে॥ আর দেখ সের বটে নরের দুশ্মন। তাহাকে খালাস করে ছওাব কারণ॥ মুল্লুকের সাহাজাদা সবাকার তরে। কয়েদ রাখিছ তুমি বন্দখানা ঘরে॥ খালাস করিয়া দেহ তাহা সবাকায়। বহুত ছওাব পাবে খোদার দরগায়॥ চার ভাই আছে মেরা কয়েদ খানায়। হেফাজতে রাখিবে যে তাহা সবাকায়॥ কোন

রূপে কষ্ট নাহি তাহা দিগে দিবে ॥ মোর কথা না কহিয়া গোপন রাখিবে ॥ জবতক আল্লা মোরে না আনে হেথায়। ভাই দিগে না-ছাড়িবে জানিবে নিশ্চয় ॥ এখন বিদায় হই নিকটে তোমার। খোসা-লিতে থাক বসে ঘরে আপনার ॥ একথা শুনিয়া লক্কা কান্দিয়া২। কহিতে লাগিল অতি বিনয় করিয়া ॥ না জাও না জাও নাথ করি আমি মানা। বিচ্ছেদ বানেতে মোরে বোধনা২ ॥ দেখিয়াছি চন্দ্র মুখ যে দিন তোমার। লেগেছে এস্কের তীর বুকেতে আমার ॥ তুমি গেলে হেথা হৈতে আমি নাহি জীব। বিচ্ছেদ আনলে পড়ে দাহন হইব ॥ এতবলি লক্কা তবে কান্দিতে২। কহিলেক এইগজল দুক্ষিত মনেতে

হিন্দী গজল।

দেখ্ না কার মাহ রোখকো তুনে কেয়া আকত এ কারপা কিয়া
দেলতো মেরে ছিন লিয়া আওর খাস্তা খারাব মুজকো কিয়া ॥
তীর ছে এস্কে কি তেরে; কিয়া ঘায়েল দেল্ তো মেরে, ওছ
জখম কি ছোজেস ছে মেরে, দেল্ কো পারা২ কিয়া ॥
পার নাথা মারহাম লাগানা তুজকো, আপ্ না হাত ছে পেয়ারে
মুজকো, তব কেও দেলপর মেরে কারি জখম তুনে কিয়া ॥

এইরূপে প্রেম ভাবে কহে সা জাদারে। যুগল নয়ন বারি ঝর২ ঝোরে ॥ সাহা জাদা বলে বিবী ধৈর্য্য ধরমনে। ফিরিয়া আনিলে খোদা পাইবে তখনে এবে তুমি কিছু নাহি কহিবে আমারে। ছবর করিয়া থাক দেলের ভিতরে এতেক কহিয়া মর্দ্দ হইল বিদায়। পরিস্থান দেশে জায় ভাবিয়া খোদায়

তাজল মুলুক দেলবর লক্কার নিকট হইতে বিদায় হৈয়া জায় ও এক দেয়ের মদদে বকাওলির ছর-হদ্দে পৌছিবার বয়ান।

পয়ার। লক্কার নিকট হৈতে বিদায় হইয়া। পরিস্থান দেশে জায় খোদায় ভাবিয়া ॥ মঞ্জেল২ রাহা নেকলিয়া জায়। বড় এক ময়দানেতে পৌছিল সেথায় ॥ বেবাহা জঙ্গল সেথা দেখে চমৎকার। বাবুলের জঙ্গল সে ময়দান মাঝার ॥ অতি কষ্টে সে জঙ্গল লাগিল চলিতে। বাবুলের কাঁটা কত চুবিল পায়েতে ॥ লহুজারি হয় অতে জালাতে কাতর। দেলেতে ভরসা কেবল পাক পরওয়ার ॥ আস্তে২ কোন রূপে জাইতে২ ছাড়াইল সে ময়দান বহু কেলেসেতে ॥ সেথা হৈতে পৌছে এক জঙ্গলে জাইয়া। দুর হৈতে দেখা পায় নজর করিয়া ॥ বড়া এক দেও সেই জঙ্গল বিচেতে। পাহাড়ের মত বসে আছে সেখানেতে ॥ তাজল মুলুকে দেও

দেখিতেপাইয়া।উঠিয়াহইল খাড়াখোসাল হইয়া॥হাজারসোকর করে খোদার দরগায়। বেগর মেহনতে খোরাক দিলেন আমায় ॥ আপনি করিম আনে করম করিয়া। এয়ছা লতিফ খানা দিলেন ভেজিয়া ॥ এত বলি দেও জাত খুসি অতিশয়। তাজল মুলুক গিয়া পৌছিল সেথায় ॥ নবিন বয়েস আর ছুরাত দেখিয়া। কহিতে লাগিল দেও মেহের হইয়া ॥ কি নাম কোথায় ঘর কহনা আমায়। মরিবার লাগি কেন আসিলে হেথায় ॥ নবীন বয়েস আমি দেখি যে তোমারে। কি দুঃখ ঘটেছেএয়ছা তোমারউপরে ॥ আপনা হইতে এলে মরিবার তরে। এতই কি জান ভারি হৈয়াছে তোমারে ॥ তাজল মুলুক কহে দেও বরাবরে। জানের দরদ কিছু নাহিক আমারে ॥ জানের দরদ যদি থাকিতআমার। তরেকিবা আসিআমি নিকটেতোমার ॥ দুঃখে২ জায় দিন না পারি সহিতে। মরি যদি পাইরক্ষা দুক্ষের হাতেতে॥এই আরজকরি এবেতোমারহুজুরে। শীঘ্রবধি দেহমুক্তি দুখেতে আমারে এতেক শুনিয়া দেয়ের রহম হইল। সাহাজাদার তরে দেও কহিতে লাগিল ॥ ছোলেমান নবির আমি ছওগন্দ করিনু। বদি হৈতে তেয়া আমি হাত ওঠাইনু ॥ খোসাল খাতেরে থাক আমার হুজুরে। আ-ন্দেসা না কর কিছু দেলের ভিতরে ॥ এত শুনি সাহাজাদা খোসাল হইয়া। থাকিল দেয়ের কাছে মতলব লাগিয়া ॥ দেও অতি মেহের বান সা জাদার তরে। সাহাজাদা থাকে সদা দেয়ের হুজুরে ॥ সিরী জবানেতে কত কথা যে শুনায়। শুনিয়া সে কথা দেও তুষ্ট অতিশয় এইরূপে কিছু দিন গত হৈয়া গেল। মেহের করিয়া দেও কহিতে লাগিল ॥ মানুষের খোরাক কিবা কহনা আমারে ॥ শুনিলে আনিয়া দেই খাইতে তোমারে ॥ এত শুনি সাহাজাদা কহিল তাহায়। ঘি চিনি ময়দা গোস্ত মানুষেতে খায় ॥ একথা শুনিয়া দেও তখনি চলিল এক বড়া কাফেলা পরে জাইয়া পৌছিল ॥ ঘি চিনি ময়দা বোঝাই উটেতে করিয়া। ছওদাগর জাইতেছিল দেখিতে পাইয়া ॥ সন্যভরে কয়েক উট লিল ওঠাইয়া। সাহাজাদার ছামনেতে রাখিল আনিয়া ॥ কহিতে লাগিল দিনু খোরাক আনিয়া ॥ যত পার খাও তুমি আছুদা হইয়া॥সাহাজাদা সবচিজ লিল ওতারিয়া। উট যত ছিলদিল জঙ্গলে ছাড়িয়া ॥ ঘি চিনি ময়দা তবে রোজ২ খায়। এই রূপে কিছু দিন গোজারিয়া জায় ॥ এক রোজ কয়েক যোন ময়দা লইয়া। হাত পাও দিয়া খুব লিলেক গুঁদিয়া॥ঘি চিনি দিয়া তাতে গুঁদিয়া লইল। বড়া২

কোরে তবে রুটি বানাইল। শুখা শুখা লাকড়ি আনি আগ জ্বালাইয়া তাহাতে সে রুটি সব লিলেক ছেকিয়া ॥ এক উট করি জবে কাবাব বানায়। এসব ছামানা দেও দেখিবারে পায় ॥ কহিতে লাগিল দেও সাজাদারে তরে। এতেক তকলিফ আজ কিসের খাতেরে ॥ সাহাজাদা কহে সব তোমার লাগিয়া। মানুষের খোরাক কেয়ছা দেখনা খাইয়া এতেক শুনিয়া দেও খোসাল দেলেতে। গোস্তরুটি যত ছিল লাগিল খাইতে ॥ খাইয়া সে সব চিজ লজ্জত পাইয়া। নাচিতে লাগিল দেও খোসাল হইয়া ॥ কহিতে লাগিল তবে সাহ জাদার তরে। বড়া মজা দার চিজ খাওালে আমারে ॥ এয়ছা মজাদার চিজ কভু নাহি খাই। বুঝি বাপদাদা মেরা চক্ষে দেখেনাই॥ কি দিবতোমাকে আমি এহার বদলে। যে রুপেতে খুসি তুমি আমাকে করিলে ॥ তবে সাহাজাদা রোজ২ এ প্রকারে। গোস্ত রুটি পাকাইয়া খেলায় তাহারে ॥ তবে এক রোজ দেওকহে সাজাদারে। বহুতকরিলে খুসিতুমি যে আমারে দেলের মতলব তেরা কিছু যদি রয়। কহনা আমারে তাহা পুরাব নিশ্চয় ॥ দেওমুখে এইকথা জখনশুনিল। নরম জবানেতবে কহিতে লাগিল ॥ শুনিয়াছি লোক মুখে এমন প্রকার। দেয়ের রগবত বেসি খাটের উপর ॥ ছোলেমান নবির কছম কর তুমি। দেলের মতলব জাহা কহি তবে আমি॥ সুনিয়া সে দেও তবে ছওগন্দ করিল। তবে সাহাজাদা তারে কহিতে লাগিল ॥ বহু দিন হৈল খাহেস আছে এই মনে। বকাওলির বাগ আমি দেখিব নয়নে ॥ এ কথা সুনিয়া দেও হায় হায় করে। ছেরে হাত দিয়া বসি কহে সাজাদারে ॥ হায় আদম জাত আমি কি কহিব আর। তোমার মউত নাহি হাতেতে আমার ॥ আমার মউত এবে হাতেতে তোমার। ছওগন্দ করিয়াআমি হৈয়াছি লাচার ॥ বকাওলির বাগে তুঝে লইব কেমনে। লাখে২ দেও পরি থাকে সেই খানে ॥ কি রূপে তোমাকে লিয়া জাইব সেথায়। পাখিপর নাহি মারে ভয়েতে সেথায়॥কছম করিয়া আমি ঠেকিয়াছি দায়। ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু না দেখি উপায় ॥ তবে এক কাম তুমি করনা এখন। দেখি তেরা ভাগ্যে কিবা করে নিরাঞ্জন ॥ আজ তুমি গোস্তরুটি কর যে তৈয়ার। দেখা জাউক কিবা ঘটে নছিবেতোমার এত সুরে সাহাজাদা সাবেক দস্তুরে। গোস্ত রুটি বেসি করে প্রস্তুত করে ॥ গোস্তরুটী প্রস্তুত দেখিয়া দেয়েতে। মারিলেক চিখ এক

বহুত জোরেতে ॥ সুনিয়া সে হাঁক দেও দুছরা আইল। মকিম দেয়ের সঙ্গে আসিয়া মিলিল ॥ ঘরওালা দেও তারে অতিসমাদরে। বসাইল লিয়া তবেবিছানা উপরে ॥ দুইদেও খুসিহালে বসিল জখন। তাজল মুলুক সেথা আসিয়া তখন ॥ আদবের সাতেছালামকরে মেহমানেরে তাজ্জব হইল দেও দেখিয়া তাহারে ॥ ঘরওালা দেও তরে কহিল এয়ছাই। বড়ই তাজ্জব এই দেখিবারে পাই ॥ দেও আর মানুষেতে হয় মহব্বত। দোহে এক খানে থাকে তাজ্জবের বাত ॥ ঘরওালা দেও কহে সোন কহি তুঝে। এই আদমজাত বড়া খোস কিয়া মুঝে এতেক কহিয়া দেও গেল যে উঠিয়া। গোস্ত আর রুটীতারে দিলেক আনিয়া॥মেহমান দেও গোস্তরুটি যে খাইয়া। নাচিতে লাগিল অতি খোসাল হইয়া। মকিম দেয়ের তরে লাগিল কহিতে। বহুত করিল খুসি এই আদম জাতে ॥ এহার ভালাই কিছু করিয়াছ ভাই। মকি- মেতে বলে আমি কিছু করিনাই ॥ যেইকথা কহে এইকরিতে আমায় আমার সাধ্যের বাহির কহিনু তোমায় ॥ বকাওলির বাগ এই চাহে দেখিবারে। কিরূপে দেখাতে পারি কহনা আমারে ॥ ছোলেমান নবির আমি ছওগন্দ করেছি। তাহাতে যে এর কাছে বন্দ হৈয়া আছি ॥ তুমি পার যদি কোন তদবির করিতে। তবেত হইতে পারে এহার ভাগ্যেতে ॥ মোছাফের দেওকহে সোন ভাইতুমি। তদবিরের ফাঁদ এক ডালি তবে আমি ॥ বহিন যে আছে মেরা সবার ছরদার আঠার হাজার দেও তাবে আছে তার ॥ চিঠি এক লিখেতারে পাঠাই এহারে। তার দ্বারা কাজ এর ভাল হৈতেপারে ॥ এতবলি লেখন যে লাগিললিখিতে। তাহার মজমুন এইসোন সকলেতে ॥ ছালাম তছ- লিম আগে উপরে লিখিল। তার পরে এইরূপে লিখিতে লাগিল ॥ সুন বুবুজান এই আরজ আমার। বয়ান করিয়া কহি নিকটে তোমার এক দিন গিয়া ছিলাম ছয়ের করিতে। বাদসার কুমার এক পাইনু দেখিতে॥ হাছিন ছুরত খুব নজরে দেখিয়া। ওঠাইয়া আনি তারে খাহেসকরিয়া ॥ ফরজন্দ বলিয়া আমিতাহাকে রাখিনু। লালনপালন করে সেয়ানা করিনু ॥ সোন বুবুজান এই বাসনা আমার। ছফরে জাইতে মেরা আছেতদরকার ॥ নাহিজানি কতদিন হয়তো সেখানে একেলা রাখিয়াএরে জাইবকেমনে ॥ একেলা রাখিয়াগেলে না জানি কি ঘটে। এজন্যেতে পাঠাই এরে তোমার নিকটে ॥ মেহের করিয়া

লিখিয়া এক দেওকে ডাকিয়া। খত আর সাহাজাদায় দিলেক সুপিয়া সাহাজাদায় লইয়া দেওচলিল উড়িয়া। হাষ্কালার নিকটেতে পৌছিল জাইয়া ॥ ছালাম করিয়া দেও হাষ্কালার পায়। সাহাজাদা আর চিঠি দিলেক তাহায় ॥ হাষ্কালা দেখিল যদি সাহাজাদার তরে। বহুত হইল খুসি দেলের ভিতরে ॥ কহিতে লাগিল দেয়ে খোসাল অন্তরে গন্ধকেরথান ভাই যদিদিত মোরে ॥ গন্ধকেরথান ভাই যদি মোরে দিত কিম্বা ছোলেমানিআঙ্গটিআমাকেভেজিত॥না হৈতামখুসিএতদেলের ভিতরে। যে রুপেহৈয়াছি খুসিপাইয়া এহারে॥ এতেক কহিয়াবিবী লেখন পড়িয়া। কাছেদেরহাতেদিল জওাবলিখিয়া॥ চিঠিরজওাবতবে লেখে এপ্রকার। সোনভই কহি আমি নিকটে তোমার॥ এয়ছা খুসি করিয়াছদিয়া সাজাদারে। সাতমুল্লুকেরসাহিজেনোদিলেমোরে॥ গিয়া ছিনু এক দিন ছায়ের করিতে। একসাহজাদীর তরে পাইয়া দেখিতে হাছিনছুরততার নজরেদেখিয়া। তখনি তাহাকেআমিআনিউঠাইয়া ফরজন্দ বলিয়া তারে করিনু পালন। চৌদ্দ বরছেরছেনহৈয়াছেএখন নবীনযৌবন বিবিদেখিতে সুন্দর। পেরেসানছিনু তারসাদির খাতের ভেজিয়া দিয়াছতুমি জোড়া যে তাহার। দিবযে বেটিরসাদি সঙ্গেতে এহার ॥ এতেক লিখিয়া খতে কাছেদের তরে। বিদায় করিয়া দিল খোসালখাতেরে॥ তারপরে দিনঅতি খোসাল দেলেতে। মাহমুদার সাদি দিল সাজাদার সাতে ॥ বেটি দামাদের অতি করেতো পিয়ার। খোসালেতে থাকে দোহে ঘরে আপনার ॥ কিন্তু সাহজাদা থাকে ফুলেরগমেতে। দেলখুলে নাহিমেলে মাহমুদার সাতে ॥ হাম বেস্তর নাহিহয় মাহমুদার কখন। জোদা জোদা থাকেশুইয়া আপনা আপন এইরুপে কত দিন গত হৈয়া গেল। বিবি সহ হাম বেস্তর কভু না হইল ॥ নবীন যৌবনী বিবী না পারেসহিতে। এক রোজ সাহজাদায় লাগিল কহিতে ॥ সোন প্রাণ নাথ কহি হুজুরে তোমার। মানুষের মধ্যে বুঝি আছে এপ্রকার ॥ আপনা প্রিয়সী সঙ্গে আলগেতে রয়। বোছ ও কেনার কভু দোহে নাহি হয় ॥ নবীন যৌবন মেরা জওানি বাহার। কি বলিয়া নাহি দেখ একি অবিচার ॥ প্রেমানলে জ্বলেপুড়ে মরিতেছী আমি। একদিন মোরতরে নাহি দেখতুমি ॥ এতেক বলিয়া বিবী বেহাগ শুরেতে। আরম্ভিল এই গান লিখিনু নিচেতে ॥

গান রাগিনী বেহাগ তাল আড়া ঠেকা।

বলো দেখি প্রাণ নাথ কি দুখ তোমারি মনে।

হাস্য মুখে বাক্য রে প্রাণ বলো নাহি কি কারণে ॥
আসায়২ থাকি আমি,অন্য ভাবে থাক তুমি,মরি মোনি আগুনে
আসা পূরাও নাহি কি কারণে। জলের কুলেতে রইয়ে, পিপা-
সায় প্রাণ জায়ে, চাতকি পাখির মোত মরি সদা জল বিনে ॥
যৌবনের তরী মোরে, তুমিত কাণ্ডারী তারে, তুমি না ধরিলে
তরী ভেসেজাবে বিচ্ছেদবানে ॥ সায়েরবলে বিবী সোন,উতালা
হৈয়াছ কেন, সয়ে থাক দুই এক দিন, হবে মিলন দুই জনে ॥

পয়ার। তাজল মুলুক বলে সোন প্রানেশ্বরী। মানুষের মধ্যে জানো মহব্বত ভারী ॥ কিন্তু এক কাজে দেল আছে পেরেসান কিছু নাহি লাগে ভাল সোন বিবী জান ॥ জবতক পূরা নাহি হয় সেহি কাম। আয়েস আরাম যত আমাকে হারাম ॥ মাহমুদা শুনি কহে সোন প্রাণ নাথ। কেমন সে কাম কহ তার হকিকত ॥ সাহা জাদা কহেবিবী কহি যে তোমারে। বকাওলীরবাগের খাহেস দেখি-বারে॥দেখিতেখাহেসবাগ বহুতআমার। তেকারণে দেল মেরা থাকে বে কারার ॥মাহমুদা শুনেকহে স্থির হওতুমি। খোদা চাহে বাগতুঝে দেখাইবআমি ॥ এতেক কহিয়াদোহে রহিলশুইয়া। নিসী অবসানে দিন পৌছিল আসিয়া ॥ হাস্কালা আসিয়া তবে দুজনে ওঠায়। হাত ধরি লিয়া গেল আপনা জাগায় ॥ দুই জানু পরে বসাইয়া দু জনারে। হর কেছেম মেওয়া আনি দেয় খাইবারে ॥ নাহিখায় মেওয়া ছের নিচে করে রয়। বিরস বদন দেখি পোছে হাস্কালায় ॥ বিরস বদন আজ দেখি যে তোমারে। কি দুখে দুঃখিত তুমি কহনা আমারে ॥ উঠিয়া মাহমুদা কহে করিয়া বয়ান। আমার আরজ এক সোন আম্মাজান ॥ তোমার দামাদ খাহেসকরে যে প্রকার। কহিতেডরাই তাহা হুজুরে তোমার ॥ বকাওলীরবাগ চাহেছায়ের করিতে। বেকারার থাকেসদা তাহার জন্যেতে ॥ তোমারমেহের যদি হয় একবার। দেলেরখাহেস তবে মেটে সাজাদার ॥ হাস্কালা শুনিয়া তবে ওজর করিল। বেটির খাতেরে শেষে রাজী যে হইল ॥ হাস্কালা কহিল বাবা স্থির হওতুমি বকাওলী বাগ তুঝে দেখাইব আমি ॥ এতেক কহিয়া ডাকে চুহার ছরদারে। আসিয়া হইলহাজির হাস্কালা হুজুরে ॥ হাস্কালা চুহার তরে কহে এরূপেতে। বকাওলির বাগতক মেরা ঘর হৈতে ॥ সুড়ঙ্গ তৈয়ার কর এমন প্রকার। এক জন জাইতে পারে বিচেতে তাহার ॥ চুহার ছরদার যদি একথাশুনিল। চুহা সবাকারতরে বোলাইয়া লিল

হাঙ্কালার হুকুম জেয়ছা কহিল সবায়। সুড়ঙ্গ করিতে তবে লাগিল চুহায়॥ এক দিনের মধ্যে শুড়ঙ্গ তৈয়ার হইল। হাঙ্কালার তরে আসি খবর কহিল॥ তখনি চুহাকে তবে কহে হাঙ্কালায়। বকাওলী বাগে লেহ এই সাজাদায়॥ কিন্তু নাহি ওতারিয়া দিবে সে বাগেতে দেখাইয়া আনো ফের মেরা হুজুরেতে॥ এহা যদি নাহি কর হুকুম মানিয়া। জান বাচ্চা সহ তুঝে ডালিব মারিয়া॥ এতেক বলিয়া কহে সাজাদার তরে। বাগিচা দেখিতে জাহ চুহার উপরে॥ অধিন সায়ের কহে সবার কাছেতে। পয়ার ছাড়িয়া কহি ত্রিপদী ছন্দেতে॥

তাজলমুল্লুক বকাওলীর বাগিচায় জায় ও গোলে বকাওলী লুইয়া আইসে ও বকাওলীর উপর আসক্ত হইবার বং

ত্রিপদী হাঙ্কালার কথা শুনে, সাহাজাদা তৎক্ষনে, হৈয়া ছওয়ার চুহার উপরে। জায় চুহা বাওভরে, তিলেক না দেরি করে, পৌছে গিয়া বাগান ভিতরে॥ বকাওলীর বাগ জেথা, জাইয়া পৌছিল সেথা সাহাজাদা খোসাল হাজ্রার। নিচেতে নাবিতে চায়, চুহা মানা করে তায়, না নামিও সোন নামদার॥ হাঙ্কালার হুকুম নাই, কি রূপে জাইতে দেই, তোমাকে এ বাগের বিচেতে। সাহাজাদা সুনে বলে, ভয় না করিও দেলে, দেখে আমি আসিব এখাতে॥ জাইতে না দিবে তুমি, এখান হইতে আমি, দিব জান আপনা হইতে। চুহা যদি এহা সুনে ভয় অতি পায় মনে, দিল তবে বাগানে জাইতে॥ চুহা রৈল সেই খানে, সাহাজাদা খুসি মনে, জায় তবে বাগান বিচেতে। বাগের তামাসা দেখে, খুসি অতি আপনাকে, জেথা সেথা লাগিল ফিরাতে নানা ফুলে সোভা করি, গাছ সব সারি২, আছে খাড়া বাগান ভিতরে ভ্রমরা ভ্রমরি আসি, ফুলের উপরে বসি, খায় মধু গুন গুন স্বরে॥ বুল বুল সকলে এসে, নেচে২ ফুলে বসে, কখিলা বসিয়া গান গায়। কুহু২ রব করে, অতি সুমধুর স্বরে, শুনে তাহা পরাণ জুড়ায়॥ নানা রূপ মেওয়া গাছে, কাঁচা পাকা কত আছে, স্থানে২ জাগায় জাগায়। বাগানের সোভা দেখে, সাহাজাদা মন সুখে, চৌদিগেতে ঘুরিয়া বেড়ায়, তামাসা দেখিয়া ফেরে, জায় এরছা কত দুরে, হাওজ এক পায় দেখিবারে॥ হাওজের বাহার যত, আমি তাহা কব কত, বানাইয়াছে লাল জওয়াহেরে॥ গোলাবে হাওজ ভরা, আছে লাবালব পোরা, গাছ এক মধ্যে আছে তার। সেই যে গাছের পরে, ফুল এক আছে ধোরে, কি কব সে ফুলের বাহার॥ সেই যে ফুলের জোতে,

ছারা বাগ উজ্জল তাতে,সুবাসেতে তাজা হয় জান। সাহাজাদা ফুল দেখে, মহ হয় আপনাকে, দেলেং করে অনুমান ॥ গোলে বকাওলী এই, নিশ্চয় বুঝিতে পাই, লেওা এখন চাই কোন মতে। এতেক ভাবিয়া দেলে, লেবাছ পোসাগ খুলে, রাখে হাওজের কেনারাতে ॥ হাওজেতে ওতারিয়া,লিল ফুল ওঠাইরা,তাড়া তাড়ি উঠিয়া আড়ায় জামা জোড়া লিল পিন্দে, কোমর বন্দে ফুল বেন্দে, সেখানে থাকিয়া চলে জায় ॥ সেথা হৈতে চলে গেল,ছামনে দেখিতে পাইল বড়া উচা এক বালাখানা। কি কব বয়ান তার, দেখে শুনে চমৎকার সে ঘরের যত কারখানা ॥ লাল হীরা এয়াকুতেতে, জমরদ পাথরেতে বানাইছে যত কারিগরে। কি কব বয়ান তার, বেহেস্তের বরাবর চক্ষু নাহি তাহাতে ঠাহরে ॥ সে ঘরের যত দ্বার, সকল দ্বারেতে তার, জরদুজি পর্দ্দা ডালা কতো। সে পর্দ্দার চৌদিগেতে, মতির ঝালর তাতে, কি কহিব সোভা তাতে জতো ॥ সেই বালাখানা দেখি, মনেতে হইয়া সুখি, গেল তার দরওাজা উপরে। দরওাজা উপরে গিয়া,দেখিল যেথাড়া হৈয়া,ঠিক যে বেহেস্ত বরাবরে॥খোদায় ভাবিয়া দেলে, ঘরের বিচেতে চলে, দেখে ফেরে চৌদিগে তাহার। চলিতে ফিরীতে তায়,দুছরা কামরা পায়,গেল তার দরওাজা উপর ॥ জাইয়া দরওাজা পরে,দেখিল নজর করে,পালঙ্গ এক আছে যে সোনার। হুর হেন এক বিবী,উত্তম ছুরত ছবি, আছে শুয়ে পালঙ্গ উপর ॥ ঘুমেতে কাতর হোয়ে,বেহুসীতে আছে শুয়ে,গায় নাহি বসন তাহার। কুরতী খুলিয়া গেছে, উলঙ্গ হালেতে আছে, পায়জামার বন্দ খোলা আর ছুরতের জোত তার,হৈয়াছে আসকার, জেন চন্দ্র আসিয়া ঘরেতে। উজালা করিয়া ঘর,জাইয়া পালঙ্গ পর, আছে সুয়ে বেহোস হালেতে সাহাজাদা দেখে তারে, ধৈর্য্য না ধরিতে পারে, একেবারে জ্ঞান হারাইল। আসকের তীর তার,বুকেপিষ্ঠে হৈসপার,বিষে অতি কাতর হইল॥আশকের অনল তার,দ্বীগুন বাড়িলআর,হুহু শব্দেউঠিল জলিয়া চাহে কি ঢলিয়া পড়ে, সামলিয়া আপনারে, এই ধুয়া কহে আরম্ভিয়া

ধুয়া।

রূপ দেখি যে এমনং। বলো দেখি চন্দ্র মুখি তুমি কোন জন ॥ বোঝা গেল অনুভাবে, বকাওলী তুমি হবে, মুখে দেখিতেছি তোনার চাঁদেরি কিরণ ॥ কিবা দুটি ভুরু ছান্দ,জেনো পাতিয়াছ ফান্দ, রসিকের যোন পাখি করিতে বন্ধন। মুদেছো যুগল

নয়ন, দহিছে তায় মোর জীবন, আঁখি খুলে কথা বলো জুড়াক পরাণ। ঊর্দ্ধ নাসা দীর্ঘ কেশী, চক্ষে কাজল দাঁতে মিসী, কুচ স্তম্ভ দেখে ধয্য নাহি ধরে প্রাণ॥ রাম রম্ভা বৃক্ষ নয়, উরু দুটি সোভা পায়, মাজাখানি দেখে সরু মন উচাটন॥ নাভি মুলে আছে জাহা, আমি কি কহিবতাহা, ভাবেতে বুঝিবে হলে রসিক যে জন॥ দেখ চেয়ে খুলেআঁখি, কথা বল বিধু মুখি, তোমাকে দেখিয়া সখী, ভুলিনু জীবন। জাই ছেড়ে কেমন করে, আঁখি না পলক ফেরে, জাই জাই করি আমি নাহি মানে মন ॥ আমি বলি জাই জাই, মোন কিন্তু মানে নাই, যদিবা বুঝাই মোনে বোঝেনা নয়ন॥ যদি জাই করে জোর, প্রাণ নাহি জাবে মোর, খালি ধড় লিয়া মোর কিবা প্রিয়জন ॥ না গেলেতো নাহি হবে, একবার জাই তবে, ভুলিওনা মোরেরে প্রাণ করো অন্য সন ॥ চিহ্ন মোর গেনু রেখে, তালাশিবা তাই দেখে, অবিশ্য পাইবে মোকে করিলে ভ্রমন ॥ এই রূপে সাহাজাদা বয়ান করিয়া। হিন্দীতে গজল কহে ধুয়াকে ছাড়িয়া ॥

হিন্দী গজল।

লালা ছা এছ বাগছে হামদাগ হেজরা লেচলে খাক ছের পার, দাগ দেল, পার ছিনা, বিরঞা লেচলে ॥ বাগ দুনিয়া মে না হোগা কয়ি হামছা বে নছিব আয়ে এয়ছি বাগমে আওর খালি দাঁমা লে লেচলে ॥

পয়ার। এত বলি বসে বিবীর কাছেতে জাইয়া। হাতেতে আঙ্গুরি ছিল লইল খুলিয়া॥ আস্তে২ খোলে কিছু দিসা না পাইল আপনাঅঙ্গুরী খুলে তার হাতে দিল॥ তারপরে সেথা হৈতেবাহিরে আসিয়া। জেখানে আছিলচুহা পৌছিল জাইয়া॥তখনি ছওারহৈল চুহার উপরে। লইয়া চলিল চুহা অতি ত্বরা করে॥ মাহমুদা ছিল হোথা পথ তাকাইয়া। হেনকালে সাহাজাজা পৌছিল জাইয়া॥ খোসাল হইল দেল দেখে সা জাদায়। সাহাজাদা করে ছালাম হাঙ্কালের পায়॥ তবে খুসি খোসালিতে রহিতে লাগিলি। দেলের মতলব দোহার হাছেল হইল॥ পিরিতী হইল খুব মাহমুদার সাতে এক রাত সাহাজাদা লাগিল কহিতে॥ সোন প্রাণ প্রিয় আমি কহি যে তোমায়। তোমা বিনে বল আর কহিব কাহায়॥ মাহমুদা কহে

নাথ কহনা আমারে। যেই কথা থাকে তেরা দেলের ভিতরে॥ সাহা জাদা বলে তবে কহি যে তোমায়। দেশেতে জাইব বড়া খাহেস আম্মায়॥ হর চিজে হেথা যদি আছি আরামেতে। কিন্তু হামে হাল দেল থাকে উদাশীতে॥ আমরা এনছান এরা দেওজাত হয়। কোন সময় কিবা করে বলা নাহি জায়॥ মাহমুদা শুনিয়া কহে করহ ছবর খোদা চাহে কহিব যে উঠীয়া ফজর॥ এত বলি দুই জনে শুইয়া রহিল। নিসী অবসানে দিনআসিয়াপৌছিল॥হাম্মালাআসিয়া দোহে লিল ওঠাইয়া। বসাইল জাম্বু পরে পেয়ার করিয়া॥ নানা রকম মেওাজ্জাত খাইবারেদিল। মাহমুদাউঠিয়াতবে কহিতেলাগিল সোন২আম্মাজান আরজআমার। তোমারদামাদ চাহেদেশে জাইবার দেশেতেজাইতে সদাউদাসিতে রয়। কি হুকুমহয়তেরাকহনাআমায় হাম্মালাশুনিয়া কহে আফছোছকরিয়া। পালন করিনু তুঝেমেহনত করিয়া॥ এখন জাইতে চাহ ছাড়িয়া আমায়। কি করি দিয়াছি সাদি নাহিক উপায়॥ এই সাহাজাদা করে এসব মন্ত্রনা। তাহা না হইলে এয়ছা কখনিহোতনা॥ এতবলি দেওএক বোলাইয়া লিল। তাকিদ করিয়া তাঁরে কহিতে লাগিল॥ বেটি দামাদ চাহে মেরা দেশেতে জাইতে। জেখানে জাইতে চাহেলেহসেখানেতে॥ এতবলি বহুমুল্য জওহেরাত আনিয়া। বেটি দামাদের তরে দিলেক শুপিয়া॥ দুই গাছিচুল ওখাড়িয়াছেরহৈতে। সা জাদারহাতেদিয়া লাগিলকহিতে কোন মছিবতে'তুমি পড়িবে জখন। আগুনেতে এই চুল জালাবে তখন॥তখনিপৌছিব গিয়া তোমারকাছেতে॥ রাখিবা যে চুলতুমি অতি হেফাজাতে॥ এত বলি দুই জনে করিল বিদায়। দেওকে কহিল্ল রসিদ দিবে যে আমায়॥ একথা শুনিয়া দেও দুজনার তরে বসাইয়া লিয়া দুই হাতেরউপরে॥ রওানা হইয়া তবে উড়িয়া চলিল সাহাজাদার কাছে দেও পুছিতে লাগিল॥ কোন স্থানে জাবে লিয়া জাইবকোথায়। নিশ্চয় করিয়া তাহা কহনা আমায়॥ সাহাজাদা বলে জাহ ফেরদৌছ সহরে। দেলবর লক্কার বাগান ভিতরে॥ সেই খানে লিয়া তুমি পৌছাও আমায়। শুনিয়া সে দেও চলে মিসিয়া হাওায় খাড়া ২ সেখানেতে জাইয়া পৌছিল। দেলবরের বাগানেতে নাবা-ইয়া দিল॥ সেখানেতে লিয়া দেও কহে সা জাদায়। রসিদ লিখীয়া দিয়া-করোনা বিদায়॥ সাহাজাদা বলে কিছু দের কর তুমি। রসিদ লিখিয়া তোমায় দেই তবে আমি॥ এই কথা সাহাজাদা জখন কহিল

দেলবর লক্ষা তাহা শুনিতে পাইল ॥ শুনিয়া দেলবর তবে আসিল দৌড়িয়া। খোসাল খাতেরে মেলে গলায় ধরিয়া ॥ দোহাকার তরে তবে লিয়া গেল ঘরে। সমাদরে বসাইল কুরছির উপরে ॥ মাহমুদার তরে খাতেরকরে অতিশয়। আপন বহিন মত জানে মাহমুদায় ॥ তার পরে রসিদদিলদেওকেলিখিয়া। সেথাহৈতে গেলদেও বিদায় হইয়া দেলবর লক্ষা তবে পাইয়া সাজাদায়। হাজার সোকর করে খোদার দরগায় ॥ কহিতে লাগিল নাথ তোমার লাগিয়া। দিবা নিসী কাটাইনু কান্দিয়া২ ॥ বিচ্ছেদ আনল সদা জলিত অন্তরে। দাহন হইল প্রাণ সে আনলেপুড়ে ॥ আর যে পাইব মনেআসা নাহি ছিল। ভাগ্যগুনে খোদা তালা পুনু মিলাইল ॥ এতেক কহিয়া বিবি খোসাল দেলেতে হাল হকিকত যত লাগিল পুছিতে ॥ সাহাজাদা একে২ করিল বয়ান যে রুপেতে দেও তারে হৈল মেহের বান ॥ দেয়ের মদদে জেয়ছা সেথা হৈতে গেল। মাহমুদার সাতে জেয়ছা সাদি সেথা হলো ॥ চুহারউপরে ছওারহইয়াযে মতে। বকাওলীরবাগে গেল সুড়ঙ্গহইতে গোলেবকাওলীজেয়ছাআনে ওঠাইয়া। একে২কহে সব বয়ানকরিয়া শুনিয়া দেলবরলক্ষা তাজ্জবহইল। বহুত তারিফবিবীকরিতেলাগিল তার পরে সাহাজাদা খোসাল অন্তরে। মোছলমানি সরা সরিয়েত অনুসারে ॥ নেকা করিলেন তবে দেলবর লক্ষারে। কহিতে লাগিল সবে খোসাল খাতেরে ॥ এই রুপে কত দিন গোজারিয়া গেল। এক রোজ সাহাজাদা দেলবরে কহিল ॥ এখন জাইতে আমায় হইল দে-শেতে। এক কথা কহিআমিতোমারকাছেতে ॥ ভাইচারিজনে আমি কহিব ছাড়িতে। রাজি না হইও তুমি আমার কথাতে ॥ কহিবা যে আমি তবে পারি ছাড়িবারে। অঙ্গুরির দাগ মেরা দিব যে চুতড়ে ॥ রাজিহইলেতেরাঅঙ্গুরিপুড়িয়া।চুতড়েতে দাগদিয়া দিবেযে ছাড়িয়া এতেক কহিয়া তবে সা জাদা সবারে। বোলাইয়া লিল বিবী আপনা হুজুরে ॥ তাজল মুলুক তবে লাগিল কহিতে। শোন বিবী কহি আমি তোমারকাছেতে ॥ এইচারি সাহাজাদায় দেহনা ছাড়িয়া। কি হইবে এহা দিগে কয়েদ রাখিয়া ॥ বিবী বলে এহা দিগে না পারি ছাড়িতে তবে পারি যদি রাজী হয় এই বাতে ॥ আমার অঙ্গুরির দাগ চুতড়েতে লয়। তবেত ছাড়িতে পারি জানিবে নিশ্চয় ॥ এই কথা বিবী যদি কহে তাহাদেরে। লাচার হইয়া রাজি হইল আখেরে ॥ তবে সেই

অঙ্গুরিকে পোড়াইয়া আগুনে। চুতড়েতে চার জনার দাগিল তখনে লাখ টাকা রাহা খরচ দিয়া তা সবায়। দেশে জাইবার তরে করিল বিদায়॥ চার সাহাজাদা তবেখোসাল হইয়া। দেশেতে রওানাহৈল সেখানে থাকিয়া॥ দেলবরে সাহাজাদা লাগিল কহিতে। তোমরা চলিয়া জাহ আমার দেশেতে॥ সরকস্থানের নিকটে কোন সহরেতে রহিবে মোকাম করে খোসাল হালেতে॥ খুসকির পথে আমি পৌছিব জাইয়া। আন্দেসা না কর কিছু আমার লাগিয়া॥ এত বলি মাল ও আছবাব সঙ্গে দিয়া। দুইবিবী গণে দিলবিদায় করিয়া॥ তার পরে ফকিরের ভেস যে ধরিয়া। ভাইদের পিছে গেল রওানা হইয়া আগে২ তারা সবে জাইতে লাগিল। তাজল মুলুক পিছে পিছেতে চলিল॥ মঞ্জেল মঞ্জেল এয়ছা নেকলিয়া গেল। এক দরক্তের নিচে জাইয়া বসিল॥ তাজল মুলুক বসে গাছের আড়ালে। এদিগেতে চার ভাই আপসেতে মিলে॥ ফখর করিয়া কথা কহে নানামতে। তাজল মুলুক শুনে না পারে সহিতে॥ ছামনেতে গিয়া তবে লাগিলকহিতে না করো বড়াই কিছু মেরা ছামনেতে॥ বকাওলি ফুল দেখো কাছেতে আমার। তোমাদের সাদ্ধ কিবা সে ফুল আনার॥ এত বলি ফুল দিল হাতে তা সবার। তারা বলে সত্য মিথ্যা বুঝি কি প্রকার এত বলি আন্ধা এক ফকির বোলাইয়া। তাহার চক্ষেতে ফুল দিলেক ঘসিয়া॥ তখনি রওসন হৈল আঁখি যে তাহার। দেখিয়া সে হাল সবে হৈল চমৎকার॥ খোসাল হইল তবে ভাই চারি জন। জোরেতে লইল কেড়ে সে ফুল তখন॥ তাজল মুলুকে তবে তামাচা মারিয়া। ঘাড়েহাত দিয়াদিল বাহির করিয়া॥ লাচার হইয়া তবে সেথা হৈতে গেল। এরাও মিলিয়া দেশে রওানা হইল॥ গোলেবকাওলী পাইয়া খোসাল অন্তরে। মঞ্জেল মঞ্জেল জায় রাহের উপরে॥ আপনা ছরহদ্দে যদি জাইয়া পৌছিল। কাছেদ মারফত তবে খবর ভেজিল॥ কাছেদ জাইয়া কহে বাদসার হুজুরে। চার সাহাজাদা আসিতেছে রাহা পরে॥ একথা শুনিয়া সাহা অতি খুসি হয়। বহুত সোকর করে আল্লার দরগায়॥ তার পরে সাহা অতি খোসালিত মনে। আগু বাড়াইতে গেল সাহাজাদা গনে॥ পাইল সবাকে গিয়া সহর কেনারে। চার সাহাজাদা মেলে বাপের হুজুরে॥ বোছা দিল চারি জোন পাএর তায়েতে। দোওা দিয়া সাহা তবে খোসাল দেলেতে॥ ছের চুমে পেয়ারেতে বুকে লাগাইল। আদরেতে চারজনে বসিতে কহিল

গোলে বকাওলী দিলহাতেতে সাহার। ঘসিল সে ফুল সাহা চক্ষের উপর॥ ঘসা মাত্র চক্ষু তার রওসনহইল। হাজার সোকর সাহা খোদারি করিল॥ তবে সেথা হৈতে সবে সহরেতে গেল। তক্তেতে বসিয়া সাহা হুকুম করিল॥ জলছা তৈয়ার খুব কর ঘরে ঘরে। গরিব আমির যত আছে এ সহরে॥ এক সাল তক এয়ছা জলুছ রহিবে। নাচ বাজা রাগ রঙ্গ ক্ষেন্ত নাহিদিবে॥ এয়ছাই হুকুম যদি ভুপতি করিল। সহর বাজারে জলছাহইতেলাগিল॥সাহিমাকানেতে জালছা করিলতৈয়ার কি কব বর্ণনা আমি তাহার বাহার॥ সাহি মাকানেতে আর সহর বাজারে। রাত্র দিন সাদিয়ানা যত ঘরে ঘরে॥ সায়ের কহিছে তবে সোন ভাই গোন। হেথাকারকথা এবে রহিল এখন॥ বকাওলি পরি তরে আনি জাগাইয়া। নিশ্চীন্তে বাগানে বিবি আছে যে শুইয়া॥

বকাওলী নিদ্রা হৈতে উঠীয়া গোলাবের হাওজের কেনারেজায় ও হাওজেগোলেবকাওলী না দেখিয়া চোরের অন্যাসনে বাহির হৈবার বয়ান॥

পয়ার। বকাওলী পরি হোথা চেতন পাইয়া। বিছানা উপরে বিবী বসিল জাইয়া॥ আঙ্গিয়া পেসওাজ সব খুলিয়া আছিল। পছন্দ করিয়া বিবী পরিয়া লইল॥ কাঙ্গই করিয়া কেশ বান্দিয়া যতনে। উড়িল দোপাট্টা পরি হরসিত মনে॥ আস্তে আস্তে গিয়া বিবী হাওজ কেনারে। বসিল হাওজ ধারে মুখ ধুইবারে॥ গোলাব হইতে মুখ লাগিল ধুইতে। অকস্মাৎ দৃষ্টি পড়ে ফুলের গাছেতে॥ দেখিল নাহিক ফুল ছিল যেখানেতে। মোনে মোনে ভাবা গোনা লাগিল করিতে॥ দেলে দেলে লাগিল যে করিতে খেয়াল। খাব কিম্বা বেদারিতে দেখি এইহাল॥ ভাবিতে ভাবিতে দেখে আঙ্গুলে আপন নিজআঙ্গুস্তরি নাই হইলকেমন॥ খাবহৈলেঅঙ্গুরি বদলদেখি কেনে বোঝা গেলএইকাজকরেছেএনছানে॥আঠার হাজার দেওআছেচৌকিদার। কেমনে বাগান বিচে আইল আমার॥ কিরূপে এফুলমেরা লিল চুরি করে। আদম জাদার বিনে এয়ছা কেবা করে॥ এই রূপে ভাবা গোনা করিতে করিতে। উলঙ্গ দেখেছে তাহা পড়িল মোনেতে॥ লজ্জায় লজ্জীত বিবী হৈল এ প্রকার। জিওন্তে হইল জেন মৃতের আকার॥ ফুল চুরি করে চোর আসি মোর কাছে। বুকে সিন্দ কেটে মোন চুরি করে গেছে॥ আসকের তীর মেরা বুকেতে মারিয়া। ঘরে আসি মোন মেরা লিল চোরাইয়া॥ সেই মন চোরে আমি দেখা

যদি পাই। ভুজ পাসে বেন্দে দিব উচিত সাজাই ॥ এত বলি সেথা হৈতে উঠিয়া চলিল। মোনে মোনে এই ধুয়া কহিতে লাগিল ॥

ধুয়া।

কোথা পালাইলি চোর। বুকে সিন্দ কেটে মন চুরি জোরে মোর
কোথা হৈতে হেথা এলে, মোন চুরি করে নিলী, অবাক হৈয়াছি আমি সাঙ্ক দেখে তোর। ছিলাম আমি নিদ্রা ঘোরে, আলুথালু দেখ্লি মোরে, আঙ্গটি বদল করি নিলী কেয়ছা মোর ॥ লাখেলাখে দেও পরি, দ্বারে২ প্রহরি, তার মধ্যে কিরূপ এসে কল্লি বাজি ভোর ॥

পয়ার।

এইধুয়া গেয়েপরি সেথাহৈতে গেল। এয়াকুতের দালানেতে জাইয়া বসিল ॥ পরি সবাকার তরে লিল বোলাইয়া। কহিতে লাগিল বিবী গজর করিয়া ॥ ভালতো প্রহরি তোরা এখানেতেছিলি। ফ্‌ল চোরে লিল তাহা কেহুনা দেখিলী ॥ বহুত করিয়া সাজা পরি সবাকারে। কহিল তাহাকে ধরে আন যে প্রকারে ॥ যেখানেতে পাও চোর আন তালাসিয়া। ফলসহ চোরে দেহ আমাকে আনিয়া ॥ এই কথা পরি জাদি জখনে কহিল। সাত সও পরি একে বারেতে চলিল ॥ বহুত ঢুড়িল তারা জাগায়২। চোরের সন্ধান কেহু কোথায় না পায় ॥ আখেরে ফিরিয়া আইল বিবীর হুজুরে। কহিতেলাগিল সবে দুইহাত জুড়ে ॥ বহুত খুজিনু মোরা জাগায়২। কোন খানে চোরের সন্ধান নাহি হয় ॥ এই কথা পরি সবে জখন কহিল। এশ্কের আগুন তার দীগুন জলিল ॥ হায়া সরমের পর্দ্দা ডালিল ফাড়িয়া। কহিতে লাগিল তবে প্রকাশ করিয়া ॥ চোরের সন্ধানে দেখ নিজে আমি জাব। যেস্থানে পাইব চোরে ধরিয়া আনিব ॥ এত বলি এক পরি সঙ্গেতে লইয়া। হাওয়ায়মিসাইয়ে বিবী চলিলউড়িয়া ॥ গাঞেগাঞে আর যত সহরে২। তালাস করিয়া ফেরে নিজ মন চোরে ॥ না পাইয়া চোরে অতি দুক্ষিত অন্তরে। আরম্ভিল, এই গান বেহাগের শুরে ॥

গান রাগিনী বেহাগ তাল আড়া।

কোথা গেলে মোন চোরা আমারি মোন চুরি করে।
তবো অন্যাসনে ফিরী দেশে দেশে ঘরে ঘরে ॥ যদি দেখা পাই তোমারে, ধরিয়া আপন জোরে, রাখিব আটক করে, পালাতে কি দিব তোরে। রেখে তোরে ভুজ পাসে, বাহু দ্বারায় বান্ধিবো কসে, মোন মত দিব সাজা যখন

ইচ্ছা, হয়তো মোরে ॥ মোন বেড়ি দিয়ে পায়ে. যৌবন হাত কড়া দিয়ে. প্রেম গারতে রাখব কয়েদ জাবতজীবনের তরে ॥ মানিক বলে সাহাজাদি, এরূপ কয়েদ কর যদি. হবেনা চোর তাতে বন্দি, দিবে ধরা সাধ কোরে ॥

পয়ার। উত্তর পশ্চিম আর দক্ষিন দিগেতে। বহুত ঢুড়িল যে হর হর জাগাতে ॥ ঘরে২ দিবা নিসী খুজিয়া বেড়ায়। কোন স্থানে চোরের সন্ধান নাহি পায় ॥ আখেরে পুরব দেশে চলিল তখন। সহরে২ ফেরে করে অন্যেসন ॥ গাঞে২ ঘরে ঘরে পথে ঘাটে আর চোরের সন্ধানে ফেরে দেল বেকারার ॥ না পাইয়া কোন খানে চোরের সন্ধান। দুঃখিত অন্তরে এই আরম্ভিল গান ॥

রাগিনী বেহাগ তাল আড়া।

যদি বিধি মিলায় আমায় সেই পুরুষ রতন। যতনে রাখিব সদায় দিয়া প্রাণ ধন ॥ হৃদ পালঙ্গে বসাইব, মধু পান করাইব, প্রেমেরি দক্ষিণা দিব এ নব যৌবন ॥ সায়ের বলে পরি জাদী, তারে তুমি চাহ যদি, সরকস্থান নিরবধি করো অন্যা সন ॥

পয়ার। ভালাসিয়া কোন স্থানে উদ্দিস না পায়। নৈরাস হইয়া শেষে সরকস্থান জায় ॥ গোপন ভাবেতে ফেরে জাগায়২। কেহ নাহি দেখে তারে সে দেখে সবায় ॥ সরকস্থানে ঘরে ঘরে সহর-বাজারে। গলি কুচা বিচে কত তালাসিয়া ফেরে ॥ যেথা জায় সেথা দেখে জলছা তৈয়ার। নাচ বাজা রাগ রঙ্গ যত ঘরে ঘর ॥ দেখিয়া তাজ্জব অতি দেলের ভিতরে। হামেসা জলছ হয় কিসের খাতেরে এসার মাজেরা কিছু না পারি বুঝিতে। অবশ্যই কিছু ভেদ আছে যে এহাতে ॥ এতবলি গোপনেতে হইল জাহের। নিজ বেস ছেড়ে ধরে রূপ পুরুষের ॥ সোল বচ্ছরের এক জওান হইল। লোকের কাছেতে তবে পুছিতে লাগিল ॥ কহ ভাই কি জন্যেতে এই যে সহরে দিবা নিসী হয় খুসি যত ঘরে ঘরে ॥ তারা বলে সোনভাই কহি সমাচার। আন্ধা হৈয়া ছিল চক্ষু এই যে বাদসার ॥ সাহাজাদা গণ গিয়া পরির দেশেতে। গোলে-বকাওলি আনিলেক সেথা হৈতে ॥ সেই ফুল ঘসে দিল চক্ষেতে বাদসার। খোদার ফজলে চক্ষু ভাল হৈল তার ॥ হুকুম করিল সাহা তবে এ প্রকারে। এক বরছ তক খুসি কর ঘরে২ ॥ এহার কারণে খুসি করে সহরেতে। কহিনু সকল কথা

তোমার কাছেতে॥ এইকথা বকাওলি যখন শুনিল। বহুত খোসাল বিবী দেলেতে হইল॥ হাজার সোকর করে আল্লার দরগায়। আমার মোকছেদ আল্লা দিলেন হেথায়॥চোরেরদেশের এবে ঠেকানা হইল চোর পাইবার তরে দরকার রহিল॥ এতেক কহিয়া বিবী খোসাল অন্তরে। গোছল করিতে গেল নদীর কেনারে॥ জামা জোড়া খুলে রেখে নামিল জলেতে। গোছল করিয়া ফের উঠিল আড়াতে॥ জামা জোড়া পিন্দেখুব আরাস্তা হইয়া। আস্তে২ চলিলেক রাহেতে হাটিয়া সহরের বিচে জবে জাইয়া পৌছিল। অরুন উদয় জেনো ছোবেতে হইল॥ দেখি সহরেরলোগ ছুরত তাহার। তাজ্জবহইল দেলে দেখে সবাকার॥ সোহরত পড়িয়া গেল সহর মাঝারে। পৌছিল খবর গিয়া বাদসার হুজুরে॥ সাহা বলে আনো দেখি কেমন জওান। লিয়া গেল সবে তারে পাইয়া ফরমান॥ বাদসার হুজুরে যদি পৌছিল জাইয়া। হয়রতে রহিল বাদসা জামাল দেখিয়া॥ ছুরত দেখিয়া তার খোসাল হইয়া। পুছিতে লাগিল তবে মেহের করিয়া॥ কি নাম কোথায় ঘর জাবে কোন খানে। এখানেতে আসিয়াছ কিসের কারণে ভাড়াইয়া কহে বিবী আর এক নাম। পশ্চিম দেশেতে বটে আমার মোকাম॥ চাকুরির আসে আমি আইনু হুজুরে। দয়া করি যদি কোন কাম দেন মোরে॥ হুজুরের খেদমতেতে রাখেন মোদাম। ছরফরাজ হয় তবে এহতে গোলাম॥ একথা শুনিয়া সাহা কহিল তাহারে। হামেসা হাজের থাক আমার হুজুরে॥ মোছাহেবি কাজে তোমায় করিনু বাহাল। একথা শুনিয়া বিবী হইল খোসাল॥ খোসাল খাতেরে তবে রহিল সেথায়। এই রূপে কিছু দিন গোজারিয়া জায় চার সাহাজাদা তবে এক দিবসেতে। সাক্ষাত করিতে আইল বাপের সঙ্গেতে॥ ছালাম তছলিম করে বাপের পায়েতে। ছেরে বোছা দিয়া সাহা লাগায় ছাতিতে॥ বসিতে হুকুম তবে করে সবাকারে। ছালাম করিয়া বসে কুরছির উপরে॥ বকাওলী পোছে এক আছহাবের তরে। এইচার জন কেবা কহনা আমারে॥ কহিতে লাগিলভাই তুমি নাহি চেনো। চার সাহাজাদা এই কহিলাম সোনো॥ বকাওলী এই কথা শুনিল জখন। পরিক্ষা করিয়া খুব দেখিলতখন॥ পরিক্ষা করিয়া দেখে কহে মোনে২। নাদান দেখি যে বটে এই চার জনে॥ এমন কঠিন কাম এদের দ্বারায়। কভুনাহি হইয়াছে বুঝিনুনিশ্চয়॥ এয়ছাই বুঝিয়াফের পোছে আরবার। আরকোনবেটা আছে কিনা এবাদসার

গেলে বকাওলী তরে এদের সঙ্গেতে। গিয়া ছিল কিনা কহ আম... কাছেতে ॥ কহিল সে আর বেটা নাহিক সাহার। কেবল এই চারি বেটা আছে এবাদসার ॥ একথা শুনিয়া বিবী নৈরাশ হইল। দেলে২ ফের এয়ছা কহিতে লাগিল ॥ আর কোন বেটা যদি না হবে বাদসার। এদের দ্বারায় এই কাজ হওা ভার ॥ অবশ্যই অন্য বেটা আছে যে সাহার। ছবর করিয়া দেখি কিছু দিন আর ॥ ফুলের ঠেকানা যদি হইল হেথায়। চোরের ঠেকানা তবে পাইব নিশ্চয় ॥ আর কিছু দিন রৈতে হইল হেথায়। দেখি মোর মোন চোরা আছেন কোথায় ॥ ওরে মন চোরা তুমি চুরিকরে মোন। কোথায় রহিলে নাহি পাই দরশন ॥ তোমার লাগিয়া এবে প্রাণ মোর জায়। দেখা দিয়ে রাখ প্রাণ হইয়া সদয় ॥ এত বলি বিবী তবে উদাস ভাবেতে। কহিলেক এই গজল লিখিনু নিচেতে ॥

হিন্দী গজল।

তেরে এস্কেমে দেল কাছকে ম্যায়েতো হুয়া দেওানা। জাঁ বখ্‌শী কার দেখ্‌লা জারা চেহ্‌রেকো আপনা ॥ তেরে লিয়ে ফেরতাহুঁ জঙ্গল বিয়াবান। বকাওলীকা মেটা তু দেলকী তামান্না ॥

পয়ার।

এই গজল গেয়ে চোর পাবার আসায়। ছবর করিয়া পরী রহিল সেথায় ॥ সায়ের কহিছে বিবী রহ এখানেতে। আমিনা পারিব আর এখানে থাকিতে ॥ তেরা মোন চোরে আমি রাখিয়া সেথায়। তেরা পিছে২ দেখ আইনু হেথায় ॥ এবে মোরে জেতে হৈল তাহার কাছেতে। দেখি গিয়া কোথা আছে কেমন হালেতে ॥ সকলে করিবে শুখ আসা জাওা মোর। কি করি করার করে হৈয়াছি কাতর

হাক্কালা দেওনী আভার হাজার দেও সহ তাজুল-মুলুকের নিকট আইসে ও বকাওলীর বাগানের ন্যায় একবাগান তৈয়ার করিয়া দেয় তাজুলমুলুক

পয়ার। জবে ভাই গোন জোরে ফুল কেড়ে লিয়া। তাড়াইয়া দিল তারে ঘাড়ে হাত দিয়া ॥ লাচার হইয়া তবে না দেখে উপায়। ভাইদের সঙ্গে২ চলিয়া রাহায় ॥ বাপের ছরহদ্দে জবে পৌছিল জাইয়া। তাহা দিগে ছাড়ি সাহা গেল যে চলিয়া ॥ জাইতে২ এক জঙ্গলে পৌছিল। বেহদ্দ জঙ্গল সেই দেখিতে পাইল ॥ দরেন্দা জানওার সব রহে সেখানেতে। এনছানের সাধ্য নাহি সেখানে জাইতে ॥ সেই

জঙ্গলেতে গিয়া হৈল উপস্থিত। চকমক ঝাড়িয়া আগ নেকালে ত্বরিত ॥ হাম্মালার সেই চুল ডালে আগুনেতে। তিন ক্ষেচ্ছা চুল নাহি পুড়িতে২ ॥ আঠার হাজার দেও সঙ্গেতে করিয়া। হাম্মালা দেওনি তবে পৌছিল আসিয়া ॥ তাজল মুলুকে দেখে আছে বদ হালে। পুছিতে লাগিল তারে পেরেসান দেলে ॥ এয়ছা বদ হাল দেখি কিজন্যে তোমার। কোথায়রাখিলে তুমিবেটিকে আমার॥সাহা জাদা বলে সব আছে খায়েরেতে। আন্দেসা না কর কিছু দেলের বিচেতে ॥ বড়া এক কাম মেরা হৈয়াছে দরকার। সাধ্য নাই সেই কাজ করিতে আমার ॥ মেহের করিলে তুমিআমার উপরে। অবিশ্যই সেই কাম হইতে যে পারে ॥ হাম্মালা কহেন কহ কি কাম তোমার ঝট করি কহ দেরি না সহে আমার ॥ সাহাজাদা কহে সোন আরজ আমার। বকাওলীর বাগ জেয়ছা ঠীক সে প্রকার ॥ এই যে জঙ্গল ছারা আবাদ করিয়া। সেই রূপ এক বাগ দেহ বানাইয়া ॥ হাম্মালা কহিল সাহাজাদা তুমে কই। বকাওলীর বাগ আমি কভু দেখি নাই না দেখেছি চক্ষে আমি তাহা কোন দিনে। তাহার নকল বল বানাই কেমনে ॥সাহাজাদা বলে আমিদিব দেখাইয়া। এ কথা শুনিয়া বিবী খোসাল হইয়া ॥ হুকুম করিল তবে সকল দেয়েরে। লাল বদখসানি আন অতি ত্বরা করে ॥ হাজার হাজার দেয়ে করিল ফরমান। আকিক ইয়মনি গিয়া শীঘ্র করি আন ॥ বহুমুল্য জওহেরাত সোনা রূপা ছারে আনিতে হুকুম করে দেও সবাকারে ॥ শুনিয়া হুকুম যত দেও গন গেল। তিন রোজ বিচে সবে ফিরীয়া আইল ॥ লাল জওাহের আর সোনারূপা দিয়া। স্থানেস্থানে দিল কত ঢেরি লাগাইয়া ॥ বকাওলীর বাগ জেয়ছা দেখিয়া আইল। সাহাজাদা সেই রূপ নক্সা করি দিল দেও গন বাগানের নমুনা দেখিয়া। দুই নেজা ভর জমি ডালিল খুদিয়া॥যা কিছু চাহে যে ডালেতাহারবিচেতে। তারপরএমারতলাগে বানাইতে ॥ লাল জওাহের আর জমর্রুদ হৈতে। বানাইল দুই দালান অতি যতনেতে ॥তারপরেজমরুদ ও এয়াকুত দিয়া। আনিসানদুই দালান দিল বানাইয়া॥দুইদালানের মধ্যে হাওজ বানায়। জর নেগার হাওজ গোলাব ভরা তায় ॥ বাগানের বিচে কত বানায় নহর। ফল ফুলের গাছ লাগাইল বহুতর ॥ ছাহান বানাইয়ে দিল খালেছ সোনার চৌদিগেতে দিল তার চান্দির দেওার ॥ ফরস বিছানা যেথা আছে যে রূপেতে। সেই রূপ রাখে ফরস সব দালানেতে ॥ বকাওলীর বাগ

এমারত সে প্রকার। ঠিক ঠাক বানাইল তাহার আকার॥ দেওগন জওহেরাত যত এনে ছিল। অর্দ্ধেক খরচ হৈল অর্দ্ধেক রাখিল॥ খরচ করিল তার চৌথাই রাখিয়া। খাজানা খানাতে রাখে অবশিষ্ট লিয়া বাগ এমারত যদি হইল তৈয়ার। পছন্দ হইল্ তবে বাদসা জাদার হাস্কালা দেওনি তবে কহে সা জাদারে। এ কথা বুঝিতেপার দেলের ভিতরে॥ কি দুখমেহনত আমি একাজে ওঠানু। বহুতমেহনত করে তোমাকে পাইনু॥ বকাওলীর বাগে কেহ জাইতে না পারে। সেহ বাগ লিয়াআমিদেখানুতোমারে॥ এসব করিনুযে মাহমুদারখাতেরেতে এয়াদ রাখিবে তুমি দেলের বিচেতে॥ এতবলি দেওগন হইল বিদায় সাহাজাদা ছালাম করিল্ হাস্কালায়॥ তার পরে মাহমুদা ও দেলবর স্নেখানে। সাহাজাদা ধুম ধামে গেলেন সেখানে॥ জরনেগার মহাফাতে দু বিবীর তরে। বড়ই খুসের সাতে আনিলেন ঘরে॥ সায়ের কহিছে এবে একথা রাখিয়া। বাপ বেটায় একসাতে দেই মেলাইয়া।

জয়নাল মুলুক বাদসার নিকট তাজুল মুলুকের বাগান এবং এমারতের সংবাদ পৌছিবার বয়ান॥

পয়ার। ছাদ নামে গোলাম এক ছিল সা জাদার। ছায়ের করিতে ছিল ময়দান উপর॥ কাঠরিয়া কয় জন কাষ্ঠ লিয়া মাথে। জাইতে আছিল রাহে পাইল দেখিতে॥ পুছিতে লাগিল মর্দ্দ তাহা সবাকারে। তোমাদের ঘর কোথা কহনা আমারে॥ তারা বলে সরকস্থানে বসত মোদান। কাষ্ঠ কাটি বেচি কিনি করি এই কাম॥ ছাদ বলে কাষ্ঠ দেহ মনিবে আমার। দ্বিগুন কিমত পাবে নিকটে তাহার এনাম বখসেশ আর বহুতপাইবে। এতেকপাইবে সবেনেহাল হইবে থোড়া দূর গেলে পাবে মাকান তাহার। জঙ্গলে সহর এক করেছে তৈয়ার॥ তারা বলে কাষ্ঠ মোরা কাটি বহু দিন। কভু নাহি দেখিয়াছি সহরের চিন॥ ছাদবলে এস সবে আমার সঙ্গেতে। সত্য মিথ্যা দেখিবে যে আপনা চক্ষেতে॥ এই কথা সুনি এনামের লালচেতে। চলিলেক কাষ্ঠ লিয়া ছাদের সঙ্গেতে॥ থোড়া দূর গিয়া দেখে করিয়া নজর। আগ জলিতেছে ছারা জঙ্গলভিতর॥ আগ দেখি সোর কোরে উঠে চেল্লাইয়া। আমাদেরে দিতেচাহ আগুনেডালিয়া॥ খাক পড়ুক এয়ছা এনাম পরেতে। জাহ তুমি মোরা নাহি জাব তেরা সাতে॥ ছাদবলেআগ বোলে বুঝিয়াছদেলে। জওাহেরের জোত এইসোনহ

সকলে ॥ এ কথা সুনিয়া গেল সাহস করিয়া। কিছু দুরে গিয়া সবে দেখে তাকাইয়া ॥ সেথাকার জমি যত সকলি সোনার। তখনি প্রত্যয় হৈল দেলেতে সবার ॥ ছাদের সঙ্গেতে তবে চলিল হাটিয়া সাজাদার নিকটেতে পৌছিল জাইয়া ॥ সাহাজাদা তাহা দিগে ছামনে ডাকিয়া। দিলেন কাষ্ঠেরমুল্য দ্বিগুন করিয়া ॥ বহুত মুল্যের কাপড় এক২খান। সাহাজাদা জনেজনে করিলেন দান ॥ আর কহিলেন কাঠুরিয়া সবাকায়। বসত করহ যদি আসিয়া হেথায় ॥ এহা হৈতে কাষ্ঠের দাম বেসি যে পাইবে। এনাম বখ্শীস পাইয়া নেহাল হইবে এ কথা শুনিয়া তারা খোসাল খাতেরে। বিদায়হইয়া গেল আপনার ঘরে ॥ কাষ্ঠের দ্বিগুনদাম এনামের আসায়। সরকস্থান ছেড়ে সবে সেখানেতে জায় ॥ হামছায়া লোক তার খবর সুনিয়া। সরকস্থান ছেড়ে গেল সেখানে চলিয়া ॥ এই কথা ক্রমে ক্রমে মসহুর হইল। খাহেস করিয়া সবে দেখিতে চলিল ॥ যেই জন জায় সেথা দেখিবার তরে সেখানে থাকিয়া জায় নাহি আইসে ফিরে ॥ সরক স্থানের কোতওাল এরূপ দেখিয়া। রোজ রোজ কহে গিয়া উজিরে জাইয়া ॥ এক দিন গিয়া এয়ছা উজিরে কহিল। কারিগর হাজার ঘর পালাইয়া গেল ॥ উজির কহিল তারে জান এ খবর। কোন খানে জায় সবে ছাড়িয়া সহর ॥ কোতওাল কহে তবে উজির হুজুরে। খবর শুনেছি আমি এমন প্রকার ॥ দরেন্দা জানওার থাকে জেই জঙ্গলেতে। দশ ক্রোস তক সেই জঙ্গল বিচেতে ॥ বানাইয়া সোনার জমি বসায় সহর। আর এক বাগ বানায় বিচেতে তাহার ॥ চৌদিগেতে দিল তার সোনার দিওার। আছমান সমান উচা দেখিতে বাহার ॥ লাল জওাহের আর এয়াকুত হইতে। বানাইল বালাখানা বাগান বিচেতে ॥ আকিক এমনি আর জমর্রুদ দিয়া। বানাইল আর ঘর যতন করিয়া ॥ কোঠা এমারত যত জওাহেরনেগার। দুনিয়া জাহানে নাহি তুল্য যে তাহার ॥ জেই জন জায় সেথা দেখিবার তরে। ফিরিয়া না আসে বাস করে সে সহরে ॥ এই সব কথা যদি কোতওালে কহিল। উজির সুনিয়া তাহা তাজ্জব হইল ॥ কহিতে লাগিল উজির কোতওালের তরে। মানুষের সাধ্য কিবা এয়ছা কাম করে ॥ বিশ্বাষ না হয় জাহা আমার দেলেতে। কি রূপে কহিব গিয়া বাদসার কাছেতে ॥ কোতওাল কহে তবে সোন নামদার। সকলি হইতে পারে কোদরতে আল্লার কোদরত কামাল সেই জলিল জব্বার। আওরতে মরদ সেই পারে

করিবার ॥ মরদেরে পারে সেই করিতে আওরত। একিন জানিবে তার লাছানি কোদরত ॥ শুনিয়াছ কিনা সেই সাহাজাদার বাত। আওরত হইয়া হৈল মরদ নেহাত ॥ উজির কহিল কেয়ছা কহো দেখি শুনি। কোতওাল শুনিয়া শুরু করিল কাহিনী ॥ অধিন সায়ের কহে স্মোন সর্ব্বজন। কেতাবেতে লেখা জাহা করিনু বর্ণন ॥

এক সাহাজাদি আওরত হইতে মরদ হইবার বয়ান।

পয়ার পুর্ব্ব জামানাতে কোন সহর মাঝার। বাদসা আছিল এক বড়া নামদার ॥ এক সত বেগম ছিল ঘরেতে তাহার। হাছিন ছুরাত সবার জওানি বাহার ॥ কোন বেগমের নাহি ফরজন্দ আছিল তার বিচে এক বিবী বারদার হইল ॥ দশ মাস গত হৈল যেই সময়েতে। এক বেটি হৈল পয়দা বাদসার ঘরেতে ॥ চাঁদের সমান রূপ দেখিতে বাহার। সুনিয়া হইল খুসি বাদসা নামদার ॥ ক্রমে সেই বেগমের চার বেটি হয়। পঞ্চম বারেতে বিবি বারদার রয় ॥ শুনিয়া খবর সাহা কহে এ প্রাকার। এই বারে বেটি যদি জন্মিবে তোমার কন্যা সহতেরাআমি মারিবগর্দ্দান। আমারহুকুম কভি না হবে এড়ান এ কথা শুনিয়া বিবী চিন্তিত হইল। খোঁদা ধেয়াইয়া দিন কাটিতে লাগিল ॥ ক্রমে নও মাস জবে গত হৈয়া গেল। দশ মাসে ফের এক বেটি পয়দা হৈল ॥ বেটি পয়দা হৈল যদি বেগম দেখিল। ভয়েতে অজুদ তার কাঁপিতে লাগিল ॥ সাহা যদি সোনে এই বেটীর খবর। বেটী সহ তবে জান বধিবেআমার ॥ ভয়েতে বেগম অতিকাতর হইল দাই দাশী বান্দি গনে কহিতে লাগিল ॥ ধোন মাল দিয়া নেহাল করিব সবারে। বেটি বলে কেহু নাহি কহিবে বাদসারে ॥ হইয়াছে বেটা পয়দা কহিবে বাদসায়। কোন রূপে বাদসা জেনো জানিতে না পায় ॥ দাই দাশী সর্ব্বাকারেএয়ছাই কহিয়া। নজ্জুম সকলেতবে লিল বোলাইয়া ॥ এনাম বখ্‌শিস দিয়া নজ্জুম সবায়। দেলের মতলব জাহা কহিয়াশুনায় ॥ বাদসা কহিবেজবে তোমা সবাকারে। ভালমন্দ ফলা ফলগুনিতে লাড়কারে ॥ গুনিয়া পড়িয়াএয়ছা কহিবেবাদসারে বার বচ্ছরের মধ্যে না দেখো লাড়কারে ॥ দেখিলে মুস্কিল হবেউপরে দোহার। শুনিয়া পাইনু মোরাকেতাবে আখবার ॥ বার বচ্ছরের পরে দেখিবে ছাওাল। খোসাল খাতেরে তবে রবে হামে হাল ॥ এয়ছাই কহিয়া সবে করিলবিদায়। বাদসার নিকটে তবে খবরজানায় ॥ বেটা

পয়দা হৈয়াছে শুনিয়া খবর। খোদার দরগায় ভেজে হাজার সোকর খোসাল হইয়া অতি দেলের মাঝারে। ডাকিয়া কহিল তবে নজ্জুম সবারে ॥ ভাল মন্দ ফলা ফল দেখ সা জাদার। বয়ান করিয়া কহ হুজুরে আমার ॥ একথা শুনিয়া যত নজ্জুম আছিল। ঝুট মুট গুনে তবে কহিতে লাগিল ॥ নেক বক্ত লাড়কা আল্লা দিয়াছে তোমারে কিন্তু এক কথা ফের পাই দেখিবারে ॥ বার সাল যত দিন গত নাহি হয়। হরগেজ না দেখিবেন বাদসা জাদায় ॥ দেখিলে মুস্কিল হবে বাপবেটা পরে। জানেরখওফ আছেকহিনু হুজুরে ॥ জেয়ছাসেখাইল বিবি তেয়ছাইকহিল। শুনিয়া সে কথা সাহা কবুলকরিল। খোসাল হইয়া সবে দেলেরবিচেতে। পালিতেলাগিল লাড়কিঅতিযতনেতে ক্রমে২সেই লাড়কি সেয়ানী হইল। লাড়কাবলি লেখা পড়া সিখিতে যেদিল॥বারবচ্ছরগতহৈয়াজেইদিনগেল।বেগমবেটিকেতবেকহিতে লাগিল ॥ আমার যে জান এবে হাতেতে তোমার। চলা ফেরা করি বাজে হইয়া হুসিয়ার ॥ বাদসার হুজুরে জাহ সাক্ষাত করিতে। বেটি বলিনাহি জেন পারেনচিনিতে ॥ থোড়া ঘড়ি থেকে সেথা চালাকির সাতে। শীঘ্রকরি আসিবা যে মহলবিচেতে ॥ মর্দ্দানা লেবাছতাতে দিল পেন্দাইয়া। পুরুষের হালে গেল দরবারে চলিয়া ॥ তক্ত পরে ছিল যেথা বাদসা নামদার। জাইয়া পৌছিল বিবী হুজুরে তাহার ॥ আদবের সাতেগিয়া ছালাম করিল। বেটা বলি সাহা অতি খোসাল হইল ॥ কাছে বসাইল অতি করিয়া পেয়ার। ছালাম করিয়া বসে হুজুরে বাদসার ॥ আরকান দওলত যত দরবারেতে ছিল। ছুরত দেখিয়া সবে তাজ্জব হইল ॥ কতক্ষন বসে সেথা হুসিয়ারির সাতে। ঝটপট উঠে ফের আইল মহলেতে ॥ এই রূপে কখন যে দরবারেতে জায়। সাবধানের সাতে ফিরে আসেন ত্বরায় ॥ বাদসা দেখিয়া বেটা খোসাল দেলেতে। সাদীর পয়গম সাহা লাগিল করিতে ॥ দূছরা মুল্লুকে এক বাদসা নামদার। হাছিন ছুরত এক বেটি ছিল তার ॥ পয়গাম ভেজিল সেই বেটীর সঙ্গেতে। সে বাদসা হইল রাজি সাদি দেলাইতে ॥ তবে এক দিন নেক ছায়েতবুঝিয়া। চলিলেনসাহা যে বেটীকেসাজাইয়া। লোকলস্কর হাতিঘোড়া সঙ্গেতেলইয়া। সাহানা দস্তুর মত চলিল সাজিয়া ॥ জর নেগার ছওারিতে বেটাকে বসায়। সাদি দেলাইতেচাহে আপনিসাহায় ॥ রওানা হইয়া সবেচলে খোসা-লিতে। রাত্রে জেথা হয় ডেরা করে সেখানেতে ॥ সাহাজাদী দেলে২

লাগিল ভাবিতে। হায় বিধি কি করিলে আমার ভাগ্যেতে ॥ আওরত হইয়া কেয়ছা আওরতের সাতে। হইবেক সাদি কাম কেমন ছুরতে মরন হইলেভাল আমার হইত। এজ্জত হোরমত তবে সবারবাঁচিত এই রুপে কত মত খেদ করি দেলে। কভু কান্দে কভু হাসে বেহুসীর হালে ॥ তবে এক দিন রাহে জাইতে২। ডেরা করিলেক এক ময়দান বিচেতে ॥ এক পহর রাত্র জবে গোজারিয়া গেল। সাহাজাদী খিমা হৈতে বাহির হইল ॥ বেবাহা জঙ্গল এক ছিল সেখানেতে। জাইতে লাগিল বিবি তাহার বিচেতে ॥ এরাদা করিল এই দেলের ভিতরে। জঙ্গলের বিচে সেরখাইবেক মোরে ॥ এয়ছাইএরাদা করে জঙ্গলেতে গেল। বড়া এক বৃক্ষ নিচে জাইয়া পৌছিল ॥ এক দেও রইত সেই গাছের নিচেতে। আসক হইল দেও বিবীর ছুরতে॥ আদম ছুরত দেও হইয়া তখন। সাহাজাদির নিকটেতে দিল দরশন ॥ হাল হকি-কত তারে লাগিল পুছিতে। কহিল তামাম হাল দেয়ের কাছেতে ॥ সুনিয়া দেয়ের দেলে রহম হইল। সাহাজাদির তরে দেও কহিতে লাগিল॥আমানতেখেয়ানত জদি না করিবে। কওলকরার ঠিকআপনা রাখিবে ॥ হেকমতের সাতে তবে আলত আমার। লাগাইয়া দেই তোরে সোন সমাচার॥তবো আলামত আমি লেই লাগাইয়া। ফিরিয়া জাইবে জাবে বদল করিয়া॥ একথাশুনিয়াবিবী করিল করার। ফিরিয়া জাইতেদিবআলততোমার॥নিজআলামতআমিলিব বদলিয়া। বিবীর মুখেতেদেও এ কথাশুনিয়া॥হেকমতের সাতে আলামতদোহাকার বদলিয়া লিল দোহেসোন সমাচার॥সাহাজদী হৈয়াখুসিখিমায়চলিল আওরত হালেতে দেও সেখানে রহিল॥ ভোরে হৈলে সেথা হৈতে হইল রওানা। খুসি খোসালিতে জায় নাহিক ভাবনা ॥ কত দিন বাদে পৌছে দুলহিনের ঘরে। আঞ্জাম করিল সাদি খোসাল খাতিরে বেটাকে রাখিয়া সেথা বাদসা নামদার। বিদায় হইয়া গেল আপনার ঘর ॥ এক বরছ সাহাজাদা সেখানে রহিল। খোদারফজলেএক ফর-জন্দ জন্মিল ॥ এখানেতে দেও ছিল গাছের নিচেতে। দুছরা এক দেও আসিপৌছেসেখানেতে ॥ দেখিয়াআওরত দেয়েআসক হইয়া মস্তির হালেতে তারে ধরেসামটিয়া ॥ এ দেও হইলমস্ত তাহার উপরে মেলা মেলি করে দোহে খোসালখাতেরে ॥ তাহাতে এদেয়ের দেখ হামেল হইল। বারদার হৈয়া দেও সেখানে রহিল ॥ এক বরছ সাহা জাদা থাকিয়া সেথায়। আপনার দেশে জাইতে হইল বিদায় ॥ জরু

লাড়কা আপনার সঙ্গেতেলইয়া। খোসাল খাতেরেগেল রওানা হইয়া দেয়ের মকানে তবে পৌছিল আসিয়া। দেয়ের নিকটে গেল করার লাগিয়া ॥ দেখে দেও বসে আছে গমগিন হালেতে। কহিল জাইয়া তবে দেয়ের কাছেতে ॥ আলত তোমার এবে লেহ বদলিয়া। মেরা চিজ দেহ জাই বিদায় হইয়া ॥ দেও বলে আর নাহি পারি বদলিতে তামামআহওাল ফের লাগিলকহিতে॥ বসিয়াআছিল জেয়ছা গাছের নিচেতে। আর এক দেও জেয়ছা পৌছে সেখানেতে ॥ মেলা মেলী দুই জনে যে রূপ হইল। তাহাতে হামেল হৈল সব শুনাইল ॥ এখন বদলিয়া লিলে আলত আমার। প্রসব সময় মোর প্রাণে বাঁচা ভার ॥ আর দেখিলাম খেয়াল করিয়া দেলেতে। সাহওত জেয়াদা হয় আওরতের জাতে ॥ যে হউক শুপিলাম আলত তোমায়। খুসি খোসালিতে জাহ আপনা আলয় ॥ এ কথা শুনিয়া সেহ খোসাল হইল পুরুষ হইয়া তবে দেশেতে চলিল ॥ জাইয়া মায়ের কাছে বয়ান করিয়া পুরুষ হবার হাল দিল শুনাইয়া ॥ শুনিয়া বেগম অতি খোসাল হইল আল্লার দরগায় কতসোকরভেজিল॥খোদার কোদরতকেয়ছা বোঝাহ দেলেতে। আওরতে মরদ করে আপনা কোদরতে ॥ উজির কহিল বটে কোদরতে খোদার। সকলি হইতে পারে সোমা নাহি তার॥ সক সোবা নাহি কিছু কোদরতে তাহার। কিন্তু এক কথা আছে বিচেতে এহার ॥ তাজ্জবের কাম জাহা না পারে হইতে। দানা লোক এতবার না করে দেলেতে। চিড়িয়া আর ফকিরের কাহিনী জেমন। নাহি শুনিয়াছ সোন করি যে বর্ণন ॥ কোতওাল কহে কহ কেমন প্রকার। উজির কহিল সোন নকল তাহার ॥

চিড়ীয়া আর ফকিরের কাহিনী।

পয়ার। ছোলেমান নবি ছিল যেই সময়েতে। এক জোড়া চিড়িয়াকোন রাহেরবিচেতে ॥ খাইতেআছিল দানা খোসাল অন্তরে ইতি মধ্যে দেখে এক ফকিরের তরে ॥ জুরা পোষ এক ফকির আসিতে দেখিয়া। মাদা কহে নরকে হুসিয়ার করিয়া ॥ খবরদার সাবধানে করিহেআহার। দুশমন আসিছে দেখ রাহের উপর ॥ দুস্মনের পাঞ্জাতে ইজা যদি পাও। খবরদার আগে তার হুসিয়ার হও ॥ নর বলে চিন্তা নাহি করিনে দেলেতে। খোদা দোস্ত ইজা নাহি দেয় কার জাতে ॥ এইরূপে কহা বলা করিতে করিতে। ফকির পৌছিল আসি পাখি সেখানেতে ॥ বগল হইতে তবে সোটা নেকালিয়া।

পাখির উপরে মর্দ্দ মারিল ফেকিয়া ॥ নয়কে লাগিয়া তার বাজু টুটে গেল। ঘায়েল হইয়া পাখি উড়িয়া চলিল ॥ ছোলেমান নবির কাছে পৌছিল জাইয়া। নালিস করিল পাখি হাত ওঠাইয়া ॥ ফালানা ফকির সেই উপরে আমার। নাহক জুলুম করে সোন নামদার ॥ ছোলেমানি নবি তার নালিসশুনিয়া। তখনিফকির তরেলিল বোলাইয়া ॥ কহিতে লাগিল সেই ফকিরের তরে। জুলুম করিলে কেনো পাখির উপরে॥ ফকির কহিল জুলুম করি কি প্রকার। এনছানের খোরাক এই সোন নামদার ॥ চিড়িয়া কহিল তারে সোন পয়গম্বর আমাদের জাত বটে ছোটা জানওার ॥ দোস্তের সঙ্গেতে মিলি দিয়া জিউ জান। দুস্মন দেখিয়া ভাগি বিজলি সমান॥ জোব্বা পোস দেখে খেয়াল করিনু অন্তরে। খোদা দোস্ত ফকির কিছু না কহিবে মোরে আগে যদি জানি তুমি মক্কর করিয়া। ফকিরের হালে ফেরে দাগার লাগিয়া ॥ বুঝিনু দেলেতে এবে মক্করতোমার। সয়তান মেছালতুমি ফকির আকার ॥ আগেতে জানিলে মোরা হৈতুন হুসিয়ার। দাগা দিয়া মারো তুমি সাধ্য কি তোমার ॥ মক্করের গুদড়ি তুমি রাখহ খুলিয়া। নাহি মার অন্য কারে মক্কর করিয়া ॥ একথা সুনিয়া নবি খোসালহইল। ফজিহত করেতারে তাড়াইয়া দিল ॥ পাখি চলে গেল তবে সেখান হইতে। পুনু ধরা পড়ে এক ফকিরের হাতে ॥ খাচাতে করিয়া বন্দ সেই যে পাখিরে। লইয়া চলিল ফকির বেচিতে বাজারে বাজারে বেচিতে জবে ফকির চলিল। ফকিরের কাছে পাখি কহিতে লাগিল ॥ আমাকে বেচিলে নাফা বহুত না পাবে। খাইলে ভি পেট তেরা নাহিক ভরিবে॥ পিঞ্জেরা হইতেখালাছ করিলেআমারে। বেবাহা কয়েক কথা সিখাই তোমারে॥ এ কথা সুনিয়া ফকির খোসাল হইয়া। পিঞ্জারা হইতে তারে বাহির করিয়া ॥ পাও পাকড়িয়া তবে হাতেবসাইল। কহিতে সে কথা ফকির পাখিকে কহিল ॥ পাখি বলে এক আলম কহে এ প্রকার। খোদা চাহে বাহাত্তুর উটের কতার॥ শুয়ের নাকায় পারে করিতে বাহার। কোদরত কামাল তার এমনি প্রকার ॥ সত্য বটে এই কথা খোদার কোদুরতে। অবশ্য হইতে পারে সোবা নাই তাতে ॥ কিন্তু এনছানেতে এহা না করে এতবার ছুছরা কথা যে কহি করিয়া প্রচার ॥ যেই কাম আপনার একেবারে নাই। তার লাগি দেলে গম করা নাহি চাই ॥ এই কথা বলে ফের কহে দরবেশেরে। ছেড়ে দেহ আর কথা কহি যে তোমারে ॥ এই

কথা পাখি যদি দরবেশে কহিল। দরবেশ শুনিয়া তবে ছেড়ে তারে দিল॥ উড়িয়া বসিল এক গাছের উপরে। কহিতে লাগিল পাখি ফকিরের তরে। বড়ই আহমক আমি দেখিনু তোমারে॥ হাত হৈতে ছেড়ে দিলে এমন সেকারে॥ বেবাহা অমুল্য লাল আমার পেটেতে। আছিল আমাকে যদি আপনি খাইতে॥ পাইতে সে লাল তুমি সোনহ দরবেশ। কহিনু তোমার কাছে করিয়া বিশেষ॥ হেলাতে হারালে সেই অমুল্য রতন। নিতান্ত আহমক তুমি জানিনু এখন॥ এহা শুনি পস্তাইয়া দেলের বিচেতে। কহিতে লাগিল ফকির পাখির কাছেতে॥ জাহা হউক সেই নাফা দিলাম ছাড়িয়া। আর কিছু কহ তুমি বয়ান করিয়া॥ পাখি বলে মোর কথা দেলেতে তোমার। কভু না এতবার হবে সোন সমাচার॥ সে কথা আহমক তুঝে দিছি শুনাইয়া। যেই চিজ্জ হাত হৈতে গিয়াছে চলিয়া॥ তার লাগি দেলে পস্তাইতে নাহি হয়। এখনি ভুলিলে সেই কথা সমুদয়॥ সোন রে নাদান ফকির কহি যে তোমারে। ছোটা ছা জানওার আমি কেমন প্রকারে॥ গিলিয়া খাইব লাল বলো কি ছুরতে। বিশ্বাষ করিলে এহা দেলের বিচেতে॥ এত বলি পাখি তবে গেল যে উড়িয়া। না ওম্মেদ হৈয়া ফকির আইল ফিরিয়া॥ এই কথা বলিলাম কারণে এহার। সকলি হইতে পারে কোদরতে খোদার॥ কিন্তু এনছানের এহা হয় যে উচিতে। জানিয়া কহিতে হয় বাদসার খেদমতে॥ তোমার উচিত এবে হয় এ প্রকার। জাইয়া দেখিয়া আইস চক্ষে আপনার॥ কোতওাল সুনি তাহা কবুল করিল। মোল্‌কে নেগারিন যাইতে রওানা হইল॥

কোতওাল আজল মুল্লুকের নিকটে যাইবার বয়ান।

পয়ার। উজিরের কথা শুনি কোতওাল তখন। কয়েক ছওার সঙ্গে লইয়া আপন॥ মোল্‌ক নেগারিন দিগে রওানা হইল। চলিতে২ সবে কতদুর গেল॥ সঙ্গি লোক যত ছিল ওঠে পোকারিয়া তামাম জঙ্গলে আগ গিয়াছে লাগিয়া॥ আগুনের সোলা তার তেজের সঙ্গেতে। লাগিতেছে গিয়া দেখ আছমানের সাতে॥ ইতি মধ্যে ছওারি আগেতে বাড়িল। সোনার জমিন সব দেখিতে পাইল॥ জর-নেগার এমারত দেখে তাকাইয়া। মনেতে আছিল জাহা আগুন বলিয়া॥ আগ নহে জওাহেরের চমক আছিল। দেখিতে২ সবে সেখানেতে গেল॥ কোতওাল আইল খবর পৌছিল যখন। আজল

মুরুক হুকুম করিল তখন ॥ কাওজ ভরিয়া দেহো জোয়ারা ছাড়িয়া এয়াক্তের দালানেতে বসাও লইয়া ॥ আহলেকার যত তারা তেয়ার ছাই করিল। এয়াক্তের দালানেতে লিয়া বসাইল ॥ কোতওয়াল গিয়া সেই দালান বিচেতে। ঘরের তামাসা দেখে পড়িল হয়রতে॥ জওহেরাতের সব কার বার দেখিয়া। জ্ঞান হারা মত হৈয়া রহিল বসিয়া তাজল মুলুক তবে সেখানে আইল। আর নেগার কুরছি পরে আসিয়া বসিল ॥ কোতওয়াল উঠিয়া তবে আদবের সাতে। ছালাম তছলিম করে লাগিল কহিতে॥ হুজুরের মোকানের যত সমাচার। সহর কওয়ার আর তামাম খবর ॥ সরকস্থানের সাহা শুনিয়ে শ্রবনে। হুকুম করিল মুঝে তহকিক কারনে॥ গোস্তাখি মাফ যদি হয়ত আমার। দেলের মতলব জাহা করিযে প্রচার॥ বাদসাহির খাহেস কিম্বা লড়াই করিতে। এরাদা করেন যদি আপনা দেলেতে॥ তাহা হৈলে ওদিগের দেরি কিছু নাই। আসিবে তৈয়ার হয়ে লস্কর ছেপাই ॥ আর যদি এয়ছা নহে খাহেস দেলেতে। বন্দেগির তওক তবে বান্ধিয়া গলেতে জাইয়া হাজের হও খেদমতে বাদসার। কেন না মিয়ানে এক দুই তলওার ॥ নাহি যে রহিতে পারে সোন সমাচার। এক মুল্লুকেতে দুই বাদসা নামদার ॥ কভু না রহিতে পারে কহি হুজুরেতে। তাজলমুলুক তবে লাগিল কহিতে ॥ বানাইনু এবাদত ঘর জঙ্গলেতে। রাত্র দিন থাকি এলাহির বন্দেগীতে॥ বাদসাহির খাহেস মোর দেল বিচে নাই। বরং বাদসার দোওা সর্ব্বদাই চাই ॥ কোতওাল এহা শুনি খোসাল হইয়া। ছালাম তছলিম করি আইল চলিয়া ॥ উজিরের কাছে আসি তামাম কহিল। শুনিয়া উজির অতি তাজ্জব হইল ॥ তার পরে সেথা হৈতে উঠিয়া জাইয়া। বাদসার হুজুরে কহে বয়ান করিয়া॥ কোতওাল দেখে শুনে জেয়ছাই আইল। বয়ান করিয়া তাহা সব শুনাইল॥ কত কত লোক শুনে সত্য যে বুঝিল। কত লোক ঝাট বুঝে এন্কার করিল বকাওলি বসে ছিল হুজুরে বাদসার। শুনিয়া সোকর করে দরগায় খোদার ॥ এত দিন পরে মেরা কলি ওম্মেদের। বিকসিত করে বুঝি আপনি কাদের। বাদসা শুনিয়া এহা হয়রতে রহিল। কতক্ষন পরে ফের কহিতে লাগিল॥ এইরূপ হয় যদি ভবিস্যতে তবে। বাদসাইর হানি তবে অবিশ্য হইবে ॥ উজির ছালাম করে লাগিল কহিতে। আক্কেল মন্দ দানা লোক কহে এ ছুরতে ॥ নাহি পারে জারুপেতে করিয়া লড়াই

এখলাছের সাতে তারে বাধ্য করা চাই ॥ মহব্বতের ডুরি তার গলায় ডালিয়া ॥ আপনা করিয়া রাখে মেহের করিয়া ॥ বাদসা বলে এয়ছা আমি না দেখি কাহারে। তুমিযদি জাহ তবে হইবারে পারে ॥ বাদসা উজিরে যদি একথা কহিল। উজিরজাইতেসেথাকবুলকরিল ॥ লোক ও লস্কর লিয়া ধুমেরসহিতে। রওানা হইল মোল্‌ক নেগারিনজেতে বড়া ধুম ধামের সাতে সেখানেতে গেল। তাজল মুলুক তার খবর পাইল ॥ হুকুম করিল তবে সবাকার তরে। ফরস বিছাও সব নতুন প্রকারে ॥ গোলাব বদলাইয়া দেহো সব হাওজের। ফাওওারা ছাড়ও এবে নাহি কর দের ॥ বসাও লাল বদখ্‌শানি দালানেতে লিয়া। আহলেকার যত সবে হুকুম শুনিয়া ॥ যে রূপ হুকুম তারা সে রূপ করিল। লাল বদখ্‌শানি দালানেতে বসাইল ॥ তার পরে তাজল মুলুক সেথা গেল। জর নেগার কুরছি পরে জাইয়া বসিল ॥ উজির উঠীয়া তবে আদবেরসাতে। ছালামতছলিম কোরে লাগিল কহিতে ॥ ইতিপুর্ব্বে বাদসাহী বান্দা এক জন। এসে ছিল এখানেতে তহকিক কারণ ॥ হুজুরের আওছাফ বয়ান করিয়া। গজব বাদসাহি দিল ছরদ করিয়া ॥ বরং বাদসাহা তাতে খোসাল অন্তরে। সওক রাখেন মনে মোলাকাতের তরে ॥ শুনিয়া তাজলমুলুক কহিল উজিরে। মঞ্জুর আছিল জাহা আমার উপরে ॥ বাদসা আলম্পানার হুকুমযে জাহা। দেলজানেমানিয়ালইলামআমিতাহা ॥ উজিরকহিল তবে সোন সমাচার। হপ্তা বাদে আসিবেন সাহা নামদার ॥ এতেক কহিয়া উজির খানা পানি খাইয়া। সরকস্থানেতে গেল রওানা হইয়া জাইয়া বাদসার কাছে বয়ান করিয়া। দেখে শুনে গেল জাহা দিল শুনাইয়া ॥ উজিরের তরে সাহা করিল ফরমান। তৈয়ার করহ সবে জতেকছামান ॥ ছামানা তৈয়ার হেথা হইতে লাগিল। তাজলমুলুক হোতাখেয়াল করিল ॥ হাম্মালার দেওা চুল ধরিলআগুনে। হাম্মালা লইয়া দেওপোছেতৎক্ষনে ॥ তাজলমুলুকের কাছেআসিয়াপৌছিল তাজলমুলুক তবে উঠে খাড়া হৈল ॥ মাহমুদা তাজল মুলুক আদবের সাতে। ছালাম করিল গিয়া হাম্মালার পায়েতে ॥ হাম্মালায় ছাতি লাগাইয়া দোহে লিল। দোওা দিয়া খয়েরা ফিয়াত পুছিতে লাগিল তাজল মুলুক বলে তোমার দোওাতে। খোদার ফজলে আছি খয়েরা ফিয়াতে ॥ কোন বাতে কমি নাই কৃপায় তোমার। কিন্তু এক কাম আজি হৈয়াছে দরকার ॥ প্রকাশ করিয়া কহি আপনার কাছে। সব

কস্থানের সাহার জিয়াফত আছে ॥ আসিবার দিন কল্য মকরর আছে অতয়েব খাহেস এই মেরা দেল বিচে ॥ হেথা হৈতে সরকস্থান সহর জেথায়। ফরস বনাতি আর মখমলের হয় ॥ বিছাইয়া দেওঁ জায় তামাম রাস্তায়। আমার আরজ এই কহিনু তোমায় ॥ আর কোস ভর তফাত খিমা হয়তার। জর নেগার কাম থাকেউপরে তাহার ॥ সোনা ও রূপার মেখ হয় সে খিমার ॥ হর হর স্থানে দেহো করিয়া তৈয়ার এই আন্দাজ খিমা হবে বানাইতে। ছোট বড় যত লোক বাদসার সঙ্গেতে ॥ আরামের সাতে সবে পারেন রহিতে। এইতো ওম্মেদ মেরা দেলের বিচেতে ॥ হাক্কালা হুকুম করে দেও সবাকারে। রাত্র ভরে বানাইল তেমন প্রকারে ॥ জেমনু খাহেস ছিল তেয়ছা বানা- ইয়া। দেও গণ সেথা হৈতে গেলেন চলিয়া ॥ অধিন সায়ের কহে সোন সর্ব্বজন। পীতা আর পুত্রে হয় যে রুপে মিলন ॥

জয়নাল মুল্লুক বাদসা তাজল মুল্লুকের নিকটে গৌছে ও পিতা পুত্রে পরিচয় হওয়ার বয়ান।

পয়ার। এক হপ্তা গত হৈয়া গেল যেই দিনে। হুকুম করিল সাহা উজিরান গণে ॥ ভারি২ কিমতের পোসাগ পরিয়া। অতি ধুম ধামে সবে তৈয়ার হইয়া ॥ লোক লস্কর হাতি ঘোড়া করিয়া তৈয়ার রওানা হইয়া চলো মোলকে নেগার ॥ উজির সুনিয়া হুকুম করিল তেয়ছাই। বাদসাহি হাসমত জাতে সেই রূপে চাই ॥ হাতী ঘোড়া সাজাইল কাতারে কাতার। নও জওান লোক লিলু হাজারে হাজার ॥ জরির পোসাগ সবে দেখিতে বাহার। অতি জলুসের সাতে হইল তৈয়ার॥ জাঁহাপানা এক জড়াও আম্মারির পরে। ছওার হইল তবে খোসাল খাতেরে ॥ আরকান দওলত সবে খুসি খোসালিতে তৈয়ার হইয়া চলে বাদসার সঙ্গেতে ॥ বকাওলী মর্দ্দানা লেবাছ পরিয়া। খুব সান সওকতে আরাস্তা হইয়া ॥ আপনার মাশুকেরে সাবার আসাতো খুসি খোসালিতে চলে বাদসার সঙ্গেতে ॥ সাহানা লেবাছ পিন্দে সাহাজাদা গনে। হস্তীতে ছওার হৈল খোসালিত মনে॥ অতি ধুমধামে সবে রওানা হইল। সহর ছাড়িয়া জবে থোড়া দুর গেল॥ জর নেগার খিমা সব পাইল দেখিতে। তাজ্জব হইল সাহা দেলের বিচিতে ॥ উজিরে ডাকিয়া তবে কহিল সাহায়। এই নাকি সেই বালাখানা দেখা জায় ॥ জাহার জোতের পরে চক্ষু না ঠাহরে। উজির কহিল তবে বাদসার হুজুরে ॥ দুছরা আশ্চয্য দেখি রাতের

ঘিচেতে। ঝাড় ও জঙ্গল হেথা দেখিছি চক্ষেতে ॥ মোলুকে নেগা-
রিন তুর এখানে থাকিয়া। এহভি তামাসা দেখেন নজর করিয়া ॥
বাদসা উজির গুপ্ত কহিতে আছিল। ইতি মধ্যে এক জন আসিয়া
পৌছিল ॥ কহিতে লাগিল আসি বাদসার হুজুরে। আমার উপর
হুকুম আছে এ প্রকারে ॥ হুজুরের ছওয়ারি যে পৌছিবে জেথায়।
সেথাকার ফরস মিছকিনেলুটে লেয় ॥ হুজুরের খাহেস হয় সেই খিমা
পরে। আরাম করেন সেথা খোসাল খাতেরে ॥ বাদসার ছওয়ারি তবে
ক্রমে যত জায়। রঙ্গ বরঙ্গ আজায়েব দেখিবারে পায় ॥ জেয়াফতের
ছরঞ্জাম সকলি তৈয়ার। মায়েস্কর নাহি জাহা কোন সাহানসার ॥
ক্রমেতে ছওয়ারি যত আগেতে চলিল। তাহা হৈতে বেসি ছামান
দেখিতে লাগিল ॥ তাজল মুলুক এস্তেক বালের লাগিয়া। এক মঞ্জেল
আসিলেন আগু বাড়াইয়া ॥ আদাব তছলিম করে বাদসার পায়েতে
খুসি খোসালিতে লিয়া চলিল সঙ্গেতে ॥ আপনার মাকানেতে
জাইয়া পৌছিল। এয়াকুতের দালানে সাহায় বসাইল ॥ মোকান
সকল খুব আরাস্তা করিয়া। নয়া২ ফরস সব দিল বিছাইয়া ॥ হাওজের
গোলাব সব বদলিয়া দিল। তাহাতে ফোওয়ারা সব ছুটিতে লাগিল ॥
পথের বাহার যত নজরে দেখিয়া। হয়রতে আছিল সাহা তাজ্জবে
পড়িয়া ॥ বাগ আর এমারত দেখিয়া নজরে। জ্ঞান হারা মত সাহা
হৈল একুবারে ॥ বকাওলী সাহাজাদার জামাল দেখিয়া। বেহোস
হইয়া গেল জ্ঞান হারাইয়া ॥ থোড়া ঘড়ি বাদে বিবি হোসেতে আসিল
চারি তরফেতে নেহা করিতে লাগিল ॥ যেই দিগ বকাওলী নজর
করিল। আপনার বাগ হেন দেখিতে পাইল ॥ দেলেতে বুঝিল এই বড়া
জাদুগার। জাদুতে উঠাইয়ে আনে বাগান আমার ॥ খেদমত গার
পরি যেই সঙ্গেতে আছিল। এসারা করিয়া তারে দেখিতে কহিল
দেখিয়া সে পরী তবে লাগিল কহিতে। আপিনার বাগ আছে আপনা
জাগাতে ॥ বানাইল ঠিকঠাক নকল তাহার। এই মর্দ্দ দেখিতেছি বড়া
হুসিয়ার ॥ বকাওলী এহা শুনে খোসাল হইল। দেলে২ এই মত
কহিতে লাগিল ॥ চোর গেরেপ্তার আমি এখন করিনু। খোদার
ফজলে নিজ মালতী পাইনু ॥ চাহেকি প্রকাশ করে ভেদ যে আপন
কিন্তু হায়া আসি মানা করিল তখন ॥ খামস হইয়া রহে ছবর করিয়া
ইতি মধ্যে দস্তর খান দিল বিছাইয়া ॥ হর কেছেমের খানা সোনার
থালেতে। চুনিয়া দিলেক আনি যত খাদে মানে ॥ রঙ্গ বরঙ্গ

মেওা জাত আনিয়া যোগায়। সবাকেলইয়া সাহা খোসালেতে খায় খাওাপেওা সাহা আপে জখনকরিল। গানেওালা নৃতিকীরা আসিয়া পৌছিল॥ গানবাজা নাচরঙ্গ হৈলবহুত্তরে। দেরতক নাচবাজা হইয়া আখেরে॥তাজলমুলুকসাহারছামনে বসিল। উভয়ের হালপুরছিহইতে লাগিল॥তাজল মুলুক বলে বাদসার হুজুরে। সাহাজাদা কয় জনা কহিবেন মোরে॥ এসারা করিয়া সাহা কহিল এয়ছাই। এইচার বেটা মাত্র আর:কেহুনাই॥ আর এক বেটা ছিল সোনহখবর। বদনছুছেতে গেল ছাড়িয়া সহর॥ কোন খানে গেল খবর নাহিক আমায়। খোদা জানে চলিয়া সে গিয়াছে কোথায়॥ তাজল মুলুক বলে সোন আলম পানা। তাহাকে যে চেনে এয়ছা আছে কোন জনা॥ বাদসা বলে আর কেহু চিনিবে না তাঁরে। ওস্তাদ আছিল যেই পারে চিনিবারে॥ এসারা করিয়া তবে এক আমিরেরে। তাজল মুলুক তবে পুছিল তাহারে॥ তহকিক করিয়া দেখ মছলিছ ভিতর। কেহু আছে কিনা সাহাজাদার আকার॥ শুনিয়া আমির তবে লাগিল কহিতে। আর কাকে নাহি দেখি এই মজলিসেতে॥ কেবল হুজুরের চেহরা মোবারক পরে॥ আলামত সাহাজাদার পাই দেখিবারে॥ ছুরত জামাল আর বোলচাল যতো। ঠিক ঠাক দেখা জায় সাজাদার মতো॥ আমির এ কথা জবে করিল প্রচার। তখনি পায়ের পরে গিরিল বাদসার॥ কহিতে লাগিল তবে সোন বাবা জান। আমি সেই মনছুছ বেটা বেকুফ নাদান॥ নছুছতের কারনেতে দেশ তেগি হৈয়া। বেড়াইনু দেশে২ ভ্রমন করিয়া॥ বাদসা শুনিয়া অতি খোসাল হইল। আকাসের চন্দ্র যেন হাতেতে পাইল॥ হাত ধরি ওঠাইয়া ছাতিতেলাগায়। ছেরে বোছা দিয়া সাহা কাছেতে বসায়॥ হাল হকিকত যত লাগিল পুছিতে। কহিতে লাগিল তবে বাপের কাছেতে॥ বাদসা বলে সোন বাবা কহি যে তোমারে। হৈয়াছে সাদি কিনা আছ এ প্রকারে॥ সাহাজাদা কহে তবে বাদসার খাতের। দুই যে মনকুহা মেরা আছেত হাজের॥ জাঁ পানার হুকুম যদি হয় তাহাদেরে। কদম বুছিকরে হাছেলআসিয়া হুজুরে॥ বাদসা বলে এহা হৈতে ভালকিবা আর। আঁখের রওসনি দ্বিগুন হইবে আমার॥ এত শুনি সাহাজাদা গেলেন চলিয়া। দেলবর মাহমুদায় তবে আনে বোলাইয়া॥ কত দুর এসে দোহে খাড়া হৈয়া রয়। বাদসার হুজুরেতে সরমে না জায়॥ বাদসা বলে কেন নাহি আসে ছামনেতে। সাহাজাদা বলে সরমের

খাতেরেতে ॥ চার সাহাজাদা বান্দা আজাদ এহার । অঙ্গুরির দাগ আছে চুতড়ে সবার ॥ ইচ্ছা যদি হয় পারেন দেখিবার তরে । সাহা জাদা গোণ শুনে সরম খাতেরে ॥ গোপনীয় কথা যদি প্রকাশ হইল সরমপাইয়া সেথা হৈতেউঠে গেল ॥ মাহমুদা দেলবর তবে সেখানে জাইয়া। আদাব তছলিম করে আদব রাখিয়া ॥ জয়নাল মুলুক তবে সাহাজাদার তরে। একে একে সব কথা লাগে পুছিবারে ॥ আউওল আখের যত গোজারিয়া ছিল । প্রকাশ করিয়া সব কহিতে লাগিল ভাইদের সাতেসাতে গোপন ভাবেতে। সহর ফেরদৌছ গেল যেমন ছুরতে ॥ সাহাজাদা গন এই দেলবরের সাতে। পাসাখেলিধোন মাল হারে যে রূপেতে ॥ গোলাম হইয়া জেয়ছা সেখানে রহিল। নিজে পাসা খেলি জেয়ছা দেলবরে জিনিল ॥ সেথা হৈতে দেয়ের কাছে গেল যে ছুরতে। মেহের বাম হৈল দেও জেমন রূপেতে ॥ দেয়ের মদদে জেয়ছা সেথা হৈতে গেল। হাম্মালার কাছে জেয়ছা জাইয়া পৌছিল ॥ মাহমুদার সাতে সাদী হয় যে রূপেতে। বকাওলীর বাগে জেয়ছা গেল সেথা হৈতে ॥ গোলে বকাওলী জেয়ছা নিল ওঠাইয়া বকাওলীর কাছেজেয়ছাপৌছিল জাইয়া ॥ নিদেরহালেতে তারে যে রূপেদেখিল। অঙ্গুরিবদলি তার যে রূপেতেলিল ॥ মাহমুদার কাছে ফের আইল ফিরিয়া। মাহমুদা আসিয়া নিল জেমন করিয়া ॥ দেল-বরের কাছে জেয়ছা জাইয়াপৌছিল। সাহাজাদা গনেজেয়ছ খালাছ করিল ॥ চার সাহাজাদার চুতড়ের উপরেতে। অঙ্গুরির দাগ লক্ষা দেয় যে ছুরতে ॥ তথা হৈতে ভাইদের সঙ্গেজেয়ছা আইল। রাহেতে মারিয়াজেয়ছা ফুলকেড়ে লিল ॥ জঙ্গলের বিচে জেয়ছা মকান বানায় একেএকে সব কথা কহিয়া শুনায় ॥ এ সবশুনিয়া সাহা তাজ্জব হইল হেম্মতের পরে তার তারিফ করিল ॥ সা জাদার মায়ের কথা বাদ-সার দেলেতে। এয়াদ হইয়া তবেলাগিল কহিতে ॥ গোলে বকাওলী দিয়া নয়ন আমার। রওসন করিলে বাবা ফজলে খোদার ॥ দেল সাদ করিলে যে দেখাইয়া দিদার। দো জাহানের খুসি হাছেল হইল আমার ॥ তোমার মাতাকে খবরহয়পৌছাইতে। এত বলি সাহা উঠে জায় সেথা হৈতে ॥ আপনার কেল্লাতে জাইয়া পৌছিল। সা জাদার মায়েরকাছে ত্বরা চলি গেল ॥ পুর্ব্বকার বদ ছলুকের কারনেতে। ওজর করিল শত বিবির কাছেতে ॥ আগেহৈতে ছরফরাজ জেয়াদা করিয়া খুসির খবর সরে দিল শুনাইয়া ॥ বেটার খবর বিবী যখন শুনিল

খাজার সিন্দুক জেন কাঙ্গালেপাইল ॥ মোরদার ধড়েতেজেন পৌছি-লেক জান ।আন্ধেলা জনেতে জেয়ছা পায় চক্ষুদান ॥ বহুত খোসাল বিবী হইয়া দেলেতে । হাজার সোকর করে খোদার দরগাতে ॥ অধিন সায়ের কহে সোন ভাই সবে ॥ এই সব কথা আমি রাখিনু যে এবে বকাওলীর কথা কহি করিয়া প্রচার । মন দিয়া সোন সবে খবরতাহার

বকাওলী জয়নাল মুলুকের নিকট হইতে বিদায় হইয়া বাগানে জায় ও তাজল মুলুক কে খত লিখিবার বয়ান ।

পয়ার । জয়নাল মুলুক সাহা সেখানে থাকিয়া । আপনা দৌলত খানে পৌছিল জাইয়া ॥ বকাওলী পরী তবে বাদসার কা-ছেতে । বিদায় হইয়া গেল নিজ বাগানেতে ॥ বাগানেতে গিয়া বিবী বসিয়া তখন । তাজল মুলুকের কাছে লিখিল লেখন ॥ ছমনরূ পরি যেই সঙ্গে গিয়া ছিল । আপনার কাছে তারে বোলাইয়া লিল ॥ খত আর অঙ্গুরি হাতেতে দিয়া তার । কহিতে লাগিল বিবী এমন প্রকার ॥ শিগ্র করি মোল্ ক নেগারিনেতে জাইবে । সাহাজাদাএকা বসি জখনপাইবে । অঙ্গুরি ও খত তারহাতপরেদিয়া । জবানিওমোর কথা সুনাবে কহিয়া ॥ একথা শুনিয়া পরি তখনিচলিল । খাড়া খাড়া মোল্ কে নেগারিনীতে পৌছিল ॥ গোপন ভাবেতে সেথা জাইয়া রহিল । তাজল মুলুকে জবে একেলা পাইল ॥ ছামনেতে গিয়া তার ছালাম করিয়া । অঙ্গুরি ও খতদিল হাতেতে শুপিয়া ॥ অঙ্গুরিদেখিয়া মর্দ্দ তখনি চিনিল । লেখন খুলিয়া তবে পড়িতে লাগিল ॥ খতের মজমুন জাহা সোন সকলেতে । প্রকাশকরিয়া তাহা লিখিনুনিচেতে

বকাওলীর খতের মজমুন ।

রাগিনী বেহাগ তাল আড়া ঠেকা ।

নাথ হইয়ে নিদয়া বিচ্ছেদ বান হানিয়ে বুকে, রহিলে কোথায় তোমার এস্কের তীরে, বুকেতে লাগিয়া মোরে, কলেজা হইল পার বিষে প্রাণ জায় ॥ তোমার লাগিয়ে মন, উড়ু২ সর্ব্বক্ষন, দেখা দিয়ে রাখ প্রাণ ধরি তবো পায় ॥ তব লাগি মরি আমি, আসিয়ে না দেখ তুমি, নিষ্ঠুর দির্দ্দয় বটে জানিনু তোমায় ॥ অবলা সরলা নারী, বিচ্ছেদ জ্বালা সৈতে নারি, বিচ্ছেদ অনলে প্রাণ সদা দাহ হয় ॥ তবো আসার আসা পথে, থাকি চেয়ে দিবা রাতে, কত দিনে প্রাণ নাথে,আসিবে হেথায় ॥ বিচ্ছেদা-

নলে দগ্ধা প্রাণে, প্রেম বারি বরিসনে, শীতল করিবে মনে, ছিল এ আসায় ॥ কই কোথা এলে তুমি, তোমায় লাগিয়ে আমি, দিবা নিসী ঝুরে মরি বিরহ জ্বালায় ॥ প্রাণ কি ধড়েতে রইত, এত দিন বাহিরে জাইত, তবে যে এ প্রাণ আছে তোমারি আসায় ॥ মোম প্রতি কোরে দয়া, দিয়া মোরে পদ ছায়া, মিলন বারিতে প্রাণে বাঁচাও আমায় ॥ যদি না আসিবে তুমি, গরল ভক্ষনে আমি, তেজিব এপাপ জীবন জানিবে নিশ্চয় জার লাগি ঝোরে প্রাণ, যদি না হয় তার মিলন, জীবন যৌবন থেকে কি শুখ তাহায় ॥ আর কি লিখিব আমি, বিচারিয়া দেখ তুমি, সত্য কিম্বা মিথ্যারে প্রাণ লিখিনু তোমায় ॥ এই হৈতে হলো ইতি, করি তোমারে মিন্নতি, দাশী বলে দয়া করে আসিবে হেথায়

পয়ার।

খতের মজমুন যদি সাজাদা পড়িল। নিভান আগুন তার দ্বিগুন জলিল ॥ যুগল নয়নে ধারা লাগিল কহিতে। কাগজ কলম তবে লইলেক হাতে ॥ খতের জওাব সাহা লিখিতে লাগিল ॥ সায়ের কহিছে তার মজমুন এই ছিল ॥

তাজুল মুল্লুক বকাওলীর পত্রের জওাব লিখিবার বং।

লঘু ত্রিপদী। সোন প্রাণ প্রিয়ে, তোমার লাগিয়ে, যে দুখ আমারি মোনে। তব প্রেমানলে, মরি সদা জলে, ধারা বহে দু নয়নে তোমাকে যে দিনে, দেখিছি নয়নে, সে হইতে প্রাণ মোর। বিরহ জ্বালায়, অস্থির সদায়, প্রেমজ্বরে জর২ ॥ বিধি কি সদায়, হইবে আমায় পুনু দেখা পাব তোরে। দেখে চন্দ্র মুখ, দুরে জাবে দুখ, প্রফুল্য হবে অন্তরে ॥ মরি হায়২, না দেখি উপায়, জাব সেথা কি রূপেতে। নৈরাস হইয়া, আছিনু বসিয়া, ইতি মধ্যে আচম্বিতে ॥ লেখন তোমার হৈয়া অগ্রসার, পুনু অগ্নি দিল জেলে। নিভান আগুন, বাড়িল দ্বিগুন, হুহু শব্দে ওঠে জ্বলে ॥ নাহি নিবে জলে; ধিকি২ জলে, দহি হলো মোন পুড়ে। আপনা কৃপায়, লইলে আমায়, তবেত হইতে পারে ॥ তানা হলে প্রাণ, জাবে মোর প্রাণ, মোনসাদ রবে মোনে। সোন প্রাণেশ্বরী মোরে দয়া করি, দেহ স্থান শ্রীচরণে ॥ লিখিব কি আর, মোন যে আমার, বেকারার সদা রয়ে। নারিনু লিখিতে, কহি বিনয়েতে, সমাপ্ত ইতি করিয়ে ॥

পয়ার। এই রূপে কত সত লেখনে লিখিয়া। ছমনরূ পরির

হাতে দিলেক শুপিয়া ॥ জবানিতে কত আর কহিয়া তাহায়। ছমনরূ পরিকে সাহাকরিলবিদায় ॥ পত্রলিয়াছমনরূউড়িয়াচলিল। ঘণ্টা বিচে বকাওলির কাছেতে পৌছিল ॥ জাইয়া লেখন দিল বিবির হাতেতে বকাওলি পাইয়া খত লাগিল পড়িতে ॥ আসক পাইল তারে আপনা হইতে। ছমনরূ পরিকে তবে লাগিল কহিতে॥ হাম্মালা দেওনিকে শীঘ্র আন বোলাইয়া। দের না করিবে আন তুরিতডাকিয়া ॥ এতসুনি ছমনরূ গেল সেথা হৈতে। খাড়া খাড়া পৌছে হাম্মালার নিকটেতে ছমনরূ পরি জবে জাইয়া পৌছিল। হাম্মালা দেখিয়া তারে চিন্তিত হইল ॥ হাম্মালা কহিলবুয়াসোনসমাচার। এত বেস্তহালকেন দেখি যে তোমার ॥ ছমনরূকহেন সাহাজাদি যে তোমারে। তলব করেছে চলো অতি ত্বরা করে ॥ হাম্মালা দেওনি শুনে ভাবে মোনে মোন। অ সমায় ডাকিবার কি আছে কারন ॥ ভাবিতে গুনিতে তবে রওানা হইল। বকাওলীর নিকটেতে জাইয়া পৌছিল ॥

হাম্মালা দেওনি বকাওলীর নিকটে জাস্ত ও বকাওলী ক্রোধ হইবার বয়ান।

পয়ার। ছমনরূ পরীর মুখে খবর সুনিয়া। কাঁপিতে কাঁপিতে আইলডরে ডরাইয়া ॥ ছালামকরিল আসি সাহা জাদীর পায়। দোওা দিয়া বালা লিয়া পুছিল তাহায় ॥ এয়ছা বদ হালে কেনো আছেন বসিয়া। ঝর ঝর ঝরে আঁখি কিসের লাগিয়া ॥ নাহিজানি কিবা বালা পৌছিল আসিয়া। তোমার বালাই লই ছেরেতে করিয়া ॥ কি লাগিয়া এয়ছা হাল কহ বুয়া জান। দেলের মতলব কহ করিয়া বয়ান ॥ বকাওলী কহে তবে গজব করিয়া। জানিয়া শুনিয়া এবে গিয়াছ ভুলিয়া মক্কর করিয়া কহ বাত বানাইয়া। তোমা হৈতে এ আফত পৌছিল আসিয়া ॥ তেরা দামাদহৈতে হৈল এই কারবার। দাগ চড়াইল্লআসি এঙ্গতে আমার॥ উলঙ্গহালেতে দেখে গিয়াছেআমারে। দাগ লাগাইয়াছে মেরা এঙ্গত উপরে ॥ ভাল যদি চাহ শীঘ্র আনি দেহ তারে নতুবা উচিত সাজা করিব তোমারে ॥ হাম্মালা সুনিয়া এহা হাঁসিতে হাঁসিতে। বকাওলীর কাছেতবে লাগিলকহিতে॥ এহারকারনে এত আছ পেরেসান। আন্দেসা না কর কিছু শুন বিবি জান॥ কানে ধরে তারে আমি আনিব এখানে। হাত মুখ বোধ রহো খোসালিতে মনে ॥ এতবলিহাম্মালাযে বিদায়হইল। হাওায়েখিসায়েতবেউড়িয়া

চলিল ॥ তাজলমুলুকের কাছেপৌছিলজাইয়া। কহিতেলাগিলতারে রমজ করিয়া ॥ ওঠরে আসক তেরা মাশুকে ডাকিল। বিলম্ব না কর অতি ত্বরা করি চল ॥ তাজলমুলুক যদি এ কথা শুনিল। হাঙ্কালার পাওপরেজাইয়া গিরিল ॥ হাঙ্কালাউঠায়েতবে লাগায় ছাতিতে ছেরেমুখেবোছা দিয়া লাগিল কহিতে ॥ শীঘ্রআসিহওছওার আমার উপরে। বিলম্ব না কর চল অতি ত্বরা করে ॥ এত শুনি সাহাজাদা খোসালখাতেরে। ছওারহইল আসিহাঙ্কালার পরে ॥ হাওায়মিসায়ে দেওনি চলিল উড়িয়া। হেথা বকাওলীর কথা শুন মন দিয়া ॥ পরিগন মধ্যে কেহ গোপনে জাইয়া। জমিলা খাতুন কাছে কহে প্রকাশিয়া ॥ তোমারবেটির হালদেখি এ প্রকারে। আসকহৈয়াছে কোন আদমের পরে ॥ এ কথা শুনিয়া বিবী ভাহাকিক কারনে। বকাওলীর কাছে আসি পৌছিল বাগানে ॥ দেখিল চেহরাতে তার এঙ্কীর আছর গোস্বায় ভরিয়া তবেকাঁপে থর থর ॥ গালি দিয়া বেটিকে যে লাগিল কহিতে। দাগ লাগাইলি তুই পরিরকুলেতে ॥ দেখিতে পাই যে তুঝে আসক খেয়াল। কার পরে হলি মস্ত কহরে ছেনাল ॥ বকাওলী এই কথা জখন সুনিল। কানে হাত দিয়া বিবি কহিতে লাগিল ॥ কছম করিয়া কহে সোনগোজননী। আসক কাহাকে বলে আমিনাহি জানি স্বপনে না দেখি কভুনাহি শুনিকানে। মাতা হৈয়া অপবাদ কর তুমি কেনে ॥ এইকথা কে কহিল তোমার কাছেতে। বাতাইয়া দেহ নাম ধরি চরণেতে ॥ এত বলি পড়ে মায়ের পায়ের পরেতে। না কহিলে জান দিব তোমার সাক্ষাতে ॥ জমিলার দেল পরে রহম হইল। পাওহৈতে ছেরতার ওঠাইয়া লিল ॥ ইতিমধ্যে হাঙ্কালা সাজাদাকে লইয়া। বাগান বিচেতে তবে পৌছিল জাইয়া ॥ ছমনক্ক পরি তবে এসারা করিয়া। সাজাদা আইল খবর দিল সোনাইয়া ॥ বকাওলি এসারাতে কহিল তাহারে। গোপনেতে লিয়া রাখ ছেহরা যে ঘরে এসবাবুঝিয়া পরি তেয়ছাইকরিল। এয়াকুতের দালানেতে সাজাদায় রাখিল॥পহর রাত তকহেথামায়েরকাছেতে। বকাওলীরহেবসেচঞ্চল মনেতে ॥ জমিলা খাতুন যবে নিদ্রা গতহৈল। বকাওলীসেথা হৈতে উঠিয়া চলিল ॥ সাহাজা বসেছিল যেই দালানেতে। বকাওলীপৌছে গিয়া তাহার কাছেতে ॥ দোহে দোহাকারে দেখে খোসাল হইল আকাশের চন্দ্র জেন হাতেতে পাইল ॥ গলায় গলায় ধরে লাগিল মিলিতে। [illegible]

দোহেতে মিলিল। ওম্মেদের কলি দোহার বিকসীত হৈল। বিচ্ছেদে আনলে পুড়ে জেমন আছিল। মিলন বারিতে দোহে শীতল হইল গলেগলে বুকেবুকে লাগায়েতখন। শুইয়া রহিল দোহে খোসালিত মন॥ ঘুমেতে কাতর হৈয়া রহিল শুইয়া।এইরূপে আধা রাত্র গেল গোজারিয়া॥ জমিলা খাতুন হোতা চেতন পাইয়া। পালঙ্গ হইতে বিবী আইল উঠিয়া॥ বাহিরে আসিয়া দেখে চান্দ্রির বাহার। তাহাতে হৈয়াছে বাগ অতি খুবিদার॥ মোন্দা মোন্দা সমিরণ বহিছে পবনে জমিলা খাতুন অতি খুসি হৈয়া মনে। ফিরিতে লাগিল বিবি বাগের বিচেতে। ধিরে ধিরে গেল সেই দালান কাছেতে॥ বকাওলী শুইয়া যেথা এয়ারে লইয়া। জমিলা খাতুন সেথা পৌঁছিল আসিয়া॥ নজর করিয়া বিবি পাইল দেখিতে। বকাওলী আছে শুয়ে এয়ারের সাতে বদহালে দুইজনে আছেন শুইয়া। দোহে দোহাকার গলে হাতেতে ধরিয়া॥ জমিলা খাতুন এয়ছা জখন দেখিল। বারুদের ঘরে জেনো আগ লাগাইল॥ বাঘিনীর মতো বিবি উঠিল গর্জ্জিয়া। তাজল মুলুকে তবে সন্নেতে তুলিয়া॥ তেলেছমাত বিচে দিল ফেকিয়া জোরেতে তামাচা মারিল বকাওলীর গালেতে॥ গোলাবের ফুল হেনরোখছারা আছিল। তামাচার চোটে ঠিক লালছি হইল॥ তারপরে সেথা হৈতে চলিলউঠিয়া। বকাওলী তরে গেল সঙ্গেতেলইয়া। গোলেস্তান এরে-মেতে জাইয়া পৌছিল। ফিরোজ সাহা জেথা তক্তেতে আছিল॥ জাইয়া বাদসার কাছে কহিলেকহাল। শুনিয়া ফিরোজসাহা গোশ্বায় হৈল লাল॥ খোসবয়ানতেজ জবান পরিসবাকারে। মতাইনকরিলযে বকাওলীর তরে॥ কহিল এহাকে খুব নছিহত কিয়। এনছানের মহ-ব্বত দেহ ভুলাইয়া॥ পরিসব দিবা নিসী বকাওলীর তরে। নানারূপে বোঝায় আর নছিহত করে॥ কিছুনা আছের করে বিবির দেলেতে দিবা নিসী কান্দে ধারা বহে দু চক্ষেতে॥ মোল্লা জামি লিখিয়াছে কেতাব জেলেখায়। সায়ের লিখিয়া তাহা সোনায় সবায়॥

کمان عشق هر جا کشند تیر ۔ سپر داری نباشد کار تدبیر

মানি।

এস্কেরতীর এসে লাগেযদি কারে। তদবিরের ঢালেতারে কি করিতে পারে॥ হাজার নছিহত যদি করিবে তাহায়। কিছুনা আছের হবে কেতাবেতে কয়॥ পরীগণ নছিহত যত করেতায়। ক্রমেং এস্কজালা

ততো বেড়েজায় ॥ ধোঁঝালে না বোঝে যদি দেখেপরিগণ। ফিরোজ সাহার কাছে জাইয়া তখন ॥ বকাওলীর হাল যত কহিয়া শুনায়। নছিহত কিছু তার আছের নাঁ হয় ॥ পাথরের গায় জোঁক কভু লাগে নাই। জা হয় উচিত সাহা করনা তেয়ছাই ॥ এ কথা শুনিয়া সাহা নাচার হইল। পরী সুবাকারে ফের হুকুম করিল ॥ পায় বেড়ি দিয়া রাখ লিয়া তেলেছমাতে। হুকুম শুনিয়া তেয়ছা করে পরিজাতে ॥ সোনার যে বেড়ী দিয়া বিবীর পায়েতে। কয়েদ করিয়া রাখে লিয়া তেলেছমাতে ॥ বকাওলী পরী যদি কয়েদ হইল। জার জার হৈয়া বিবী কান্দিতে লাগিল ॥ হায় বিধী কি করিলী নছিবে আমার। দিয়া ধোন কেড়েনিলে এ কি অবিচার ॥ দুঃখেতে জালিবে যদি ছিল তোর মনে। মাশুকে আনিয়া তবে মেলাইলে কেনে ॥ এইরূপে কহে আর কান্দিতে কান্দিতে। আরম্ভিল এই গান বেহাগ শুরেতে ॥

রাগিনী বেহাগ তাল আড়া।

হায় বিধী কেনে বাদী দুখিনীর ভাগ্যেতে হলে। দিয়া ধন সে রতন কি দোশেতে কেড়ে নিলে ॥ এত বাদ ছিল মোনে, তবে তারে দিলে কেনে, যদি দিলে পুনু আবার কি দোষেতে কেড়ে নিলে ॥ নিজ জ্ঞান অনুসারে, অযতন করিনা তারে, রেখে ছিলাম যত্ন করে আমার হৃদয় কাননে ॥ হৃদ পালঙ্কে বসাইতাম, মধু পান করাইতাম, প্রেমের দক্ষীণা দিতাম, নিজ যৌবন কৌতুহলে ॥ সায়ের বলে সাহাজাদী, জন্মাবধি, কাঁদো যদি, কান্দিলে কি পাবে তারে আমিনা আনিয়া দিলে ॥

এই গান কোরে বিবী বেহোস হালেতে। জমিন উপরে গেরে কান্দিতে কান্দিতে ॥ কতক্ষন পরে বিবী চেতন পাইয়া। জমিন হইতে উবে বসিল উঠিয়া ॥ উচ্চস্বরে বিবী ফের কান্দিতে কান্দিতে ঝর২ করে ধারা বহে দু চক্ষেতে ॥ মোল্লা জামি লেখে জাহা জেলেখা কেতাবে। সায়ের লিখিছে তাহা বকাওলীর বাবে ॥

داوریا عجب کارم از فقتاں بسر نا بروید دیوارم افغتاں

মানি।

অফ্চোছ আজব মেরা কামেতে গিরীল। তামাম না হৈতে ঘর দেওার পড়িল ॥ বহুত মেহনত করে পাইনুজাহারে। অদৃষ্টের দোশে পুনু হারাইনু তারে ॥ আর কি হইবে দেখা তাহার সঙ্গেতে। এইরূপে

বিনাইয়া লাগিল কান্দিতে ॥ সায়ের কহিছে বিবী নাহি কান্দ আর থোড়া দিন থাকতুমি করিয়া ছবর ॥ তেরা আসকেরে আমি আনিয়া পৌছাব। শুখের পালঙ্গে দোহাকারে বসাইব ॥ আমি না আনিলে তারে পাবে কি প্রকারে। আসা জাওার ভুরি তার মেরা হাত পরে তোমরা করিবে সুখ আমি মিছা ঘুরি। চিনীর বলদ মোত বোঝা বইয়ে মরি ॥ দোহেতে করিবে সুখ পালঙ্গে বসিয়া। আমি কেবল সাতে২বেড়াই ঘুরিয়া ॥ যে হউক তোদের শুখে মোর শুখ তাতে। আমার জনম গেল কেবল দুক্ষেতে ॥ অদৃষ্টেতে আল্লাতালা লিখিয়াছে জাহা। হাজার কোসেশে রদ নাহি হয় তাহা ॥ যে হউক সে সব কথায় নাহি প্রিয়জন। তাজলমুল্লুকের এব্রে করি অন্যসন ॥ কোন্ খানে কেমনেতে আছেনকোথায়। তাহারখবর লেওা উচিতআমায় আব্দুল সুকুর কহে সুন সর্ব্বজন। তাজলমুলুকের কথা লিখি যে এখন

তাজলমুল্লুক এক সুমুদ্রেতে পতিত হয় ও তথা হইতে উঠিয়া তেলেছমাতে পড়িয়া খালাস হইবার বয়ান।

পয়ার। জমিলা খাতুন তবে গোস্বা দেল হৈয়া। তাজল মুলুকে দিল জোরেতে ফেকিয়া ॥ শুমুদ্র বিচে সাহা জাইয়া পড়িল। পানির বিচেতে তবে ভাসিতেলাগিল ॥ কভু ডোবে কভু ভাসেপ্রলয় ঢেউতে। এইরূপে জায় চলে আসিতে২ ॥ কত দিন পর এক কেনারে পৌছিল। খোদারদরগায় কত সোকর ভেজিল ॥ আস্তে২পানি হৈতে আড়াতে উঠিয়া। নজরকরিয়া তবে দেখে তাকাইয়া ॥ বেবাহা ময়দান এক দেখিতে সুন্দর। আলিসান বাগ এক বিচেতে তাহার ॥ ফুল ফলের গাছ কতো জাগায়২। দেখিলে তাহার সোভা নয়ান জুড়ায় ॥ মানুসের কল্লা হেন এক এক ফল। তাজলমুলুক দেখে হইয়া খোসাল। দুই চার ফল তার ওতারিয়া লিল। হাত হৈতে ফল যত জমিনেগিরিল ॥ জমিনেপড়িয়া কল্লা লাগিল হাঁসিতে। তখনি দুছরা কল্লা হইল গাছেতে ॥ তাজ্জব হইল দেখে খোদার কুদরত। চিন্তা যুক্তহৈল সাহা মনেতে বহুত ॥ সেথা হৈতেকত দুর নেকলিয়া গেল আনারের বাগ এক দেখিতে পাইল ॥ কলশির মোত তার এক এক আনার। দেখিয়া খোসাল হৈল দেলে আপনার ॥ গাছ হৈতে এক আনার ওতারিয়া লিল। খাইতে এরাদা করি আনার তুড়িল ॥ যখন তুড়িল ফল আপনার হাতে। ছোটা২ পাখি সেই আনার হইতে ॥ পরেন্দা পাখির মোত গেল সে উড়িয়া। তাজ্জব হইল অতি সে হাল

দেখিয়া ॥ হামদো আর ছানা কত করিল খোদার। সকলি হইতে পারে কোদরতে তাহার ॥ তথা হৈতে নেকলিয়া যত দুর জায়। রঙ্গ বরঙ্গ আজায়েব দেখিবারে পায় ॥ এই রূপে কত দুর নেকলিয়া গেল। নয়া নয়া আজায়েব দেখিতে লাগিল ॥ খালাছের পৃথ নাহি পায় যে দেখিতে। চিন্তিত হইয়া তবে দেলের বিচেতে ॥ শুখা২ লাকড়ি কত জমাইয়া লিল। মজবুত করিয়া এক পস্তারা বান্ধিল ॥ খোদায় ভরসা করে ডালে দরিয়ায়। বসিল উপরে তার ভাসিয়া সে জায় ॥ জাইতে জাইতে এক কেনারে পৌছিল। পোস্তা হৈতে ওত্তারিয়া হাটিয়া চলিল ॥ দেখে যে ময়দান এক অতি ভয়ঙ্কার চলিতে লাগিল সেই ময়দান মাঝার ॥ দিবা অবসানে সাম হইল জখন। এক গাছ পরে গিয়া চড়িল তখন ॥ খোদায় ভরসা করে বসিয়া রহিল। এক পহর রাত্র জবে গোজরিয়া গেল ॥ আইল আওাজ এক দক্ষিন হইতে। সাহাজাদা সে আওাজ শুনিল কানেতে ॥ আওাজ শুনিয়া দেখে করিয়া ধেয়ান। আসিছে আজদাহা একপাহাড়সমান ॥ তাজলমুলুক জেই গাছেতেআছিল। ক্রমে২আজ-দাহা সেখানে আইল। সাহাজাদা ডরে ভয়ে চিন্তিত হইয়ে। ডাল ধরি রহে সেই গাছেলুকাইয়ে ॥ আজদাহা আসি সেইগাছের নিচেতে কাল এক সাপ বাহির করে মুখ হৈতে ॥ কাল সাপ হৈয়া বাহির কি কাম করিল। মুখহইতে মোহরাএক ওগালিয়া দিল ॥ মুখ হৈতে মোহরা জবে রাখিল জমিনে। রওসন হইল তাতে সকল ময়দানে ॥ চরেন্দা পরেন্দা জত ছিল জানওার। আর জত ছিল সাপ ময়দান মাঝার ॥ জ্ঞান হারা মত্তো হৈয়া লাগিল নাচিতে। বেহোস হইল জবে নাচিতে২ ॥ আজদাহা সেই সমে মুখ পাসরিল। ক্রমে২ সাপ জতো মুখে প্রবেশিল ॥ জখন ভরিল পেট সেই আজদাহার। কাল সাপ নেগলিল মোহরা আপনার ॥ তার পরে আজদাহার মুখে প্রবে-শিল। আজদাহা সেথা হৈতে নিজস্থানে গেল ॥ তাজলমুলুক দেখে ভাবিল মোনেতে। মোহরা কিসে হাত হবে ভাবিল দেলেতে ॥ নিসী গোজারিয়া দিন হইল জখন। সাহাজাদা গাছ হৈতে ওতরে তখন দেলে২ভাবাগোনাঅনেক করিয়া।দরিয়ারকেনারেতে পৌছিলজাইয়া দরিয়ারকেনারা হৈতে চেহলা উঠাইল। তাহা হৈতে বড়া এক ঢিবা বানাইল ॥ দিবা অবসানে সাম হইল জখন। ঢিবাসহ গাছপরে চড়িল তখন ॥ একপহর রাত্রজবে গোজারিয়া গেল। আজদাহা সেখানেতে

আসিয়া পৌছিল ॥ কালসাপ হৈল বাহির মুখ হৈতে তার। মোহরা ওগালিয়া দিল জমিন উপর ॥ উজ্জালা হইল তাতে তামাম ময়দান সাহাজাদা সেই সমে করিয়া নিসান ॥ চেহলার ঢিপা দিল উপরে ফেকিয়া। তাহাতেসেমোহরা গেল চেহলাতে ঢাকিয়া। রওসনি যত ছিল বন্দ হৈয়া গেল। তামাম ময়দান তবে আন্ধারহইল ॥ আজদাহা সাপ তবে মণী হারা হৈয়া। জমিনের পরে ছের ঠুকিয়া২ ॥ আখেরে মরিল দোহে মণীর কারণে। সাহাজাদা দেখে তবে খুসি হৈল মনে, নিসী গোজরিয়া দিন জখন পৌছিল। সাহাজাদা গাছ হৈতে নিচে ওতারিল ॥ চেহলার বিচহৈতে মোহরা নেকালিয়া। আপনার দেস্তা-রেতে লইল বান্ধিয়া ॥ তার পরে সেথা হৈতে রওানা হইল। পাহাড় জঙ্গলদিয়া জাইতেলাগিল ॥ রাত্রহলে চড়েগিয়া গাছেরপরেতে। এই মতে কত দিন জাইতে জাইতে ॥ একপাহাড়ের পরে পৌছিলজাইয়া সাম হলে রহে এক গাছেতে চড়িয়া ॥ এক জোড়া বুলতি ময়না সেই যে গাছেতে। বাসা করেছিল সেইগাছের ডালেতে ॥ দুইবাচ্চা ছিল সেই বাসার ভিতরে। রোজ রোজ কেচ্ছা বলে বাচ্চা দোহাকারে ॥ সে দিন সে বাচ্চা দোহে কহিল ময়নারে। এই পাহাড়ের হাল কহ আমাদেরে ॥ ময়না বলে সোন এই পাহাড়েরখবর। স্থানে২আছেপড়ে মাল বহুতর ॥ এহা ছেওা দক্ষিন তরফে কিছু দুরে। বড় এক গাছ আছে হাওজ কেনারে ॥ ছেরাজল করতব নাম সেই দরক্তের। তাহার মাজেরা আমি কহি কিছু ফের ॥ সেই গাছের ছাল দিয়া টুপি বানা-ইলে। সেই টুপি আপনার ছেরেতে রাখিলে ॥ কেহু নাহি সেই জনে দেখিতে পাইবে। সে জন সবার তরে নজরে দেখিবে ॥ কিন্তু কেহু জাইতে না পারে সেখানেতে। সাপ এক পাহরা আছে গাছের কা-ছেতে ॥ বড়া জবরদস্ত সাপ সোন সমাচার। হাতিয়ার তলওার নাহি বসে তার পর ॥ বাচ্চা দোহে পোছে ফের ময়নার কাছেতে। কোন রূপে পারে কিনা সেখানে জাইতে ॥ ময়না কহে এয়ছা কেহু জঙ্গা মর্দ্দ হয়। হেম্মত করিয়া খুব সেখানেতে জায় ॥ সাপ জবে লপ কিয়াআসে তারপরে। কুদিয়াসেসেইসমে হাওজেতেগেরে ॥ হাওজে পড়িলেহবে কাগের আকার। না করেআন্দেসা কিছু দেলের মাঝার তখনি উড়িয়া সেই গাছেতে জাইবে। পশ্চিম তরফের ডালে জাইয়া বসিবে ॥ সেই ডালে লাল ছবজা ফল বহুতর। রহিছে ধরিয়া সোন খবর তাহার ॥ লাল ফল খায় যদি তুড়িয়া তখন। আসল ছুরত পাবে

সোনদিয়ামোন ॥ ছব্‌জা ফলেরগুন শুন বিবরণ। কেহু যদি রাখেফল ছেরেতেআপন ॥ কোন অস্তুরেতে চোট না লাগিবে তাঁরে। কোমরে বান্ধিলে জাবে হাওা পরেউড়ে॥ পাতার খাছিয়েত্ত তার কহি আমি তবে । ঘায়েতে রাখিলে শিগ্র আরাম হইবে ॥ সে গাছের লাকড়ি এয়ছা কেরামত ধরে। হাজার মোনের যদি লোহারউপরে। রাখিলে সে লাকড়ি তাতে জাইবে গলিয়া । কহিনু তামাম কথা বয়ান করিয়া তাজুলমুলুক যদি এসব শুনিল ॥ বহুত খোসালতবে দেলেতে হইল মোস্তাক হইয়া তবে দেলের মাঝার। ছোবেতে চড়িল গিয়া পাহাড় উপর॥ দক্ষিন তরফে তবে জাইতে লাগিল। ধিরে২ হাওজের কেনা-রাতে গেল ॥ দেখিয়া সে সাপ তারে আইল গর্জ্জিয়া। তাজলমুলুক গেরে হাওজে কুদিয়া ॥ সাহাজাদা হাওজেতে জখন পড়িল। কাগের আকার হৈয়া তখনি উড়িল ॥ উড়িয়া বসিল গাছের পশ্চিম ডালেতে লাল ফল খায় তুড়ে সে গাছ হইতে ॥ লাল ফল সাহাজাদা জখনে খাইল। আসলছুরত তার তখনিহইল ॥ তার পরে ছব্‌জা ফল যতেক তুড়িয়া। আপনারকোমরেতেলিলেক বান্ধিয়া॥পরেতেলইল লাকড়ি লাঠি বরাবর। ভাঙ্গিয়া লইল মর্দ্দ সোন মমাচার ॥ ফেরকত ছাল লিলি টুপির লাগিয়া । আরথোড়া পাতা লিয়া চলিলউড়িয়া ॥ কতদিন পরে সেই জঙ্গল থাকিয়া। বাহির হইয়া দেখে নজর করিয়া ॥ আবাদির নেসান যে পাইল দেখিতে। নোকদার এক লাকড়ি লইয়া হাতেতে আপনার রান মর্দ্দ আপনি চিরিয়া । সাপের মোহরা তার বিচেতে রাখিয়া ॥ সে গাছের পাতা দিল জখম পরেতে। আরাম হইল তবে দেখিতে দেখিতে॥

তাজল মুল্লুক এক হাওজের কেনারে পৌছে ও হাওজে ডুবদিয়া ছুরত তবদিল হইবার বয়ান।

পয়ার। এই রূপে সাহাজাদা খোদায় ভাবিয়া। ময়দানে চলিয়া দেখেকত দূরেগিয়া॥ দেখিল হাওজএক ছঙ্গ মর মরের। সেই খানে পৌছে গিয়া খোসাল খাতের ॥ বহুত ফুলের গাছ হাওজ কেনারে। রঙ্গ বরঙ্গ ফুল ফুটে আছে সোভা করে॥ ছায়াদার গাছ দেখে বসিল সেথায়। ঠাণ্ডা২ বাতাসেতে শুয়ে নিদ্রা জায় ॥ কতক্ষন পরে মর্দ্দ চেতন পাইয়া ॥ পানির ছাফাই দেখে খোসাল হইয়া ॥ টুপি আর আসা রেখে দরক্তের নিচে। হাওজে নামিয়া গোতা দিল পানিবিচে ॥ পানিহৈতে ছেরজবে বাহিরকরিল। হাওজ ও গাছকিছু

দেখিতে না পাইল ॥ দেখে এক সহরের নিকটে পৌছিয়া। আপনার অঙ্গ মর্দ্দ দেখে তাকাইয়া ॥ পুরুষের আলামত কিছু নাহি আর ঠিক ঠাক হইয়াছে আওরত আকার ॥ বুকেতে যুগল কুচ দেখিবারে পায়। আলামত মরদের কিছু নাহি তায় ॥ তাজল মুলুক দেখে ঘাবরাইয়া গেল। ছবর বিহনে কিছু চারা না দেখিল ॥ ছবর করিল সাহা দেলের বিচেতে। সরমেন্দা হইয়া বসে রহে এক ভিতে ॥ ইতি মধ্যে এক জওয়ান পৌছিল সেথায়। বসিয়া আওরত এক দেখিবারে পায় ॥ হাছিন ছুরত বিবী হুর বরাবর। নবীন যৌবনি অতি দেখিতে শুন্দর দেখিয়া বিবিকে মস্ত হইয়া দেলেতে। বিবীর নিকটে সেহ লাগিল পুছিতে ॥ কিবা ঘটিয়াছে বিবী তোমারউপরে। একেলা বসিয়া কেন ময়দান মাঝারে ॥ তাজল মুলুক বলে সোনহ জওয়ান। আমার দুক্ষের কথা করি যে বয়ান ॥ বাপমেরা ছিল এক নামি ছওদাগর। একবেটী মাত্র আমিআছিনু তাহার ॥ জেথা জায় সেথা সাতেলিয়া জায় মোরে কল্য এসে ছিল এই ময়দান উপরে ॥ আধা রাত্র গত হৈয়া গেল যে সময়েতে। তস্কর পড়িল এসে কাফেলা বিচেতে ॥ কাফেলার লোক জনে ডালিল মারিয়া। মাল মাত্তা যত ছিল লিলেক লুটীয়া ॥ কত লোক পলাইল জানের ভয়েতে। বাবাজান গেল মারা ডাকুর হাতে। একা মাত্র আমিবেঁচে রইয়াছিএখানে। পথঘাট নাহিচিনি জাইকোন খানে ॥ থাকিবার স্থান নাহি কোন খানে জাই। চলিতে তাকত নাহি ভাবি আমি তাই ॥ জওয়ান কহিল বিবী কহি যে তোমারে। খুসিহালে যদি তুমি রাজি হও মোরে ॥ তবেত আমার ঘরে লিয়া তুঝে জাই। ঘরের মালেক মেরা তোমাকে বানাই ॥ জওয়ান এ কথা যদি বিবীকে কহিল। লাচার হইয়া তারে কবুল করিল ॥ জওয়ানে দেখিয়া তবে বিবির দেলেতে। সাহওত গালেব হৈল চলে সাতেসাতে ॥ জব্দ হওয়া বিনে কোন চারা না দেখিল। আজব কারখানা দেখে তাজ্জব হইল কভুহাঁসে কভুকান্দে দুক্ষিতঅন্তরে। আরম্ভিল এইন বেহাগের সুরে

রাগিনী বেহাগ তাল আড়া।

বিধীর মহিমা যত কে পারে বুঝিতে বলো।
খণ্ডাইতে কেবা পারে অদৃষ্টেরি ফলা ফল ॥
সুখ আসা কোরে মোনে, এসে ছিলাম পরিস্থানে,
সে সুখ দুরেতে থাকুক দুঃখ সাগরে ডুবতে হলো ॥

মোন দুঃখে মরি মরি, এখন কি উপায় করি,
পুরুষ হইয়ে নারী, কর্ম্ম দোশে হতো হলো ॥

পয়ার। এই গান গাইয়ে অতি দুক্ষিত মোনেতে। জওানের সঙ্গে সঙ্গে লাগিলা জাইতে ॥ জওানের বাড়ি গিয়া সেখানে রহিল। খোদার কোদরতে তার হামেল হইল ॥ ক্রমে২ নও মাস গত হইয়া গেল। দশম মাসেতে এক ফরজন্দ জন্মিল ॥ চল্লিস দিবস হৈল গত যে সময়েতে। গোছল করিতে গেল এক হাওজেতে ॥ হাওজেতে গিয়া গোতা মারিল জখন। দুছরা ঘাটেতে গিয়া উঠিল তখন ॥ পানি হৈতে উঠে তবে দেখে তাকাইয়া। আওরত ছুরতছবি গেছে বদলিয়া ॥ হৈয়াছে হাবসির এক জওান আকার। খোদার দরগায় করে সোকর হাজার ॥ আসলছুরত যদি নাহি মিলিয়াছে। আওরতের ছুরত বদল হৈয়াছে ॥ দেলে২ এই রুপ খেয়ালেতে ছিল। আচানক নারী এক আসিয়া পৌছিল ॥ হাবশীন আওরত সেই সোন সমাচার বিকট আকৃতি তার দেখে চমৎকার ॥ উপরের ঠোঁট লাগিয়াছে নাক সাতে। পড়েছে নিচের ঠোঁট লটকিয়া নিচেতে ॥ দুই স্তন রান তক পড়েছে ঝুলিয়া। চাটিতে২ ঠোঁট পৌছিল আসিয়া ॥ গজব করিয়া কহে সাহ জাদার তরে। তিন রোজ গায়েব তুমি কিসের খাতেরে ॥ তালাস করিয়া আমি ফিরি স্থানে২। পলাইয়া আছ তুমি আসিয়া এখানে ॥ লাড়কা বালা কাতর যে ভুকের জালাতে। পেরেসান আছি আমি তোমার জন্যেতে ॥ যা হবার হৈয়া গেছে সোন কহি তুঝে। তিন দিনের লাকড়ি কেটে এনে দেহ মুঝে ॥ সাহাজাদা এই কথা কানেতে শুনিয়া। আছমান তরফ তবে মুখ ওঠাইয়া ॥ কহিতে লাগিল আয় পরওার দেগার। রাখিবে এ আজাবেতে কত দিন আর ॥ এক দেয়ের হাত হৈতে ছুটিয়া আইনু। দুছরা দেয়ের হাতে আসিয়া পড়িনু এই রুপে কহে কত দেলের বিচেতে। বদজাত হাবসিনী তবে ধরিয়া হাতেতে ॥ খেচিয়া লইয়া গেল ঘরেতে তাহার। লাড়কা বালা ঘেরে এসে যত ছিল তার ॥ লাড়কা সবে বলে বাবা মোদের জন্যেতে। আনিয়াছ কিবা চিজ দেহনা খাইতে ॥ তাজল মুলুক জবে এয়ছাই শুনিল। অবাক হইয়া মর্দ্দ চাহিয়া রহিল ॥ বদজাত হাবসিনী তবে কুড়ালি আনিয়া। তাজুল মুলুকের হাতে দিলেক শুপিয়া ॥ কহিতে লাগিল জাহ জঙ্গলে চলিয়া। তিন দিনের আন্দাজ লাকড়ি আন গিয়া ॥ সাহাজাদা এ ফোরছতে সোকর করিয়া। জঙ্গলের বিচে চলে

কুড়ালি লইয়া ॥ এই সব আজায়েব তেলেছমাত দেখি। দেলে দেলে কহে এয়ছা হৈয়া মোন দুঃখি ॥ দুই বার দিনু গোতা ছুরত বদলিল তিছরা ডুব দিয়া দেখি ফলে কিবা ফল ॥ এই কথা দেলেং মছলত করিয়া। এক হাওজ কেনারেতে পৌছিল জাইয়া ॥ বেছমেল্লা বলিয়া গোতা মারিল জখন। পানি হৈতে তুলে ছের দেখিল তখন ॥ প্রথমেতে জেই ঘাটে ডুব দিয়া ছিল। আসলছুরত হৈয়া সে ঘাটে উঠিল নজর করিয়া তবে পাইল দেখিতে। লাঠী টুপি ধরা আছে গাছের নিচেতে ॥ আসল ছুরত আর লাঠি টুপি পাইয়া। আপনা দেলের বিচে খোসাল হইয়া ॥ হাজার সোকর করে দরগায় খোদার। সকলি করিতে পার তুমি করতার ॥ বেমানন্দ বে মেছাল জলিল জব্বার। অপার মহিমা তোর বোঝে সাদ্ধ কার ॥ এই রূপে কত শত করিয়া সোকর দেলেতে মছলত করে এমন প্রকার ॥ আর কোন হাওজেতে ডুব নাহি দিব। বরং পানির বিচে হাত না ডালিব ॥ এইরূপে আপনার দেলেতে করিয়া। লাঠি হাতে লিয়া আর টুপি ছেরে দিয়া ॥ পশ্চিম তরফে তবে উড়িয়া চলিল। জমিন উপরে আর পাও না রাখিল ॥ সায়ের কহিছে এবে সোন সবে ভাই। ত্রিপদী ছন্দেতে আর কিছু লিখে জাই ॥ পয়ার ছন্দেতে যত এসেছি লিখিয়া। ত্রিপদী লিখি যে এবে পয়ার ছাড়িয়া

তাজুল মুলুক হেরা পাহাড়ের দেওর মোকামে পৌছে ও বকাওলীর চাচারা বহিন রুহআফজার সঙ্গে মোলাকাত হইবার বয়ান।

ত্রিপদী লাঠি হাতে টুপি ছেরে, জায় চলে সন্যভরে, ছজ্জা ফুলের কুণ্ডতে উড়িয়া। পশ্চিমের তরফেতে, নাহি নাবে জমিনেতে, পৌছে এক পাহাড়ে জাইয়া ॥ ভারি যে পাহাড় সেই, তাহার বয়ান কই, কোহকাফ নিকটেতে তার। জমিনের বরাবর, সোন হকিকত তার, সেই যে পাহাড়ের উপর ॥ এক যে মোকান আছে, পাথরেতে বানাইছে, পৌছিলেক সেখানে জাইয়া। কাহার মকান এই, দরিয়াপ্ত করা চাই, এয়ছা দেলে খেয়াল করিয়া ॥ সে ঘরের বিচে গিয়া চারিদিগে বেড়াইয়া, দেখে নাহি লোকের গোজরান। সেখানেতে এক জনে, নাহি দেখে কোনস্থানে, দেলে দেলে হৈল পেরেসান ॥ কাহার মকান এই, লোক জোন কেহ নাই, পুছি কারে খবর এহার। এয়ছাই ভাবিয়ে দেলে, কত দুরে জায় চলে, পৌছে এক কোঠার মাঝার ॥ সেখানেতে গেল জবে, আওয়াজ শুনিল তবে, কান্দে কেহু হৈয়া

জারে জার। দর্দ্দ নাগ আওাজ শুনে, গেল চলে সেইখানে, দেখে এক পালঙ্ক উপর ॥ মাহ রোখ এক বিবী, উত্তম ছুরত ছবি, বেহেশ্তের হুর বরাবর। কাতরেতে কান্দে জোরে, অতি সে বিনয় করে, শুনে দেল বাদসা জাদার ॥ মোম হোয়ে গলে গেল, ছেরপরে টুপি ছিল, ওতারিয়া টুপি ছের হৈতে। জাইয়া বিবির কাছে, সিরিনী জবানে পোছে, কহ বিবী কিসের জন্যেতে ॥ এ হেন যৌবন কালে, আপনা আসকে ফেলে বিরহবিচ্ছেদ সাগরেতে। একেলা এখানে আসি, কান্দিতেছ তুমি বসি দুঃক্ষ দিয়া আসক পরেতে ॥ বিচ্ছেদের তীর তার, মারিয়া বুকের পর, আছ বসে এক কেনারায়। সে বিষের জলনেতে, সে বেচারা সেখানেতে, করিতেছে সদা হায় হায় ॥ এই সব কথা যদি, শুনিলেক পরি যদি, লাজে অতি লজ্জিত হইল। কাপড়ের আঁচল তার, দিয়া যে মুখের পর, সাহাজাদায় কহিতে লাগিল ॥ আরে তুমি কোন জন, এখানেতে কি কারন, আসিয়াছ জান হারাইতে। আপনার মউতেতে, আনিয়াছে এখানেতে; ডালিতে যে আজরাইল হাতে ॥ আপনার ভালা চাও, হেথা হৈতে চলে জাও, আপনার জান বাচাইয়া। সাহাজাদা এহা শুনে কহিল যে তৎক্ষনে, ডর দেখাও কিসের লাগিয়া ॥ না করি জানের ভয়, কহি তোমারে নিশ্চয়, যদি ইচ্ছা হয়ত এখনি। আছি হাজের হুজুরেতে, মার মুঝে জান হৈতে, মোন সাদ মেটাও আপনি ॥ আর যদি দুষ্মনের, ডর দেখাও মুঝে ফের, নাহি ডরি দুষ্মন হইতে। না করি দুষ্মনের ভয়, দেহ তুমি পরিচয়, কান্দ তুমি কিসের জন্যেতে ॥ কহে তবে পরি জাদি, আমাকে পুছিলে যদি, কহিতবে তার বিবরণ। যে কারনে কান্দি আমি, কহি তাহা শুন তুমি, লাগাইয়া আপনার মন ॥ মজাফ্‌ফের সাহা নাম, জজিরা ফেরদৌছে ধাম, বাদসাহা জান সেথাকার। পরির ছরদার সেই, তার তুল্য কেহ নাই, বটে তিনি বাদসা নামদার ॥ তাহার যে বেটি আমি, নিশ্চয় জানিবে তুমি, রু আফজা নাম যে আমার ॥ গোলেস্তান এরেমেতে, চাচার যে মকানেতে, গিয়াছিলাম স্নান সমাচার ॥ বকাওলী নামে বিবী, উত্তম ছুরত ছবি, চাচার সে বহিন আমার। কিছু সে বিমার ছিল, তাহাকে দেখিতে হৈল, গেনু তার দেখিতে দিদার ॥ আসিতে যে সেথা হৈতে, একেলা পাইয়া পথে, দেও এক জোরেতে ধরিয়া। কয়েদ করিয়া মোরে, এনে রাখে এই ঘরে, আছি হেথা কয়েদ হইয়া ॥ মিলীতে খাহেস রাখে, ভাগি আমি তারে দেখে, একারনে আমার উপরে। বহুত জুলুম করে, হর-

রোজ মোর পরে, দুক্ষ দেয় নানান প্রকারে ॥ রু আফজা সাহাজাদী,
এরূপ কহিল যদি, সাহাজাদা পুছিল তাহায়। চাচারা বহিনে তেরা
কি বিমারি হলো বুরা, প্রকাশিয়া কহ আমায় ॥ রু আফজা কহেন
তারে, এক আদম জাত পরে, আসক সে বিবী দেখ হয়। বহুত মুদ্দত
পরে, হাজার মেহনত করে, সেহি আদম জাদাকে সে পায় ॥ সমায়ের
গরদেশেতে, হারায় সে আদম জাতে, আপনার কপালের গুনে।
তাহার বিচ্ছেদানলে, দিবা নিশী মরে জলে, সদা ধারা বহে দু'নয়নে
তাহার সে হাল দেখি, মাতা পিতা হৈয়া দুক্ষি, হামেহাল বহুতবুঝায়
কিছু না প্রবোধ মানে, ধারা বহে দু নয়নে, রাত্র দিন করে হায় হায়
পিতা মাতা দোহে তার, চারা নাহি দেখে আর, জিঞ্জির দিয়াছে হাত
পায়। সোনার বরন ছিল, সোগেতে শুখায়ে গেল, আহার আর নিদ্রা
নাহি তায় ॥ সাহাজাদা এত শুনে, বহুত দুক্ষিত মনে; দম ছরদ
ডালিল তখনে। রঙ্গ বদলিয়া গেল, চেহরা মলিন হৈল, রু আফজা
ভাবে মোনে মনে ॥ গরমির ছববেতে, এয়ছা হাল হলো তাতে,
রু আফজা যে পুছিল তাহারে। সোন২ মেহের বান, এয়ছা হাল কি
কারণ, হলো তেরা কহনা আমারে ॥ তাজল মুলুক শুনে, দুক্ষিত
হইয়া মনে, কহিতে লাগিল রু আফজারে। শুন বিবী জান কই, আমি
সে আদম হই, বকালওী আসক জার পরে ॥ সে সেখানে বন্দ আছে
বিচ্ছেদেতে জলিতেছে, এখানেতে মরিতেছি আমি। পাহাড় জঙ্গলে
ফিরি, সদা হায়২ করি, কহিলাম সোন বিবী তুমি ॥ রু আফজা এহাল
শুনে, তাজ্জব হইয়া মনে, সাহ জাদায় লাগিল কহিতে। খোদা
যদি মেহের কোরে, খালাসকরিত মোরে, মেলাইতামদোহারতরেতে
তাজল মুলুক শুনে, কহিলেক তৎক্ষনে, আর কেবা পারে যে রাখিতে
কিন্তু এক কথা এই, হাতিয়ার সঙ্গে নাই, লড়িতে হইল খালি হাতে
রু আফজা তাহা শুনে, দেখাইল তৎক্ষনে, দেয়ের যেথা ছিল হাতি-
য়ার। সাহাজাদা সেথা গিয়া, ভালা এক তেগলিয়া, আইল রু আফজা
বরাবর ॥ হাতে পায়ে বেড়ি ছিল, আসা তাতেছোওাইল, সেই ঘড়ি
পড়িল খসিয়া। তাজলমুলুক বলে, চলো এবে খুসি হালে, জেথা জাবে
সেথা জার লিয়া ॥ রু আফজা এহা শুনে, অতিশয় খুসি মনে, জজিরা
ফেরদৌছে জেতে চায়। অধিন সায়ের তবে, ত্রিপদী ছাড়িয়া এবে
পয়ার ছন্দেতে রস গায় ॥

ছেয়া পাক্কার দেওয়ের সঙ্গে তাজল মুলুকের

লড়াই হয় ও দেও গনকে মারিয়া রুহ আফজাকে জজিরা ফেরদৌছে লইয়া জাইবার বয়ান।

পয়ার। তাজল মুলুক রুহ আফজাকে লইয়া। জজিরা ফের-দৌছে জায় রওানা হইয়া॥ ঘর হৈতে দোহে জবে বাহিরে আইল ভয়ানক আওাজ এক শুনিতে পাইল॥ রুহ আফজা কহে তবে সোন নামদার। আসিতেছে দেখ ওই দেও দুরাচার॥ আপনা হইতে তুমি হও হুসিয়ার।পাছেনাকিদেয়দুখদেও দুরাচার॥ এহা শুনেসাহাজাদা বগল হইতে। টুপি নেকালিয়া দিল রুহ আফজার হাতে॥ দেওয়ের তরফ তবে মতওাজ্জা হইল। দেখিতে দেখিতে দেও আসিয়া পঁও-ছিল॥ তাজল মুলুক সেই দেওকে দেখিয়া। কহিতে লাগিল অতি গজব করিয়া॥ খবর দার হুসিয়ার নাবাড় আগেতে। পাঠাইয়া দিব তুঝে জহ্মের ঘরেতে॥ তলওার মারিয়া দিব ছের ওড়াইয়া। ভালচাহ হেথা হৈতে জাহনা ফিরিয়া॥ একথা শুনিয়া দেও গর্জ্জিয়া উঠিল। বিজলীর মত দেও ধাইয়া আইল॥ কহিতে লাগিল দেও গোস্বায় জলিয়া। মরিতে আইলে তুই দেখিনু বুঝিয়া॥ আজব তামাসার কথা শুনিবারে পাই। চেঙটি চাহে হাতি সাতে করিতে লড়াই॥ ছাগল হইয়া বাদ রাখ বাঘ সাতে। বামন হইয়া চাহ চাঁদকে ধরিতে॥ এক তামাচায় জাবি কুকাফে উড়িয়া। টোকরা২হৈয়া এবে জাইবে মিলিয়া আমাকে সরম হয় এই যে কথাতে। মাক্ষিকেমারিয়া হাতে লহু লাগা-ইতে॥ যে হাতের তামাচা না সহে পাহাড়েতে। এক মুষ্টী খাক পরে মারি কি ছুরাতে॥ যে হউক মাশুকমেরা দিয়া যে আমায়। আপনার রাহা লেহ যেথা জিউচায়॥ তাজলমুলুক তবে একথা শুনিল। আগহেন জলেউঠে কহিতে লাগিল॥ শুনরে মরদুদ এয়ছা তাকত তোমার রুহ আফজাকে মাশুক কহ যে আপনার॥ কি করি খোদার ডর দেলে আপনার। নহে কাটীতুন তবে জবান তোমার॥ সাহ জাদার মুখে দেও এয়ছাই শুনিয়া। সের নর মত এয়ছা উঠিল গর্জ্জিয়া॥ সওমনি এক টোকরা পাথর তুলিয়া। তাজল মুলুক পরে মারিল ফেকিয়া॥ তাজল মুলুক তাহা দেখিয়া নজরে। ছক্কা ফলের জোরে হাওা পরে ওড়ে॥ ছেরাজল করতুবের আসা লিয়া হাতে। দেয়ের গর দান পরে মারিল জোরেতে॥ এমন জোরেতে আসা মারে দেও পরে। তামাম অজুদ তার কাঁপে থরে থরে॥ সাহাজাদা কহে তুঝে রহম করিয়া। এবার দিলাম আমি তোমাকে ছাড়িয়া॥ দেখে দেও আদম-

যে বড়া জোরধরে। বহুতজোরেতে তবে এক চিখমারে॥সেইচিখস্নুনে তবেযতদেওগন। হাজারং চলে আইলতখন॥ গাওছের ফিলতন যত দেও ছিল। সাহ জাদার চারি দিগে আসিয়া ঘিরিল॥ তাজল মুলুক তবে খোদায়ভাবিয়া। কেরামতি আ[illegible]মারে দেওকেতুলিয়া। বেছ-মেল্লা বলিআসা মারেজোর ঘাড়ে। একেবারে পৌছে সেহ গিয়া জোম ঘরে॥ ছজ্জা ফলের জোরে হাওাতে উড়িয়া। সন্য হৈতে তেগ মারে জোরেতে খেচিয়া॥ এয়সা জোরে মারে তেগ দেও গন পরে। এক চোটে সত সত গেরে জমি পরে॥ কলার বাগান হেনো কাটিয়া চলিল। লহুতে ময়দান ছারা ডুবিয়া যে গেল॥ এত দেও সাহাজাদা ডালিল মারিয়া। সেই যে ময়দান গেল লহুতে ভরিয়া॥ বাকি যত দেও ছিল ডরে ডরাইয়া। ভাগিয়া চলিল সবে জান বাচাইয়া। ময়-দান হইল খালি ভাগে দেওগন। তাজলমুলুকে ফতে দিল নিরাঞ্জন তাজল মুলুক একা লড়িভেং। বেহোস হইয়া গেরে জমিন পরেতে॥ রু আফজা দেখে তাহা দৌড়িয়া আইল। টুপি ওতারিয়া তার ছের পরে দিল॥ আপনার হাত বিবি তাহার ছিনাতে। ফিরাতেং হোস হইল পশ্চাতে॥ রু আফজা সাহাজাদার জওা মর্দ্দি পরে। হাজারং তারিফ লাগে করিবারে॥ সাহাজাদা তার পরে উঠে খাড়া হৈল। জজিরা ফেরদৌছ পানে রওানা হইল॥ দুইজনে হাওা পরে চলিল উড়িয়া। সহর কেনারে তবে পৌছিল জাইয়া॥ রু আফজা পরি এক বাগ বিচে গেল। রু আফজা বলিয়া নাম সে বাগের ছিল॥ তাজল মুলুকেসেইবাগানে রাখিয়া। পিতা মাতার নিকটেতেপৌছিল জাইয়া পিতা মাতা দেখেতারে খোসাল হইল। মাতারসিন্দুক জেন কাঙ্গালে পাইল॥ ছেরেমুখে বোছা দিয়া ছাতিলাগাইয়া। পেয়ারকরিল অতি কোলে বসাইয়া॥ গোজেস্তা তামামকথা লাগিলপুছিতে। রুআফজা একেং লাগিল কহিতে॥ দেও ছেতম গারে যত জুলুম করিল। তাজল মুলুক জেয়ছা সেখানেতে গেল॥ জওা মর্দ্দি করে জেয়ছা লড়ে দেও সাতে। মারিয়া তামাম দেও পাইল যে ফতে॥ দেয়ের কয়েদ হৈতে আনে ছোড়াইয়া। একে একে সব কথা দিল সুনাইয়া॥ সাহ জাদার বহুতর তারিফ করিল। বকাওলীর আসক এই তাহানা কহিল॥ মস্তাকুকের সাহা শুনে খোসাল হইয়া। তাজলমুলুক যেথা পৌছিল জাইয়া॥ সোকর এহছানিতার বহুতকরিল। খাতেরকরিয়া অতি কাছে বসাইল॥ নুতন মছনন্দ আনি দিল বিছাইয়া। পরি গনে

কহিলেক খেদমত লাগিয়া ॥ পরিগন তরে তবে খেদমত কারনে। মতাইন কোরে সাহা আইল নিজস্থানে ॥ পরি গন সেখানেতে রহিল খেদমতে। রঙ্গ বরঙ্গ খানা আর মেওা ভাতে ভাতে ॥ তাজল মুলুকে এনে খেলায় সকলে। সাহজর্দা রহে সেখা অতি খুসিহালে ॥ সায়ের কহিছে ভাই সোন সর্ব্বজন। বকাওলীর কথা কিছু লিখি যে এখন ॥

মজাফফেরর সাহা ফিরোজ সাহার নিকট রু আফজার পৌছান সংবাদ লেখে ও জমিলা খাতুন বকাওলী সহ জজিরা ফেরদৌছে জাইবার বয়ান ঃ

পয়ার। মজাফফের সাহা ফিরোজ সাহাকে তখন। রু আফজা পৌছিল ঘরে লিখিল লিখন ॥ ফিরোজ সাহা যদি লেখন পাইল। পড়িয়া মজমুন তার খোসালহইল। জমিলা খাতুনেসাহা তখনি ডাকিয়া। রুআফজার খবরযে দিলসোনাইয়া॥তারপরে কহেসাহাজমিলা খাতুনে।মোলাকাত করি আইস রু আফজার সনে॥ একহা শুনিয়া বিবিসেখানেচলিল। বকাওলীপরিতার খবরপাইল ॥ কহিতেলাগিল বিবি মায়েরকাছেতে। আমিও জাইবসেথাতোমার সঙ্গেতে ॥জমিলা খাতুন শুনে খোসাল হইয়া। হাত পায় বেড়ি ছিল দিলেক কাটিয়া বকাওলী তরে বিবি সঙ্গেতে লইয়া। জজিরা ফেরদৌছে দোন চলিল উডিয়া ॥ মজাফফের সাহা যদি খবর পাইল। আগু বাড়াইয়া লিতে বেটিকেভেজিল ॥ রু আফজা এসেতবে রাহেরবিচেতে। মোলাকাত করে আসি দেল খোসালিতে॥ ছালাম তছলিম করে চাচিকে জাইয়া জমিলা খাতুনলিল ছাতিলাগাইয়া॥ পেয়ারকরিয়া ছেরে মুখে পোছা দিল। হাল হকিকত যত কহিতেলাগিল ॥ রু আফজা যতকথা কহিয়া সুনায়। তার পর দোহাকারেসঙ্গেলিয়া জায় ॥ রু আফজা বকাওলীর কাছেতে জাইয়া। গলায় গলায় মেলে খোসাল হইয়া ॥ তার পরে রু আফজা হাসিতে২। বকাওলীর কানে কানে লাগিল কহিতে ॥ সোন বুয়া তোমার যে মোবারক হৈল। মোন চোরা হাকিম তেরা আসিয়া পৌছিল ॥ মন মতে নরজ তেরা খুব দেখাইও। মিলন সরবত তারে খুব পেলাইও ॥ এ কথা শুনিয়া বিবি মায়ের ডরেতে লাজ ভয়ে কিছু নাহি পারিল পুছিতে ॥ কিন্তু বকাওলী কিছু চিন্তায় রহিল। কিছু গম কিছু খুসি দেলেতে হইল ॥ রু আফজা দুই জনে আনিল মোকানে। বাদসা হোচ্ছেন আরা খোসালিত মনে ॥ গলায় গলায় ধরে মেলা মিলী করে। সমাদরেবসাইল মছনদউপরে ॥ বসিয়া

বিছানা পরে খোসাল অন্তরে। হাল পুরছি তুই লাগে দিগে হইবারে ॥ রুআফজার রেহাইর কথাও হইল। অন্য রকমেতে তাহা শুনাইয়া দিল সেদিন জমিলা খাতুন থাকিয়া সেথায়। তার পর দিন বিবি নিজস্থানে জায় ॥ রুআফজা কহে তবে চাচির কাছেতে। আমার আরজ এই কহি জনাবেতে ॥ আমার দেলেতে সাদ হয় এই মোতে। বকাওলি থোড়া দিন থাকে এখানেতে ॥ এখানে থাকিলে তার দেলের গোবার। দুর হৈতে পারে সব ফজলে খোদার ॥ জমিলা খাতুন শুনে সিকার পাইল হগ্গা রোজের মেয়াদে রেখে তারে গেল ॥ জমিলা খাতুন জদি সেথা হৈতে গেল। বকাওলি রুআফজার কাছেতে রহিল ॥ দু বহিন এক সাতে রহে খোসালিতে।নানা রূপে হাসি ঠাট্টা লাগিল করিতে ॥ ছলে২ কথা তবে দোহে আরম্ভিল। তাজল্ল মুল্লুকের কথা কহিতে লাগিল ॥ বিচ্ছেদানলে জেয়ছা হতেছো দাহন। হায় হায় করো বসে সদা সর্ব্বক্ষন॥ বকাওলি এহা সুনে সরম পাইয়া। লাজেতে রহিল ছের নিচেতে করিল ॥ তার পরে গোশ্বা হৈয়া লগিল কহিতে। সোন বুও এয়ছা হাসি না পারি সহিতে॥ জেই সব হাল গোজারিল তোমা পরে। সেই সব কথা উলটা কহিছ আমারে ॥দেয়ের উপরে দেললে- গেছে তোমার। নাহি পারো ভুলিতে জে মহব্বত তার ॥ জে হওক বেহুদা কথা কহো জদি তুমি। ছোলেমান নবির কছম করি আমি ॥ এখনি চলিয়া আমি হেথা হৈতে জাব । জেন্দেগী থাকিতে আর কভু না আসিব ॥ বলো দেখি সামা আর পতঙ্গের সাত । নেছবত্ত কি রাখে কহো আমার কাছেতে ॥ ফুলের নেছবত কিবা বুল বুলের সাতে।দেখিলে সে পড়ে এসে ফুলের পরেতে॥ কোথা আদমকোথা পরি কেমন করিয়া। মেলন হইতে পারে কহো বোঝাইয়া ॥ নাহক গোমান ঝুট করিয়া মোনেতে। বেহুদা কালাম কর আমার কাছেতে রু আফজা দেখে জদি না পড়ে ধোকাতে। অন্য ভাবে কথা ফের লাগীল কহিতে ॥ ঠিক কথা কহিয়াছ সোন বুও তুমি। খেয়াল করিয়া খুব দেখিলাম আমি ॥ পতঙ্গ আসিয়া আপে সামার উপরে। আপনি পিরিয়া শেষে মরে জোলে পুড়ে ॥ বুল বুল আপনা হৈতে আপনি আসিয়া। গোলের উপরে গেরে নাচিয়া২ ॥ শামা ও গোলের দেখো দোষ কিবা এতে। আপনি আসিয়া তারা গেরে নিজহৈতে ॥এই রূপ কথা জদি রুআফজা কহিল। আতস গজব তার ঠাণ্ডা হৈয়া গেল ॥

গোলে বকাওলী. দাহারীয়া ।

বকাওলির হাত তবে রু আফজা ধরিয়া। বাগান বিচেতে গেল ছায়ের লাগিয়া॥ ফিরিতে লাগিল দোহে বাগান বিচেতে। ইতি মধ্যে আওাজ এক পাইল শুনিতে॥ দর্দ্দ নাগ আওাজ জদি বকাওলি সোনে। রু আফজার তরে বিবি পোছে তৎক্ষনে॥ কাহার আওাজ এই পাই শুনি বারে। রুআফজা কহে তবে বকাওলির তরে॥ নতুন এক শেকার আমি এনেছি ধরিয়া। চলো না আওাজ তার শুনি সেতা গীয়া॥ এহা বলি বকাওলির ধরিয়া হাতেতে। সাহা জাদা ছিল জেথা গেল সেখানেতে রুআফজার ও বকাওলি জবে সেথা গেল। শা জাদার ছামনেতে দোহে খাড়া হৈল॥ দোহাকার চক্ষে চক্ষু মিলিল জখন। দোহে দোহাকার খুব চিনিল তখন॥ আসক আগুন দোহার উঠিল জলিয়া। লাজ ভয়ের পর্দ্দা দিল দোহেতে ফাড়িয়া॥ সাহা জাদা একে বারে বেহোস হইয়া বকাওলির গলে তবে ধরিল আসিয়া॥ বকাওলি দিয়া হাত গলে শা জাদার কান্দিতে লাগিল দোহে হৈয়া জার জার॥ রু আফজা এই সব তামাসা দেখিয়া। ব্যঙ্গছলে কহে কতো হাসীয়া২॥ রুআফজা কহে বুও কহি তুঝে সোনাফুলিগার মঙ্গ। কেয়ছা তুমি নাহি জানো॥ বেগানা মরদের মুখ কভু না দেখিলো। না এর মর্দ্দের তরে রেরে কেনে গলে॥ জার জার কান্দো তুমি কিসের কারনে। ডুবালে চাচার নাম তুমি এত দিনে॥ কলঙ্কের টিকা তুমি কুলেলাগাইলে। পরি সবাকার বিচে মুখ হাসাইলে বকাওলি কহে বুও তুঝে কহি আমি দেলের কথমে মুন ছিটীওনা তুমি তানার নাখোলে আর নাহিক ছিলিবে। ভালাই করিয়া পুনু বদি না করিবে॥ মিলন সরবত তুমি পেলালে জাহায়। মালামত জহর নাহি পেলাও তাহায়॥ আমার ভেদের কথা জতেক আছিল। তোমার কাছেতে সব জাহের হইল॥ এখন তোমার তুমি আমার উপরোজা। হা খুসি তাহা কর যে আসে খাতের॥ হাসি ঠাট্টা দুই জনে বহুত হইল। দুজনার ভেদ জত দুজোনে খুলিল॥ কতো দিন তক বিবি সেথানে থাকিয়া মেলা মিলি করে খুব খোসাল হইয়া॥ বিচ্ছেদ আনলে পোড়া জেমন আছিল। মেলন বারিতে তেয়ছা শীতল হইল॥ জাইবার দীন বকা ওলির পৌছিল। বিচ্ছেদ সাগরে দোহে পতিত হইল॥ তাজল মুল্লক পুর্ব্ববেস বানাইয়া। জার জার কান্দে নর্দ্দ কাতর হইয়া॥ চাহে কি বকাওলি পুর্ব্ববেস ধরে। রুআফজ তার মানা করে বারে বারে॥ খবরদার এয়ছা আর কভু না করিবে। বাওরা হইয়া কাহে জগ হাসাইবে থোড়া দিন রহো আর ছবর করিয়া। খোদা চাহে দুই জোনে দিব মেলা

ইয়া ॥ জুদাইর দিন তেরা আখের হইল। মেলনের দিন এবে আসিয়া পৌছিল ॥ দেল খুলে দুই জনে মিলিবে তখন। থোড়া দিন ছবরেতে রহোনা এখন ॥ মা বাপের কথা মত মদং চলিবে। করমা বরদাস্তি খুব হামেসা করিবে ॥ একথা শুনিল বিবি সেথা হৈতে গেল। আপনার মোকানেতে জাইয়া পৌছিল ॥ পীতা মাতার খেদ মতে রহিল মোদাম। সায়ের লেখিছে এবে সাদির কালাম ॥

রুআফজা আপন মায়ের নিকট বকাওলি ও তাজল মলুকের আসক হওয়ার বিবরণ কহে ও হোছনে আরা জমিলা খাতুনের নিকট জাইয়া বকাওলির কথা কহিবার বয়ান।

পয়ার ॥ বকাওলি পরি জদি নিজস্থানে গেল। রুআফজা গীয়া মায়ের নিকটে বসিল ॥ বসীয়া মায়ের কাছে কথায়২। বকাওলির কথা জত মাতাকে শুনায় ॥ বকাওলি আর তাজল মুলক দোহেতে। দোহে দোহা পরে আসক হৈল জেই মোতে ॥ বিচ্ছেদ আনলে দোহে জলিছে জেমন। হায় হায় করে জেয়ছা দোহে সর্ব্বক্ষন ॥ বয়ান করিয়া তাহা তামাম কহিল। হোছনে আরা শুনে হয়রতে রহিল ॥ কতক্ষণ থাকে বিবি ছের নিচে কোরে। তার পরে হোছনে আরা লাগে কহিবারে জদিচ আদম আর পরির শহিতে। কোনরুপে নেছবত নাপারে হইতে তথাপী তাহার আমি এহছানি কারণ। কোশেশ করিব খুব দিয়া জিও মোন ॥ আমার বেটিকে সেই মেহনত করিয়া। দেয়ের কয়েদ হইতে আনে ছাড়াইয়া ॥ তাহাকেও জোদাইর কয়েদ হইতে। খালাস করিয়া জে মোকছেদে পৌছাইতে ॥ এত বলি হোছনে আরা সেথা হৈতে গেল। নাক্কাস এক জোনে বোলাইয়া লিল ॥ নাক্কাসী কামেতে বড়া হুসিয়ার ছিল। তাহাকে ডাকিয়া বিবি কহিতে লাগিল ॥ এই সাহাজাদার ছবি উঠাইয়া পটে। শীগ্র করি এনে দেহো আমার নিকটে নাক্কাস শুনিয়া এস্তা তেয়ছাই করিল। সাহা জাদার ছবি জেয়ছা ঠিক উঠাইল ॥ আনিয়া সে পটে দিল বিবির হাতেতে। দেখিয়া হইল খুসি দেলের বিচেতে ॥ তার পরে পট লিয়া রওানা হইল। জজিরা এরেম বিবি জাইয়া পৌছিল ॥ জমিলা খাতুন আর ফিরোজ সাহায়। হোছনে আরাকে দেখে খুসি অতি হয় ॥ খুসি খোসালিতে বিবি সেখানে রহিল এই রুপে কিছু দিন গেজারিয়া গেল ॥ এক দিন হোছনে আরা জমিলা খাতুনে। খোসালিতে দুই জনা বসে একস্থানে ॥ নানা স্থানের নানা করম কথা আরম্ভিল ইতি মধ্যে হোছনে আরা কহিতে লাগিল ॥

সোন বুয়া কহি আমি তোমার কাছেতে। বকাওলি পৌছিয়াছে নও
জওানিতে ॥ জওানির সরবরে বাহার তুফানে । ঢেউ খেলিতেছে
দেখো সদা সর্বক্ষনে ॥ পুরা জওানিতে বিবি এখন পৌছিল । সাদি
দেলাইতে তার লাজেম হইল ॥ জমিলা খাতুন বলে সোন বুয়া কই ।
আপনা কওম পরে দেল তার নাই ॥ শুনিয়াছ কিনা তাহা না পারি
কহিতে। দেল লাগাইয়াছে এক আদমের সাতে ॥ তার লাগি দিবা
নিসী থাকে পেরেসান। কেমনেতে দিব সাদি সোনবুবু জান ॥ শুনি-
য়াছ এয়ছা কভু কাহার কাছেতে। এনছানের হয় সাদি পরির সঙ্গেতে
কোন কালে নাহি হয় জে কাজ কখন। কি রূপেতে সেই কাজ করিব
এখন ॥ হোছনে আরা বলে বুয়া সোনে কহি আমি । আদমকে হিণ
জ্ঞান করিতেছ তুমি ॥ আদম আশরাফন্নাছ সবার ছরদার । কুলা
মখলুকাত হৈতে পেয়ারা আল্লার॥এনছানেরে আল্লা জেয়ছা বুজরগী
বখশীল। কোন মখলুকাতে তেয়ছা ফজিলত না দিল ॥ আদমের
তুল্য কেহু হৈয়াছে না হবে। এনছান মখদুম মোরা খাদেম জানি-
বে॥ আজব নছিব যদি খাদেমের সাতে । মোখদুম খাহেস রাখে
আপনা দৌলেতে ॥ এহা হৈতে ভালা কিবা আছে বল আর। বলন্দ
নছিব জান আমা সবাকার ॥ হোছনে আরা পরি যদি এরূপে কহিল
আতস গজব তার ঠাণ্ডা হৈয়া গেল ॥ জমিলা খাতুন শুনে কহিলেক
তারে। এয়ছা বে ওফার কথা না কহো আমারে ॥ তাহাকে জে বেটী
আমি কখন না দিব। দামা দিতে তারে আমি কভু না আনিব॥ হোছনে
আরা বিবি তবে একথা শুনিয়া। তাজল মুল্লুকের ছবি বাহির করিয়া
জমিলাখাতুনের হাতে পট তুলে দিয়া। কহিতে লাগিল তবে বয়ান করিয়া
সরকস্থানের সাহা জাদার তছবির জানিবে । আজতক এয়ছা কেহু
হৈয়াছে না হবে ॥ বরং পরিগন মধ্যে পাওা অতি ভার। আজব ছুরত
দেখো এই সা জাদার ॥ বকাওলির দেহো সাদি সঙ্গেতে এহার। জে-
য়ছা বেটি তেয়ছা দামাদ হবে বরাবর ॥ তছবির দেখিয়া বিবি কবুল
করিল। হোছনে আরার তরে কহিতে লাগিল ॥ কহো বুয়া তারে
আমি কোথায় পাইব। কোন খানে আছে তারে কোথা তালাসিব ॥
হোছনে আরা বলে কিছু চিন্তা না করিবে।আমি এনে দিব তারে বসিয়া
পাইবে ॥ শাদির তৈয়ার তুমি করো এখানেতে। দুলা শাজাইয়া তারে
ফলনা দিনেতে॥এখানে সকলে মিলে পৌছিব আসিয়া। এতেক কহিয়া
বিবি গেল জে চলিয়া ॥ জঙ্গিরাফের দৌছে বিবি জাইয়া পৌছিল ।

খুসির খবর শা জাদায় শোনাইল ॥ মেলনের ভরসা জে দিল শা জাদারে শাদির ছামানা জত লাগে করিবারে ॥ হিনস্থাদ স্বকুর কহে এ বচন। দোহাকারে শাদি দিয়া মেলাই এখন ॥

তাজল মুলুক ও বক্কাওলিকে শাদি হইবার বয়ান ঃ

পয়ার। হেছনে আরা গেল জাঁদ দেসেতে চলিয়া। জমিলা খাতুন বিবি তখনি উঠিয়া ॥ ফি রোজ সাহার কাছে জাইয়া পৌছিল ধীরে২ একে একে কেচ্ছা আরম্ভিল ॥ হেছনে আরা জত কথা কহিল তাহায়। বয়ান করিয়া তাহা সকলি শুনায় ॥ শুনাইয়া সব কথা পট নেকালিয়া। ফি রোজ সাহার হাতে দিল ওঠাইয়া ॥ দেখিয়া সে ছবি সাহা খোসাল হইয়া। ছমনরু পরির হাতে দিলেক শুপিয়া ॥ ছমনরু পরির তরে কহিল এয়ছাই। এমছা জওান আদ্ভতক দেখিতে না পাই আদম জাদ বিচে বরং পরির মধ্যেতে। এমন ছুরত কভু না পাই দেখিতে ॥ সরকস্থানের শা জাদার তছবির জানিবে। বক্কাওলির নিকটেতে জাইয়া দেখাবে ॥ আদমের পরে দেল লেগেছে তাহার। রাজি হৈলে দেই সাদি সঙ্গেতে এহার ॥ ছমনরু পরি যদি এতেক শুনিল। পটসহ বকাওলির নিকটেতে গেল ॥ খুসি হৈয়া পটদিয়া বিবির হাতেতে। জবানি শুনিল জাহা লাগিল কহিতে ॥ পট হাতে লিয়া বিবি লাগিল দেখিতে। নেশা করি দেখে খুব কহে খোসালিতে ॥ মেরা মোন চোরা জেই এই ছবি তার। গওর করিয়া দেখ দেখ আপনার ॥ এত শুনি ছমনরু লাগীল দেখিতে। দেখিয়া শুনিয়া কহে বিবির কাছেতে ঠিক ঠাক এই ছবি সেই শা জাদার। জাহার উপরে দেল লেগেছে তোমার ॥ লেও এবে হাসী খুসি করনা বসিয়া। আপনা এয়ারে বিধি দিল মিলাইয়া ॥ বকাওলি বলে এই যত কার বার। রুআফজা করিয়াছে সোন সমাচার ॥ কওলেতে ছাচ্চা বড়া দেখিনু তাহরে। বড়া গেচের বান সেই আমার উপরে ॥ এত শুনি ছমনরু সেথা হইতে গেল বাদসার হুজুরে গীয়া কহিতে লাগিল ॥ বকাওলি সাহা জাদি কহে এ প্রকারে। পিতা মাতা মালেক জে বেটীর উপরে ॥ পিতা মাতা জাতে রাজি রাজি আমি তাতে। না পারি তাদের বাতে ছের হেলাইতে ॥ তাদের খুসিতে খুসি জানিবে আমার। বেটা বেটি পিতা মাতার ফরমা বরদার ॥ পিতা মাতা ছেয়া দেওয়ে সুখে যদি দেয়। হুর গেলে মান হেন জানিতে জে হয় ॥ এরূপের কথা যদি ছমনরু কহিল। শুনিয়া ফি রোজ সাহা খোসাল হইল ॥ আসমান দওলতে তরব করিল

ফরমান। তৈয়ার করহে সবে সাদীর ছামান ॥ জলুছ তৈয়ার খুব করো ঘরে২ । সাহি মাকানেতে আর সহর বাজারে ॥ উজিরান এ হুকুম জখন শুনিল। সাদির ছামান যত করিতে লাগিল ॥ জলুস তৈয়ার খুব করে ঘরে ঘরে। সাহি মাকানেতে আর সহর বাজারে॥ নাট সালা পেং খানে জতেক আছিল। রৌসনির টাট্টী তাতে লাগাইয়া দিল ॥ দেওাল গীর ফানুস আর বেলওারির ঝাড়। লাখে২ লটকাইল ঘরের মাঝার ॥ ফরাস বানাতি সব বেছাইয়া দিল। জর দুজির কাম যত তাহেতে আছিল ॥ লাল বদখ সানি টাঁকা ফরস উপার । মতির ঝালর গাথা চৌদিকে তাহার ॥ গোরদা কাসি রাখে কাতারে কাতার জর নেগার কাম তাতেদেখিতে বাহার॥ হর কেছম নতুন ফরস বিছা-ইয়া। তাহাতে যে পরি সবে মজলেছ করিয়া ॥ নাচ রঙ্গ গীত বাজা করে সকলেতে।সরাব কাবাব খায় বসে খোসালিতে॥ তামাম দেসেতে সাদির খবর হইল। দেস দেসান্তরি পরি আসিতে লাগিল ॥ দেসে২ হৈতে পরি হাজারে হাজার। আসিতে লাগিল তারা কাতারে কাতার ফি রোজ সাহা তবে পরি সবাকারে। জার যেমছা মরাতেবা বসাইল তারে॥ নানা কেছমের খানা খায় পরি জাত।হর কেছম মেটাই আর মেওা ভাতে ভাত॥ দেসে২ হইতে পরি এতেক আইল।জজিরা এরেমে জাগা খালি না রহিল ॥নাচ রঙ্গ গীত বাজা হয় স্থানে২ । অন্দর বাহিরে খুসি করে জনে জনে ॥ সেথা মজাফ্ফের সাহা খুসি খোসালিতে। সাদির তৈয়ারি করে অতি জতনেতে॥ জজিরা এরেমে জলছা হইল জেমন। জজিরা ফের দৌছে জলুস করিল তেমন ॥ দুই দিগে দুই সাহা কমি কিবা তার। পরির ছরদার তাহে জানিবে সবায়॥ তাহাতে হইতে খুবি পারে কিবা পারে। খেয়াল করিয়া সবে দেখহ অন্তরে ॥ জেই দিবশেতে সাদির তারিখ আছিল।মজাফ্ফের সাহা সবায় হুকুম করিল ভারি ভারি কিম্মতের পোসাগ পরিয়া। সাজ পোসাক করে খুব আরাস্তা হইয়া ॥ লোক লস্কর হাতি ঘোড়া করোহ তৈয়ার। সাজাও মহফা আদী হাজারে হাজার ॥ পরির ছরদার সাদি হুকুম করিল। হুকুম মাফিক সবে তৈয়ার হইল ॥ হোছনে আরা বিবি তবে মহল বিচেতে সাজও ছেঙ্গার করে দেল খোসসিতে॥ খাওাছ আর খেদমত গার জতেক আছিল। তাহা সবাকারে খুব সাজাইয়া লিল॥ তাহার পরেতে নেক ছায়েত বুঝিয়া। তাজল মুল্লুক তরে মহফেলে আনিয়া ॥ জড়াও চৌকিব পরে দিল বসাইয়া সাহানা জড়াও জোড়া দিলো পেন্দাইয়া

জর তুজি জোড়া সেই দেখিতে বাহার। লাল জওাহের গাথা হাজারে হাজার॥ জর নেগার সামলা রাখে ছেরের উপরে।মতি ও ফুলের ছেহরা বান্দে তার পরে॥ নও রতন বাজু পরে দ্বিলেক বান্দিয়া। বড়া তজ-ম্মলের সাতে লিল সাজাইয়া॥ এতেক সাজীদা ছিল রুপের সাগর। সাজ ছেঙ্গারেতে হৈল চান্দ বারবর॥ পরিগন দেখে রুপ হয়রতে কহিল। এনছানেরে আল্লা এয়ছা ছুরত বখসিল॥ তার পারে পরি জাদ ঘোড়া এক এনে। শাজাইল সেই ঘোড়া বহুত জতনে॥ জরির চার জামা দিল ঘোড়ার উপর। মতির ঝালর গাথা চৌদিগে তাহার। জিন লাগাম যত কিছু সকলি সোনার। লাল জওাহের গাথা উপরে তাহার॥ বড়া ধুম ধামের সাতে ঘোড়া সাজাইয়া। তাজল মুলুকে তবে ছওার করিয়া॥ মজাফ্ফের সাহা কয়েক বাদসাকে লইয়া। তাজল মুলক তরে বিচেতে রাখিয়া॥ আমির ওমরাও সবে চলে ডাহিন বাঁয়। আগে২ নওবত নেসান সব জায়॥ হাতি পরে তক্ত রওয়া জায় আগে২। ঘোড় ছওারি লোক যত জায় শেষ ভাগে॥ পলটন ছেপাহি জায় লাখে লখে আর। পেয়াদা কতেক জায় কে করে সোমার॥ বান ও বরছির ঠাট চলে সাতে সাতে। নানান রঙ্গের বাজা বাজাতে২॥ আতস বাজি লাখে লাখে ছাড়িতে লাগিল। বড়া সান শওকাতে জে রওনা হইল॥ জজরি এরেমে যবে জাইয়া পৌছিল। ফি রোজ শাহা তার খবর পাইল॥ আমির ওমরাও আর উজির সবায়। আগু বাড়াইয়া লিতে সবাকে পাঠায়॥ আমিরান সবে আসি সঙ্গে করে লিয়া। মহ ফেল তৈয়ার জেথা পৌছিল জাইয়া॥ ফি রোজ সাহা তবে অতি সমাদরে॥ জার জেয়ছা মেরাতেবা বসাইল তারে॥ নাচ রঙ্গ গান বাজা লাগিল হইতে। বকাওলি তরে এখন হয় সা জাইতে॥ অধিন সায়ের কহে খুসি খোসালিতে। পয়ার ছাড়িয়া কহি ত্রিপদি ছন্দেতে॥

বকাওলির ছেঙ্গারের বয়ান।

ত্রিপদি ছন্দ। পরিগণ যত আসি, বকা ওলির কাছে বসি, করেন ছেঙ্গার খুসি মতে। চন্দন জে দিয়া গায়, মার্জ্জন করিল তায়, খোসালিতে যত পরি জাতে॥ চিরনি করিয়া কেশে, বিউনি গাথিয়া শেষে, বাঁধে খোপা অতি জত্ন কোরে। জরির মোয় বন্দ আনি, যত সব শোহাগিনি, বাধে সেই খোপার উপরে॥ সব চেরাগ গওহর এনে, মোয় বন্দের স্থানে২, দিল গেথে যত পরি জাতে। তার পর সখিগণ,

খোসাল হৈয়া মোন, চক্ষে কাজল দেয় মিশী দাঁতে॥ নথ বুলাক নাকে দিল, তাতে আরো সোভা হলো, ঝুমকা মাছি পাত দিল কানে। এয়া রুন কান ... আর, দিল কুন্নে তার পর, মুড়কি বালি দিল স্থানে২ ॥ শীতা ...ট ছের পরে, বাঁধিল জতন করে, হিরা মতি গাখা তার পরে টিক দানা গলে দিল, তাতে কিবা সোভা হইল, চাঁপকলি তেনারি থরে২ ॥ পাচ নরি সাত নরি আর, দিলে সে গলার পর, তার পরে গজ মতি হার। হাতে চুড় পৌছি বালা, পাচ দানা আর বড়েলা, কঙ্কন যে খালেছ সোনার॥ দুই হাতে বাজু দিল, লাল হিরা জড়াও ছিল, কোমরেতে দিল চন্দ্রহার। পায়েতে পাশুলি আর, মল কড়া তার পর, আর দিল পাওজেব সোনার ॥ কিমখাবের এজার দিল, সঙ্গিয়া কুরতি পরাইল, তার পরে জরির পেসওাজ। রৈসগী চাদর গায়, সনে হরি পাট্টা তায়, নানা রূপে করিলেক সাজ ॥ এমজা রূপে করে সাজ, হুর দেখে পায় লাজ, মাথা তুলে নাহি চাহে আর। মেহদি দিল পায় হাতে, হায় কিবা সোভাতাতে, জুতা পায়জড়া ও সোনার॥ লেবাছ পোসাকে আর, হৈল রূপ চমৎকার, দেখে ভোলে মনি জনার মোন। শশী রবি দেখে তারে, লাজে মাথা হেট করে, পালাইয়া যায় নিজস্থান ॥ পরিগণ সবে দেখি, মোনেতে হইল দুখি, কহে নাহি মোদের ভাগ্যেতে। হিন আব্দু, ল্লকুর তবে, ত্রিপদি ছাড়িয়া এবে, গায় রস পয়ার ছন্দেতে ॥

পয়ার ।

সাজাইয়া সখি গনে সাহা যাদি তরে। জাইয়া খবর দিল বাদ সার হুজুরে ফি রোজ সাহা তার খবর পাইয়া। নেক ছায়েত দেখিয়া যে গুনিয়া পড়িয়া ॥ পরির দস্তুর জেরছা সেথা কার ছিল। সা জাদির সাদি সাহা পড়াইয়া দিল॥ সাদি মোবারক যবে হইল দোহার। মোবারক বাদির হইল সোর সার ॥ অন্দর বাহির আর সহর বাজারে। মোবারক বাদি সবে কহে ঘরে ঘরে ॥ পরিগণ দিল সবে নজর ও নেছার। লাল জওা হের আর মহর সোনার ॥ পান ও সরবত তবে লাগিস বাটিতে। পরিগণ সকলেতে খোসাল দেলেতে ॥ পরেতে দুলায় লিয়া মহল বিচেতে। বসাইল জরির মছলন্দ উপরেতে ॥ দুলার বায়েতে বসায় এনে দোঁহে হানে। জানোনা রছুম জেরহা করে জনে জনে ॥ জানানা দস্তুর জেরছা সেথাকার ছিল। পরিগণ মিলে তাহা সকলি করিল॥ ফি রোজ সাহা তবে দেল খোসালিতে। বড়া এক ঘর সাজাইল জতনেতে ॥ রাত্র ভর বেটি দাগাদ থাকিতে সেথায়। বহুত পরির সাতে সে ঘর সাজায় ॥

দুলা লিয়া দোলে হানে কোলেতে করিয়া। মহাফায় বিচেত্তারে দিল উঠাইয়া॥ দুলা হৈল পরিজাদ ঘোড়ায় ছওার। আমির ওমরাও সবে সাতে চলে তার॥ হাতি ঘোড়া লস্কর চলিল সাতে২। মেরাসিন সবে জায় বাজাতে গাইতে॥ সান সওকতের সাতে পৌছিল জাইয়া। দোলে হানে নাবাইল ছওারি থাকিয়া॥ দুলা দোলে হানে তবে কোলেতে করিয়া। মছনন্দের উপরেতে দিল বসাইয়া॥ সঙ্গের বরাতি সবে ফিরে ঘরে গেল। দুলা দোলে হান সেথা খোসালে রহিল॥ আল্লা২ বলে দিন কাটিতে লাগিল॥ দিবা অবসানে নিসী আসিয়া পৌছিল॥ জার যেই ঘরে সবে গেল সেথা হৈতে। দুলা দোলে হান রইল খেলওত খানাতে॥ পালঙ্গ উপরে গিয়া শুইয়া দোহেতে। লুটিতে লাগিল মজা দোহে খোসালিতে॥

গান তাল এক তালা।

হলো কিবা সুখ, দুরে গেল দুখ, উভয়েতে হলো।
যুগল মিলন। আহা মরি মরি ধরে কুচ গিরী, মন সুখে
করে চুম্বা আলিঙ্গন॥ তাপিত আছিল, শীতল হইল,
প্রেম বারি জবে হৈল বরিসন। সায়ের বলে বটে,
ফুলের নিকটে, বুল বুল নিরব থাকে সে কখন॥

পয়ার। পালঙ্গ উপরে তবে দুজনে শুইয়া। করিতে লাগিল খুসি আপসে মিলিয়া॥ দোহাকার গলা দোহে হাতেতে ধরিয়া। কামে কামাতুর হোয়ে ধরে সামটীয়া॥ গলে২ মুখে২ আর বুকে বুকে কোলে২ লাগাইয়া অতি সু কৌতুকে॥ উরু দেশে উরু দিয়া দোহে দোহাকারে। কামরসে হৈল মত্ত প্রফুল্ল অন্তরে॥ মদন আসিয়া তাতে মদদ করিল। মস্ত হালে দুই জনে লড়িতে লাগিল॥ দোহে জোরে জোরওার লড়িল বিস্তর। ঘামে সোর বর হৈল শরীর দোহার॥ লড়াই ময়দানে খুব লড়িয়া দুজনে। আপসেতে মিল হৈয়া খোসালিত মনে শরীর অবস তবে দু জনার হৈয়া। পালঙ্গ উপরে দোহে রহিল শুইয়া আপসেতে মিলে জুলে খোসাল দেলেতে। গলে গলে ধরে শুইয়া রহে বিছানেতে॥ প্রভাত কালেতে কুকিল ডাকিল জখন। সাহাজাদা উঠে গেল হাম্মামে তখন॥ রু আফজা বিবি তবে গোপন ভাবেতে বকাওলী শুইয়া জেথা গেল সেখানেতে॥ জাইয়া রু আফজা দেখে নজর করিয়া। বকাওলী আছে শুইয়া ঘুমেতে মাতিয়া॥ বিছানেতে

কেশ সব আছে ছড়াইয়া। কপালে সিন্দুর জাহা গিয়াছে মুছিয়া॥ চক্ষের কাজল মিসির চিহ্ন কিছু নাই। কুরতি আঙ্গিয়া খসা পায়-জামা তেয়ছাই॥ পাঁচ আঙ্গুলের দাগ কুচের উপরে। প্রফুল্ল হইয়া আছে অতি সোভা করে॥ দন্তা ঘাতের দাগ গালেতে তাহার। বদ হালে আছে শুয়ে বিছানা উপর॥ এই সব হাল বিবি নজরে দেখিয়া হাঁসিতে লাগিল তবে মুচকিয়া২॥ বকাওলীর গায় হাত দিয়া জাগা-ইল। সশব্যাস্ত হৈয়া বিবী উঠিয়া বসিল॥ রুআফজা কহে তবে হাঁসিয়া২ সেদিন আমাকে তুমি বলে ছিলে বুয়া॥ দেও মক্কারেরমাদারছা কেনা-য়াতে। সরে নেঙডি পড়ে ফাজেল হইয়াছ তাতে॥ আজ তেরা ভাব দেখে বুঝিনু দেলেতে। আজ এয়ারের আগশ মকতবেতে॥ মতলবের কেতাব তুমি খুব যে পড়িলে। নিজেতে পড়িলে আর তারে সেখাইলে॥ পড়িয়া শুনিয়া খুব ফাজেলহইলে। ছিগা মছদর খুবমতে সিখিলেশিখালে॥ একথা শুনিয়াবিবীলাগিল হাঁসিতে। রু আফজার তরে ফের লাগিল কহিতে॥ মালুম হইল খুব তোমার কথাতে। তোমার খাহেস আছে এমজা চিখিতে॥ আল হামদো লেল্লা তাতে রাজি আছি আমি। খুবতরে মজা উড়াইয়া লেহ তুমি॥ এইরূপে হাঁসি ঠাট্টাঅনেক করিয়া। রু আফজা গেলতবে বিদায়হইয়া॥ পীতামাতা সহকারে রোখছত হইল। জজিরা ফেরদৌছে তরে জাইয়া পৌছিল সাহাজাদা বকাওলী সেখানে রহিল। এই হালে কতদিন গোজারিয়া গেল॥ এক রোজ সাহাজাদা লাগিল কহিতে। সায়ের কহিছে তাহা লিখি যে নিচেতে॥

তাজল মুল্লুক ও বকাওলী ফি রোজ সাহা ও জমিলা খাতুনের নিকট বিদায় হইয়া দেশে জাইবার বঃ।

পয়ার। সাহাজাদা বকাওলী মছলত করিয়া। পিতা মাতার নিকটেতে পৌছিল জাইয়া॥ কহিতে লাগিল বিবি বাপের কাছেতে তোমার দামাদ চাহে দেশেতে জাইতে॥ কহিতে কহিল আসি তো-মার হুজুরে। কি হুকুম হয় তাহা কহনা আমারে॥ পিতা মাতা শুনে তাহা রাজি যে হইল॥ উজিরেরতরে তবে হুকুমকরিল। বেটিদামাদ জাবে মেরা দেশে আপনার। রাহার ছামানা দেহ করিয়া তৈয়ার॥ এই কথা উজিরান জখন সুনিল। ছফরের লওাজেমা তৈয়ার করিল॥ নবীন যৌবনী দাশী হাজারে হাজার। গেলোমান দিল যত কে করে সোমার॥ দান দেহাজ এত দিল বেটিকে আনিয়া। পাহাড়ের মত

দিল তুদা লাগাইয়া॥ লাল জওয়াহের কত অমুল্য পাথর। লাগাইয়া দিল আনি সোনার মহর॥ সোনা রুপারছরঞ্জাম দিল বহুতর। ভারি২ কিমতের থান বেসোমার॥ আর যাহা দিল তাহা লিখিতে না পারি। সকল লিখিলে পুঁথি হৈয়া জাবে ভারি॥ এইরূপে কুরেদান দেহাজ ভেত যে দিয়া। বিদায় করিয়া দিল খোসাল হইয়া॥ পিতামাতার পায় দোহে ছালাম করিয়া। খুসি খোসালিতে গেল বিদায় হইয়া॥ হাওার উপরে সবে উড়িয়া চলিল। মল্‌কে নেগারিনে তবেজাইয়া পৌছিল॥ মাহমুদা দেলবর দেখে হইল খোসাল। মাত্তার সিন্দুক জেন পাইল কাঙ্গাল॥ বকাওলী তরে দেখে সোস্তি দেল হৈল। বকাওলী বুঝে তাহা কহিতে লাগিল॥ কিছু না করিবে চিন্তা আমার জন্যেতে॥ মিলিয়া জুলিয়া সবে রব এক সাতে॥ আন্দেসা না কর কিছু দেলের ভিতরে। দেলাসা ভরসা এমছা দিয়া সবাকারে॥ খুসি খোসালিতে সবে রহিতে লাগিল। ভাবনা আন্দেসা যত সব দূরে গেল॥ অধিন সায়েরে কহে সাহাজাদা শুন। খোসাল খাতেরে হেথা থাক কিছু দিন॥ আমার দুঃক্ষর কথা লিখি কিছু এবে। দেল লাগাইয়া তুমি সোন কহি তবে

সাহেবের মিলন।

পয়ার। মুন্সি গোলাম মওলা ছাহেবের আদেশেতে। বকাওলীর কেচ্ছা আমি আছিনু লিখিতে॥ ইতিমধ্যে আছমানি বালা যে আসিয়া। চারি তরফ হৈতে মুঝে লইল ঘিরিয়া॥ ১৩০১ সালে ভাদ্র মাসেতে। হটাত আইল জ্বর আমার গায়েতে॥ জোল্লাব লইনু আমি পর দিন তার। খুব তরে দাস্ত হৈতে লাগিল আমার॥ কোন মতে দাস্ত মেরা বন্দ না হইল। ওলা ওঠা ব্যাম দেখ আমারে ধরিল॥ জোল্লাব লইয়া ছিনু বুঝিয়া বিহিত। অদৃষ্টের দোসে হৈল হীতে বিপরীত॥ দিবা নিসী দাস্ত খুব হইতে লাগিল। হিচকি এসে তার স্যাতে যোগ ফের দিল॥ দিবা নিসী হয় হিচকি এমন প্রকার। জান বুঝি হয় বাহির জুলুমেতাহার॥ চাচারা এক ভাই মেরা আছেন ডাক্তার। আব্দুচ্ছবহান নাম জানিবে তাহার॥ মেডিকেল কলেজের পাস আছে তার। ডাক্তারী কাজেতে বটে অতি খবরদার॥ নানা রকম দাওা আনি আমাকে খেলায়। কোনরূপে দাস্ত হিচকী বন্দ নাহি হয়। এই হালে কয়েক দিন গত হৈয়া গেল। ভাই মেরা দেলে কোম সাহস হইল॥ অন্যান্য ডাক্তার ছিল যত জন। তাহা সবাকারে ডাকি আনিল তখন॥ বাঙ্গালিকবিরাজ যে যেখানে ছিল। তাহা সবাকার তরে

ডাকিয়া আনিল ॥ এক যোগ হৈয়া সবে দাওা পানি দেয়। তাহাতে যে হিচকি দাস্ত বন্দ নাহি হয় ॥ আহার নিদ্রা নাহি রহিল আমার। শরীর শুখাইয়ে হৈল কাষ্টের আকার ॥ বার তের দিন এয়ছা গত হৈয়া গেল। হিচকি দাস্ত কিছুতে যে বন্দ না হইল ॥ দিবা রাত্র ঘড়ি২ ঔষধ খাওায়। কপালের দোষে কিছু ফল নাহি হয় ॥ কবিরাজ ডাক্তার সবে এহাল দেখিয়া। নৈরাস হইয়া সবে গেল যে চলিয়া ॥ নিশ্চয় বুঝিয়া তারা আমার মরণ। আমাকে ছাড়িয়া তারা গেল সর্ব্বজন ॥ কবিরাজ ডাক্তার মোরে ছেড়ে গেল। আমার মরণ সবে নিশ্চয় বুঝিল ॥ আ-মার ঘরনী বিবী বড়া নেককার। রাত্র দিন থাকে বসে নিকটে আমার বহুত খেদমত করে দেল জান দিয়া। আহার নিদ্রা তেগী আমার লাগিয়া ॥ আমার মউত ঠীক বুঝিয়া যে মনে। দিবা নিসী কান্দে ধারা বহে দুনয়নে ॥ নাবালগ সিশু দুটি কান্দে জারে জার। ঝর২ ধারা বহে চক্ষে দোঙ্গাকার ॥ ভাই মেরা দাওা দিতে কমি নাই করে। হর রকম দাওা আনি খেলায় আমারে ॥ এইরূপে সোল দিন গোজারিয়া গেল খোদার ফজলে হিচকি নিবারণ হলো ॥ হিচকির বন্দেতে কিছু আরাম মিলিল। কিন্তু দিবা নিসী দাস্ত হইতে লাগিল ॥ এক মাস এই হালে গোজারিয়া জায়। ভাইমেরা ঘড়ি২ ঔষধ খেলায় ॥ খোদার মেহের বুঝি মোর পরে হৈল। একমাস পরে দাস্ত বন্দ হৈয়া গেল ॥ বাঁচিবার আসা কিছু হইল তখন। ঘড়ি২ খাই দাওা সদা সর্ব্বক্ষন ॥ দুদ বারলি শুরুও। কেবল মাত্র খাই। তাঁহাই খাইয়া আমি পরাণ বাঁচাই ॥ এই হালে কয়েকদিন গোজারিয়া জায়। বুঝিলাম ভাল বুঝি করিল খোদায় ॥ অদৃষ্টের লেখা জাহা খণ্ডাতে কে পারে। দুছরা আফত ফের ধরিল আমারে অধিন মানিক তবে দুক্ষিত অন্তরে ॥ আরম্ভিল এই গান বেহাগের সুরে

গান রাগিনী বেহাগ তাল আড়া।

চিরকাল এ জীবনটা দুখে আমার গত হলো। দুখ বিনে দুরা দৃষ্টে কখন সুখ না ঘটিল ॥ রসা বাত জ্বর নানা পিড়ায়, সদা অঙ্গ কাতরিয়া রয়, বাল্যকাল হৈতে জুবা কাল ঐ ভাবেতে গেল পড়ে আমি দুখ সাগরে, ডাকলাম কত বিধাতারে, তবু বিধি দয়া করে, মোর ললাটে সুখ না দিল ॥ মানিক বলে ওরে মন, মিছা খেদ আর কর কেনো, ভাব সদা নিরাঞ্জন, সে যা করে সেহি ভাল

পয়ার। দাস্ত বন্দ হইয়া কিছু দিন গত হয়। ছোজাকের ব্যাম ফের ধরিল আমায় ॥ পেসাব করিতে জলন হয় এ প্রকার। বোধ

হয় জান বাহির হইবে আমার ॥ কি করিব হায় হায় চারা নাহি আর দুখের উপরে দুখ দিলপরওার ॥ হায় বিধি কি করিলে নছিবে আমার জালার উপরে জালা কেন বারবার ॥ দিবা নিসী বসে বসে কান্দিজারে জার। সোল রোজ গত হইয়া গেল ঐ প্রকার ॥ খোদার রহম বুঝি আমারে হইল। এক জন এসে কোন দাওা খেলাইল ॥ খোদা তালা তাতে সাফা বখসিল আমায়। বহুত ভেজিনু সোকর আল্লার দরগায় ॥ এয়ছা হালেতে দেখ কিছু দিন গেল। তেছরা আফত মুঝে আসিয়া ধরিল ॥ বোখার হইল ফের গায়েতে আমার। তাহার সেদ্দতে জান বাঁচা হলো ভার ॥ তারপরে পিলাই যে ধরিল আসিয়া। খাওা পেওা একেবারে গেল বন্দ হৈয়া ॥ খাইতে না হয় ইচ্ছা মুখে রুচি নাই। জান বাঁচাইতে কিছু দুদ বারলি খাই ॥ মোরগের সুরুওা খাই সময়২। চার মাস এইরূপে গোজারিয়া জায় ॥ ভাই মেরা দাওা দিতে দেরেগ না করে। ঘণ্টায়২ দাওা খেলায় আমারে ॥ দুদ বারলি মোরগের সুরুওা নিজ হৈতে। বেদেরেগ খাওায় মুঝে দিবা রজনিতে ॥ খোদার ফজলে জ্বর পিলাই যে ছিল। ক্রমে২ একেবারে ভাল হৈয়া গেল ॥ বড়া দরদবন্দ আমি দেখিনু তাহারে। ভাইর মতন দরদ করিল আমারে বহুতকরিল খরচ আমারকারনে। কিছু না আফছোছতাতে করিলেক মনে ॥ এই আরজ করি আমি দরগায় খোদার। ছালামতে রাখো আল্লা ভাইকে আমার ॥ আর তার বেটা বেটি আছে জত জন। সবা-কারে ছালামত রাখ নিরাঞ্জন ॥ হায়াত দারাজ কর তাহা সবাকারে আফত বালাইতে বাঁচাও সবারে ॥ নেক কামে নেক পথে সবাকে রাখিবে। রুজীরদরওাজা তাহাদিগেখুলেদিবে ॥ রাজেকল এবাততুমি গফুর গফ ফার। তোমার দরগায় এই আরজআমার ॥ মক্তেছের রূপে আমি লিখিনু তামাম। সবার জনাবে পৌছে আমারছালাম ॥ তারপরে সোন সবে লাগাইয়া মন। বকাওলীর কথা আমি লিখি যে এখন ॥

বকাওলী ইন্দ্ররাজার সভাতে নাচকনে ও ইন্দ্ররাজার সাপে বকাওলী ও তাজল মুলুকের জুদাই হইবার বঃ

পয়ার। অমর নগর নামে আছে এক সহর। ইন্দ্র পুরি বলেনাম ব্যাক্ত চরাচর ॥ ইন্দ্র রাজা করেরাজ সেখানে মোদাম। ফরমা বরদার তার জেন্নাত তামাম ॥ পরিগনে লিয়া আয়েস দিবা নিসীকরে নাচরঙ্গ গানবাজা খোরাক এই তারে ॥ এক দিন ইন্দ্র রাজা কহে এ প্রকার। বকাওলী পরি বেটি ফি রোজ সাহার ॥ বহু দিন হৈল নাহি

আসৈ এখানেতে। তাহার কারন কিছু নাপারি জানিতে॥ এক পরি খাড়া হৈয়া ছিল সেখানেতে। জোড় হাত কোরে সেই লাগিল কহিতে॥ আসক হইল সেই এনছানের পরে। দিবা নিসী থাকে সেহ দোঁহে একেস্তরে॥ তিলেক না তারসাতে ছাড়া ছাড়িহয়। তারসাতে করে খুসি সদা সর্ব্বদায়॥ এই কথা ইন্দ্র রাজা জখন শুনিল॥ জলন্ত আগুন হেন জ্বলিয়া উঠিল॥ পরি সবাকারে কহে গজবকরিয়া। বকা-ওলীকে আনো তুরিত ধরিয়া॥ তক্ত রওা লিয়া তবে জত পরিজাতে খাড়াখাড়া পৌছে বকাওলীর কাছেতে॥ যেখানেতে বকাওলীআছিল শুইয়া। পরিগন সেখানেতে পৌছিল জাইয়া॥ পরি সবে জাগাইয়া বিবীরতরেতে। প্রকাশকরিয়া তবেলাগিল কহিতে॥ ইন্দ্ররাজা হৈল গোস্বাউপরে তোমার। বহুদিন নাহিজাও সভাতে রাজার॥ একারনে রাজা অতি গজব করিয়া। হুকুম করিল তুমে লইতে ধরিয়া। এ কথা শুনিয়া বিবী চিন্তিত হইয়া। আপনার সাজ ছেঙ্গার বানাও করিয়া তক্তরওাপরেবিবীর ওনাহইল। ইন্দ্ররাজার নিকটেতে জাইয়াপৌছিল। ছালাম করিয়া বিবী আদবের সাতে। দস্তবস্তা রহে খাড়া রাজার সাক্ষাতে॥ দেখিয়াসে রাজাঅতিগজবকরিয়া। পরি সবাকারে তবেকহে বোলাইয়া॥ আগুনে পুড়ায়ে এরে কর ছার খার। ফের জেন্দা করে আন হুজুরে আমার॥ এনছানের বদবুই সব জাবে দূরে। মজলেছের লায়েক তবে হইবারেপরে॥ এ হুকুমশুনে যত পরিগনছিল। তখনি আগুনবিচে লইয়া ডালিল॥আগুনেপুড়িয়া জবেহৈল ছারখার॥ এক পরি মন্ত্র পড়ে পানির উপর॥ সেই পানি ছাই পরে ছিটায় জখন। আসল ছুরতে জেন্দা হইল তখন॥ সবাতে জাইয়া বিবী নাচিতে লাগিল। মহফেলের লোক যত সবে মোহ গেল॥ দেখিয়া সে ইন্দ্র রাজা খোসালি হাজার। বাহাং শব্দ করে মহফেল মাঝার॥ তার পরে নাচবন্দ হইলজখন। রাজার পায়েতে ছালাম করিয়া তখন॥ তক্তরওা পরে বিবী রওানা হইয়া। আপনার বাগানেতে পৌছিল জাইয়া॥ গোলাবের হাওজেতে গোছল করিয়া। আপনা এয়ারের কাছে পৌ-ছিলজাইয়া॥ শুইয়া রহিল সেথা শুইতজেমন। নিসীঅবসানে ছোবে হইলজখন॥ নিদ্রা হইতে বিবী জাগিয়া উঠিল। আপনার কেশ বেস দুরস্ত করিল॥ খাদেমান যত ছিল অন্দর বাহিরে। সকলে হাজির হৈলআসিয়া হুজুরে॥রোজ এয়ছা রাত্রেজায় রাজার সভাতে। পোড়া-ইয়া ছারখার করে আগুনেতে॥ পানি পরে মন্ত্র পোড়ে ফের জেন্দা

করে। নাচরঙ্গ করেগিয়া রাজাঁরহুজুরে ॥ নাচ অন্তে আসে ফেরনিজ বাগানেতে। গোছলকরিয়াগোলাবের হাওজেতে॥জাইয়াশুইয়া রহে পালঙ্গে আপন। সায়ের কহিছে এরেবস্থন বিবরন॥ পিরীতকেমনচিজ বোঝহঅন্তরে। জ্বলে পোড়ে তবুনাহি ভৌলেত এয়ারে॥ প্রেমতীর লাগিয়াছে জাহার বুকেতে। ভুলিতে না পারে সেই জীবন থাকিতে

গান তাল আড়া ঠেকা।

প্রেম এমনি বিশয়। জ্বলে পোড়ে তবু নাহি ভোলেত প্রিয়ায়॥ কেহুপ্রেমকারনেতে,ফেরে জঙ্গলপাহাড়েতে,আহারনিদ্রাছাড়ে প্রিয়ার আসায়॥ কেহু ভবে হয়ে যগী, দ্বারা শুত গৃহ ত্যাগী, দেশে২ ফেরে হইয়ে পাগলের প্রায়॥ মানিক বলে সোন সবে, যে জন আসক হবে, মাসুক খোজরে জারে সদা পাওা জায়॥

পয়ার। বকাওলী পরি এয়ছা নিতা২ জায়। তাজল মুলুক কিছু দিসা নাহি পায় ॥ এক রাত্রে বকাওলী সেখানেতে গেল। তাজল মুলুক সাহা চেতন পাইল॥ চেয়ে দেখে বকাওলী বিছানাতে নাই। চিন্তীত হইয়া ঢোড়ে ফেরে নানা ঠাঁই॥ তালাস করিয়া কোন সন্ধান না পায়। গোমগিন হইয়া বসেরহে বিছানায়॥ কি হইলকোথা গেল ভাবিতে ভাবিতে। ঘুমে অচেতন হৈয়া সোয় বিছানাতে॥ ঘুমেতে মাতিয়া মর্দ্দ রহিল সুইয়া। বকাওলী কিছু পরে বাগানে আসিয়া॥ গোলাবের হাওজেতে গোছল করিয়া। এয়ারের কাছে গিয়া রহিল সুইয়া॥ নিসী গোজরিয়া দিন হইল জখন। নিদ্রা হৈতে সাহাজাদা হইয়া চেতন॥ দেখিতে পাইল তবে নজর করিয়া। বকাওলী আছে সুইয়ে কাছেতে আসিয়া॥ দেলের বিচিতে অতি তাজ্জব হইল। জানিয়া অজান হৈয়া কিছু না কহিল॥ মছলত করিল এই দেলের বিচেতে। দেখিরাত্রে কোথা জায়কেমনছুরতে॥ দিবাঅবসানে নিসী পৌছিলজখন। আপনা আঙ্গুলআপেকাটিয়া তখন॥ নেমক তাহাতে দিয়া রহিল সুইয়া। জলনে না আসে নিদ্রা রহিলজাগিয়া॥ দুই পহর রাত্র জবে গোজারিয়া গেল। তক্তরওা এসে তবে বাগানে পৌছিল বকাওলী পরিগেল ছেঙ্গারকরিতে। এ দিগেতে সাহাজাদা চালাকির সাতে। বিছানা হইতেউঠে তুরিতজাইয়া। তক্তরওার পায়া ধোরে রহিল বসিয়া॥ বকাওলী পরে তবে করিয়া ছেঙ্গার। তক্ত রওা পরে গিয়া হইল ছওার॥ হাওার উপরে তক্ত উড়িয়া চলিল। ইন্দ্র সভার দেশে জাইয়া পৌছিল॥ বকাওলী পরি তক্ত হইতে নাবিয়া। রমকে

ঠমকে বিবী চলিল হাঁটিয়া ॥ আগে২ বকাওলী গেল মহফেলেতে। পাছে পাছে সাহাজাদা গেল সাতে সাতে ॥ মহফেল বিচেতে জবে জাইয়া পৌছিল। আজব তামাসা সব দেখিতে পাইল ॥ না দেখেছে না সুনেছে জাহা কোনদিনে। সাহাজাদা তাহা সব দেখিল নয়নে মজলেছ হুজ্জুম সেথা ছিল এপ্রকারে। কোথা হৈতে কেবা আইল কেবা চেনে কারে ॥ বকাওলী পরি যদি সেখানেতে গেল। পরিসবে লিয়া তারে আগুনে জালিল ॥ জলিয়া পুড়িয়া বিবি হৈল ছার খার। তাজল মুলুক দেখে কান্দে জার জার ॥ হায়২ কি করিব সহিতে না পারি। আগুনে পোড়ায়ে মারে মোর প্রাণেশ্বরি ॥ নাজক পুষ্পের হৈতে বদন জাহার। অগ্নিতে জালিয়া তারে কৈল ছারখার ॥ হায়২ এইদুঃখ সহিতেকিপারি। মাসুকেরসঙ্গেগিয়াআগুনেতেপুড়ি॥এতেক কহিয়া মর্দ্দ কান্দিতে২। কহিলেক এই গান দুক্ষিত মনেতে ॥

গান রাগিনী বেহাগ তাল আদ্ধা।

আমারি মনেরি দুখ কে জানিবে বল্ব কারে। বোবার স্বপন জেমন ফুকারিয়া কৈতে নারে ॥ আমারি প্রাণের প্রাণ, অগ্নি কুণ্ডে হয় দাহন, তা দেখি কি বাঁচে এ প্রাণ, এ দুখ আর সহে নারে ॥ বেঁচে কি এ সুখ ভবেতে, পুড়ি মাশুকের সাতে, মানিক বলে ধৈর্য্য ধরো দেখ কি হয় এহা পরে ॥

পয়ার। এই গান গেয়ে মর্দ্দ বেহোস হালেতে। চাহেকি জাইয়া গেরে আগুন বিচেতে ॥ জ্ঞান আসি মানা তারে করে বার বার। এয়ছা কাম নাহি কর হও খবরদার ॥ ছবর করিয়া রহ দেখ কিবা হয়। এ কথা চিন্তিয়া খাড়া রহিল সেথায় ॥ পরি গন পানি পোড়ে ছিটায় জখন। আসলছুরতে জেন্দা হইল তখন ॥ তাজলমুলুক দেখে তাজ্জব হইল। খোদার দরগায়কতসোকর ভেজিল ॥ বকাওলী গিয়া তবে মজলেছ বিচেতে। নাচিতে লাগিল অতি দেল খোসালিতে ॥ পাখওাজি জইফ আর কোম জোর ছিল। ধীরে২ পাখওাজ বাজাতে লাগিল ॥ মোন মতে বকাওলী না পারে নাচিতে। তাজল মুলুক তাহা বুঝিয়া দেলেতে ॥ পাখওাজির কানে২ কহিতে লাগিল বাজানের এলেম আমি জানি খুব ভাল ॥ আমাকে বাজাতে যদি দেহ এক বার। ভাল মতে বাজাইব তোমা বরাবর ॥ পাখাওাজি শুনি তাহা খুসি হৈয়া মনে। সাহজাদায় বাজাইতে দিল তৎক্ষনে ॥ সাহাজাদা বাজাইতে আরম্ভ করিল। তালে তালে পরি জাদি নাচিতে

লাগীল ॥ জেয়ছা বাজা ।তেয়ছা নাচ সমানে সমান। মহফেল শমেত দেখে হারাইল জ্ঞান ॥ এয়ছা নাচ চক্ষে কভু কেহু না দেখিল। নাচ দেখে সকলেতে মহ হৈয়া গেল॥ ইন্দ্র রাজা দেখে নাচ খোসাল হইয়া খুসির শাগরে যেন গেল সে ডুবিয়া ॥ নর লক্ষ হার ছিল রাজার গলেতে ।-খুলিয়া দিলেক হার বকা ওলির হাতে ॥ নাচিতে নাচিতে বিবি হটিয়া পিছেতে। দিল সেই হার পাখাওজির গলেতে॥ তার পরে নাচ বাজা ভঙ্গ হৈয়া গেল ।রাজার কাছেতে বিবি বিদায় হইল ॥ শাহা জাদা শীঘ্র করি গোপনেতে গীয়া। তক্ত রওার পায়া ধরি রহিল বসিয়া বকাওলি গীয়া তক্ত রওাতে চড়িল।হাওা পরে তক্ত রওা উড়িয়া চলিল নিজ বাগানেতে যবে পৌছিল জাইয়া।হাওজেতে গেল বিবি গোছল লাগিয়া ॥ এ দিগেতে সাহা জাদা অতি তরা কোরে । শুইয়া রহিল গীয়া বিছানা উপরে ॥ বকাওলি গীয়া রহে কাছেতে শুইয়া। নিশী গোজারিয়া ছোবে পৌছিল আসিয়া ॥ দোহেতে বশীল উঠে বিছানা পরেতে। মুচকিয়া সাহা জাদা লাগিল হাসীতে ॥ বাকাওলি পোছে তারে সোন প্রান ধোন। অসমায় হাশীবার কি আছে কারণ ॥ সাহা জাদা বলে আমি আজ রজনিতে। আজব স্বপন এক পাইনু দেখিতে বাকাওলি বলে খোদা ভালা তুঝে করে ।কি স্বপন দেখিয়াছ কহোনা আমারে॥ সাহা জাদা কহে আধা রাত্রের সমায়। কোন খানে জাহ কিছু না বলে আমায়॥ একথা শুনিয়া বিবি চোমকিয়া উঠিল। দেলে২ ভাবা গোনা করিতে লাগিল ॥ না জানি ভেদের কথা সব জানিয়াছে কিবা সাহা সঙ্গে মোর শেখান গীয়াছে ॥ বহুত করিয়া জেদ লাগীল পুছিতে। আর কিবা দেখিয়াছ কহো প্রান নাথে ॥ সাহা জাদা কহে ফের এয়ছাই দেখিনু। আজ রাতে তেরা সাতে আমি গীয়াছিনু ॥ পরিগণ তক্ত রওা এখানে আনিলো। তুমি গীয়া তার পরে ছওার হইলে আমি গীয়া তক্ত রওার এক পায়াধোরে। লটকিয়া রহিনু তক্ত গেল সন্য ভরে ॥ এই তক বলে কিছু নাহি কহে আর। খাবের কথায় কিছু না হয় এতবার॥ খাব খেয়াল তাহা কেহু না করে প্রতয়। বেফায়দা বকিয়া আর কি লাভ তাহায় ॥ বকাওলি বলে তুঝে কছম আমার জা দেখেছ কহ তাহা করিয়া প্রচার ॥ তাজল মুল্লক ফের থোড়া থোড়া কয়। বকা ওলি কছমেতে পোছে পুনুরায় ।এই রূপে যত কথা তামাম কহিল। আউওল আখের তক যে কিছু হইল ॥ রাজার বথশেষ হার

গোলে বকাওলি বাহারায়া ॥

বাহির করিয়া। বকাওলির ছামনেতে দিলেক রাখিয়া ॥ শুনিয়া সকল কথা দেখিয়া সে হার। ছেরেতে মারিয়া হাত হলো বেকারর ॥ কহিতে লাগিল বিবিগোষগিন হালে। আপনা দুসমুন তুমি আপনিহইলে ॥ জান শাহা জাদা আমি তোমার কারণে॥ কতদুঃখ শহিতেছি বুঝেদেখ মোনে ॥ পিতা মাতার হাতে কত দুই ওঠাইনু। ছোটা বড়া কত জনার তানা জে শুনিনু ॥ রোজ রোজ জলি আমি আগুণ বিচেতে। তবু তুঝে কভু আমি না ভুলি দেলেতে ॥ সব হাল দেখিয়াছ চক্ষে আপনার ।বার বার বলিবার নাহিক দরকার ॥ তুমি যদি সেখানেতে নহিক জাইতে। আমার বিচ্ছেদ শইয়ে নিরব রহিতে ॥ তবেত হইত ভালা কহিযেতোমায়। সেথা কার কারবার বড় ভাল নয় ॥ এবে তুঝে সঙ্গে করে নাহি লই আমি। খুবি না হবে নাচে জানিবা জেতুমি ।আর যদি সঙ্গে তুঝে লিয়া নাহি জাই। কত কাল ছাপাইয়া রাখিব এয়ছাই । জা হবার হৈয়াছে ভাবিলে কি হবে। অদৃষ্টেতে জাহা আছে অবিশ্য ঘটীবে ॥ নছিব তওলাতে আজ তুঝে লিয়া যাই। খোদা তালা করেজাহা হইবে তাহাই ॥ এই রূপে দোহে বসি কহিতে আছিল। ইতি মাধ্যে তক্ত রওা আসিয়া পৌছিল ॥ বকাওলি সাহজাদায় সঙ্গেতে লইয়া । ইন্দ্র রাজার সভায় পোছিল জাইয়া॥ ছালাম করিয়া বিবি রাজার পায়েতে । দুই হাত জুড়ি তবে লাগিল কহিতে॥ পাখওাজি এক জনা এনেছি সঙ্গেতে। বড়ই চালাক শেই গাহাতে বাজাতে ॥ হুকুম পাইলে তারে আনি যে হুজুরে। রাজা বলে আন তারে দোশ কিবা তবে ॥ তাজল মুল্লক তবে মইফেলেতে গেল । আগনা মোনের মোত বাজাতে লাগিল ॥ বকাওলি পরি তবে নাচ আরম্ভিল। তালে তালে রঙ্গে ভঙ্গে নাচিতে লাগিল॥ জেয়ছা নাচ তেয়ছা বাজা সমানে সমান । হাত নাড়া চক্ষু ঠারে কেড়ে লয় প্রান॥ মজলেছের লোক সবে সে নাচ দেখিয়া। একে বারে সকলেতে গেল মোহ হইয়া। ইন্দ্র রাজা দেখে নাচ দেল খোসালিতে। মস্তর হাল্লেতে সাহা লাগিল ঝুমিতে ॥ খুসি হালে কহে রাজা বকাওলি তরে । কিবা চাহ কহ তাহা আমার হুজুরে॥জা চাহিবে তাতে নাহি নিরাস হইবে। অবিস্যই তাহা মেরা হুজুরে পাইবে । বকাওলিশুনে তারে লাগিল কহিতে। কোন চিজের কমি নাহি তোমার ক্রীপাতে ॥ কোনই আরমাল নাহি দেলেতে আমার ।কিন্তু এআরজ মেরা হুজুরে তোমার॥এই পাখওাজি দান কর নামদার। কেবল আরমান এই দেলেতে আমার ॥ এই কথা

ইন্দ্র রাজা যখন শুনিল । সাহ জাদার দিগে তবে গজবে তাকিল ॥ গজব করিয়া কহে শাজাদার তরে।বকাওলি চাহ তুমি শেচাহে তোমারে ॥ বকাওলির তরে তুমি লিয়া জাইতে চাও।তবে মেহনতে নাহি পাবে মজা চিখে লেও ॥ এত বলি বকাওলির তরফে চাহিয়া । কহিতে লাগিল অতি গোস্বা দেল হৈয়া ॥ কি করি এখন আগে দিয়াছি কথায় । এই পাখওাজি আমি বখসীনু তোমায়॥ কিন্তু যে নিচের ধড় আধা পাথরের বার সাল রবে এয়ছা নাহি হবে দের ॥ ছঙ্গ দেল এই কথা যখন কহিল বকাওলি পাথর হৈয়ে গাএব হইল । বকাওলি গাএব হইল জেই সমে ॥ তাজল মুল্লক তবে দেখে পড়িয়াছে ভুমে । জার জার হইয়ে মর্দ্দ কান্দিতে লাগিল ॥ শায়ের দেখিয়ে তাহা বয়েত লিখিল ।

باغبانان فلک را دست و پا بادا قلم   تلمرا اندر جهان تخم جدائي کاشتن

তাজল মুলক জঙ্গল দীপে পৌছে ও বকাওলির সঙ্গে মোলাকাত হয় এবং চতর সেন রাজার বেটী তাজল মুলকের উপরে আসক হইবার বয়ান ॥

পয়ার । বকাওলি পরি ইন্দ্র রাজার শাপেতে । পাথর হইয়া গাএব হলো সেথা হৈতে ॥ সাহা জাদা দেখে তাহা ভুমেতে পড়িয়া । কান্দিতে লাগিল মর্দ্দ লুটীয়া২ ॥ পরিগণ ধরে তারে নিচেতে ডালিল । এক জঙ্গলের বিচে জাইয়া গীরিল ॥ তিন দিন তক রহে বেহোষ হইয়া । চৌথা দিনেতে সেহ বসিল উঠিয়া ॥ হায় হায় করে মর্দ্দ কান্দে জারে জার। কি করিলে খোদা তালা নছিবে আমার ॥ বহুত মেহনত কোরে পাইনু জাহারে। অদৃষ্টের দোসে পুন হারাইনু তারে ॥ আর কি হইবে দেখা তাহার সঙ্গেতে। এই রুপে কান্দে আর ফেরে জঙ্গলেতে॥ এক দিন দেখে সেই জঙ্গল বিচেতে ।মাকুল তালাব এক আছে সেখানেতে. ছঙ্গ মরমরের ঘাট বান্দা আছে তার । ফুল ফলের বৃক্ষ আছে কাতারে কাতার ॥ ঘাটের উপরে মর্দ্দ জাইয়া বসিল । আপনা মাশুক লাগি কান্দিতে লাগিল॥ কান্দিতে২ অঙ্গ অবস হইয়া ।ছাহান উপরে তবে রহিল শুইয়া॥ পরিগণ এসে গোছল করে তালাবেতে । চুল শুখাইতে ছিল উঠিয়া আড়াতে ॥ এক পরি দেখে সেই সাজাদার তরে। সঙ্গি পরিগনে তবে লাগে কহিবারে ॥ বকাওলির পাখওাজি রইয়াছে সুইয়া। তাজল মুল্লক তবে একথা শুনিয়া॥ পরিগণের কাছে গীয়া লাগিল কান্দিতে বকাওলির কথা পোছে তাদের কাছেতে ॥ কহ বকাওলি কোথা আছে কি রুপেতে । দেখিয়াছ কিনা তারে আপনা চক্ষেতে

তারা বলে মোরা তারে চক্ষে দেখি নাই। পরস্পর শুনিতে যে পাই- য়াছি এয়ছাই ॥ ছঙ্গল নামেতে দীপ আছে যে শহর। চত্তরসেন নামে রাজা আছে সেথাকার ॥শেখানে নতুন এক মন্দির হৈয়াছে। বাকওলি আছে সেই মন্দিরের বিচে ॥ কিন্তু নিচে কার আধা ধড় যে তাহার। পথর হইয়া গেছে সোন সমাচার ॥ সাহা জাদা পোছে রাহা কত দিনের হবে। মেহের করিয়া তাহা আমাকে বলিবে॥ পরিগণ বলে মানুসের জর্ম্মভরে। হাটিলে না জাইতে পারে সেই যে সহরে॥ একথা শুনিয়া সর্দ্দি কন্দে জার জার। পাথর উঠায়ে মারে ছেরে আপনার॥ জমিনে গীরিয়া কান্দে লুটিয়া২। ছের ঠোকে জমি পরে কান্দিয়া২ ॥ পরিগণ এই হালে দেখিয়া চোক্ষেতে। মেহের করিয়া তারে লাগিল কহিতে এই হালে রেখে এরে কি রূপেতে যাই।ছঙ্গল দিপেতেএরেপৌছাইয়া দেই ॥ আমরা পৌছাইয়া দেই সেথায় । নছিবে যে আছে তাহা ঘটিবে নিশ্চয় ॥ এত বলি পরি সবে সাহ জাদায় লিয়া। খাড়া২ ছঙ্গল দিপে দিল পৌছাইয়া ॥ পরিগণ সেথা হৈতে বিদায় হইল। আপনার বাশস্থানে জাইয়া-পৌছিল ॥তাজল মুল্লক তবে রহিয়া সেথায় সহর বিচেতে ছয়ের করিয়া বেড়ায় ॥অধিন সায়ের তবে পয়ার ছাড়িয়া ত্রিপদি ছন্দেতে কহে বয়ান করিয়া ॥

ত্রিপদি।

গীয়া সেই সহরেতে, ঘুরে ফেরে চৌদিগেতে, দেখে খুব ছয়ের করিয়া মাকুল সহর সেই, তার তুল্য আর নাই, খুসি তার ছাফাই দেখিয়া সেথাকার লোক যত, ছুরত মন্দ সকলেত, বদ ছুরত শেথা কেহ নাই বৃক্ষ্যাদি সেথাকার, সকলি ছুরুত দার, সব চিজ ছাফাই তেয়ছাই সহরের খুবি দেখে, খুসি অতি আপনাকে, গেল বাজার আছিল যে- খানে। বাজারে জাইতে ছিল, রাহেতে দেখিতে পাইল, আশীতেছে, এক ব্রাহ্মনে ॥ দেখিয়া সে বামনেরে, পুছিতে লাগিল তারে, কহ দেব করিয়া প্রচার । তোমাকে জিজ্ঞাসী আমি, কৈান খানে থাক তুমি, পুজা হারি বামন কাহার॥ ব্রাহ্মন কহে তারে, করি বাস এস- হরে, তুই চাকর এ মহা রাজার ॥ যত মন্দির এখানেতে, দেই পুজা সব জাগাতে,,পুজা হারি বামন এ রাজার। সাহা জাদা ফের পোছে, কহো দেব মোর কাছে, কত মন্দির সহর মাঝারে ॥ বাহমন হিসাব করে, কহে শাজাদার তরে, যত মন্দির ছিল সেখানেতে। ফের সে বামনে কয়, থোরা দিন গত হয়, এই যে নদীর কেনারাতে॥ নতুন

এক মন্দির হল, লোক মুখে শোনা গেল, দেখি নাই সেখানে যা-ইয়া। দ্বার তার দিন মানে, বন্দ থাকে সর্ব্বক্ষণে, রাত্রে যায় আপনি খুলিয়া॥ কি আছে তাহার বিচে, কেহু নাহি দেখিয়াছে, শুনি এয়ছা লোকের মুখেতে। সাহা জাদা ইহা শুনে, খোসালিত হইয়ে মোনে, চলে তখন নদীর কুলেতে॥ নদীর কেনারে গীয়া, দেখিল যে তাকাইয়া, মন্দির এক বটে সেখানেতে। শুনে ছিল যে রুপেতে, দেখিয়া যে স্বচক্ষেতে, বসে তখন নদীর কুলেতে॥ কতক্ষনে দিন জাবে, নিসী উপস্থিত হবে, রৈল বসে সে আসয়া বসিয়া। ধেয়াইয়া শুরুজেরে, কহে কত কাতরা করে, নিচে তাহা জাই যে লিখিয়া॥

গান রাগিনি বেহাগ তাল আড়া।

জাও জাও হে দিন নাথ শীগ্র তুমি নিজ স্থানে॥
তুমি রইতে নাহি পারি মিলিতে প্রিয়শী সনে।
একে বিচ্ছদা নলে মরি, তব উত্তাপ শইতে নারি,
অমি তোমার পায়ে ধরি শীগ্র জাহ নিকেতনে॥

পয়ার।

এই গান গায় প্রিয়ে পাবার আশায়। খোসাল অন্তরে বসে রহিল সেথায়॥ দিবা অবসানে নিসী পৌছিল আসিয়া। এক পহর রাত্র যবে গেল গোজরিয়া॥ হটাত মন্দিরের দ্বার গেল যে খুলিয়া। সাহাজাদা গেল তার ভিতরে চলিয়া॥ তাজল মুল্লক দেখে করিয়া নজর। বকাওলির আধা ধড় হৈয়াছে পাথর॥ দিওয়ারে হেলায় দিয়ে আছে যে বসিয়া। বকাওলি দেখে তরে নজর করিয়া॥ তাজল মুল্লক গীয়া খাড়া হইয়া আছে। তাজ্জব হইয়া দেলে সা জাদায় পোছে॥ এখানে আইলে তুমি কেমন করিয়া। তাজ্জব হইনু আমি তোমাকে দেখিয়া॥ তাজল মুল্লক বলে সোন প্রানেশ্বরি। যত দুখ পাইয়াছি কহিতে না পারি তোমার বিচ্ছদ নলে প্রাণ জলে যায়। দিবা নিশী তব লাগি করি হায় হায়॥ তবে একে একে যত গোজারিয়া ছিল। বয়ান করিয়া তাহা সকলি কহিল॥ পরিগণ জেই রূপে দিল পৌহাইয়া। সাহা জাদা কহে সব প্রকাস করিয়া॥ বকাওলি সুনে অতি খোসাল হইল। নিজ২ মোন দুখ কহিতে লাগিল॥ এ দিগেতে নিসী গতে প্রভাত কালেতে কুহু২ স্বরে কুকিল লাগীল ডাকিতে॥ বকাওলি কহে নাথ কহিজে তোমারে। নিসী গত প্রায় জেতে হয় যে বাহিরে॥ শুর্য্য উদায় হলে পরে নারিবে জাইতে। মোর তুল্য পাথর হইয়ে রবে এখানেতে দিবসে

রহিবে তুমি বাহিরে জাইয়া। সারা নিসী গোমস্থানে রহিবে আসিয়া এত বলি কান হইতে একমতি লিয়া। সা জাদার তরে বিবি দিলেক শুপিয়া॥ এই মতি লিয়া তুমি বাজারে বেচিয়া। জরুরি খরচ জাহা কর তুমি গীয়া॥ ঘর এক ভারা করি সেখানে রহিবে। রজনিতে মোম সাতে সক্ষ্যাত করিবে॥ এত বলি সাহা জাদার করিল বিদায়। সেখা হৈতে সাহাজাদা বাহিরেতে যায়॥ শুর্য উদায় যখন গগনে হইল। মন্দিরের দ্বার আপে বন্ধ হৈয়া গেল॥ সাহা জাদা সেখা হৈতে বাজারে জাইয়া। কয়েক হাজার টাকায় সে মতি বেচিয়া॥ এক বালা খানা সেখা ভাড়া করি লিল। কএক খেদমত গার চাকর রাখিল॥ দর-কারি আছবাব লইল কিনিয়া। রহিতে লাগীল সেখা খোসাল হইয়া খোসালিতে সেখানেতে দিবসেতে রয়। রাত্রি হলে বকাওলির নিক-টেতে জায়॥ সেখানেতে যত লোক মহাস্কয় ছিল। সবাকার সাতে খুব আসনাই হইল॥ সবাকার সঙ্গে দুস্তি মহাব্বত হয়। এই রূপে কত দিন গোজারিয়া যায়॥ সেই সব বান্দি লোক যতেক আছিল। সাহা জাদায় সঙ্গে লিয়া ছয়েরে চলিল॥ ফিরিতে২ দেখে নজর করিয়া। বহু লোক আসিতেছে রাহেতে চলিয়া॥ছের আর পা লাঙ্গা দুস্কর হালেতে আসিতেছে রাহা পরে পাইল দেখিতে॥ সহরের লোক জারা সঙ্গেতে আছিল। তাজ্জব মুল্লক সবে পুছিতে লাগিল॥ দেখ ভাই এবে লোক আসিয়াছে রাহেতে। ফকিরের হাল বটে পাই যে দেখিতে॥ কিন্তু চেহরাতে সবে দেখিবারে পাই। বড় লোক হবে এরা সোভা কিছু নাই॥ খোদা জানে কিবা আছে যে এহাতে। এহা শুনি এক জনা লাগীল কহিতে॥ কএক সাহাজাদা জানের বিচেতে এহার॥কএক আ-মির জাদা সোন সমাচার॥ আসক আগুনে পোড়ায় এরা সকলেতে তাহার বয়ান কহি তোমার কাছেতে॥চতর সেন রাজার বেটি জেএক বিবি। কি কব তাহার আমি ছুরতের খুবি॥হুর পরি জাহা কহ সভবে তাহায়। আফ তাব মাহ তাব দেখে লাজেতে লুকায়॥ এই সহরের বিচে মাফিক তাহার।রূপ রঙ্গে নাহি কেহু তাহার আকার॥একে সেহ পরি রূপ সঙ্গে তার আর। দুই জনা সখি আছে ছানি যে তাহার॥ তাম্বুলির বেটি এক নামেতে নরমালা।দ্বিতীয় মালির বেটী নাম যেচপলা॥ তিন জনা মহব্বত রাখে যে এমন। একাসনে সোওা বসা একত্র ভোজন তিলেক না কেহু কারে ছাড়া হয়। দিবা নিসী তিন জনে একস্থানে রয়॥ এহাদের সাদির বালিক এরা সবে। নিজ ইচ্ছা মোতে সাদি এ

হারা করিবে॥ সেই রাজ কন্যা পরে আসক হইয়া। আসকের আগুনেতে মরিছে জলিয়া॥ কিন্তু রাজ কন্যা কারে পছন্দ না করে। সেকারণে এরা সবে এই হালে ফেরে॥ সাহা জাদা শুনি খামুস রহিল। আর কোন কথা নাহি কাহাকে পুছিল॥ এই রূপে কিছু দিন গোজারিয়া গেল। এক রোজ সাহা জাদা ফিরিতে চলিল॥ জাইতে২ রাজ মহল জেথায়। উপস্থিত হইলেক জাইয়া॥ কন্যার যে বালা খানা যে খানে আছিল। আস্তে২ সেই পতে জাইতে লাগিল॥ চাতরা ওাত ছিল বসে বালা খানা পরে। ঝরকা হইতে দেখে বাদসা জাদারে॥ সাজাদার নজর পেরে তার পরে। চক্ষে২ দোহাকার মেলে একে বারে॥ চাতরা ওাত যখন সে শাজাদায় দেখিল। আসকের তির তার বুকেতে বিন্দিল সে ঘায়ের জলনেতে হৈয়া বে কারার। বেহোষ হইয়া গেরে জমিন উপর॥ নরমালা চরমালা দোহে আছিল শোথায়। কিহলো২ বলি ধরিয়া উঠায়॥ গোলাব ছিটায় গায় আস্তা শুঙ্গায়। কতক্ষণ পরে হোষ হইল তাহায়॥ তার পরে নর মালা সাজাদির তরে। বেহোষ হওার হাল পুছিল তাহারে॥ চাতরা ওাত তার কিছু জওাব নাদিল। জ্ঞান হারা মোত হৈয়া খামস রহিল॥ নর মালা তাহা দেখে ঝুকিয়া খিড়কিতে। সাহা জাদা ছিল খাড়া পাইল দেখিতে॥ নরমালা দেলে দেলে করিল খেয়াল। এই জওানেরে দেখে হইল বেহাল॥ এয়ছাই খেয়াল তবে দেলেতে করিয়া। দাসী এক তরক্ষনাত দিল পাঠাইয়া॥ কি নাম কোথায় ঘর কাহার নন্দন। জানিয়া আসিতে তার তামাম সন্ধান॥ তখন সে দাসি গীয়া সা জাদার কাছে। এই বাত তার তরে গোস্বা হৈয়া পোছে॥ কি নাম কোথায় ঘর তুমি কোন জন। এখনেতে খাড়া তুমি কিসের কারন॥ রাজ মহলের কাছ আছে খাড়া হৈয়া। দেলে ডর নাহি রাখ নির্ভয় হইয়া॥ অবলাজনার মোন হরিয়ে লইতে। আসিয়াছ হেথা তুমি জানিনু মোনেতে॥ তাজল মুল্লক তবে দেলেতে বুঝিল। কোন জনা এহাকে যে পাঠাইয়া দিল॥ দেমাগ করিয়া সাহা লাগিল কহিতে কি জন্য ডরাও তুমি আসি এখানেতে॥ অন্য মাশুকের ধ্যান নাহি রাখি আমি। যে জন পাটায় তুঝে তারে কহ তুমি॥ আমি মছিবত জাদা মোছফেরের তরে। নাহক খেয়াল জেন দেলে নাহি করে॥ তাজল মুল্লক নাম জানিবে আমার। সরকস্থান দেসে ঘর বাদসার কুমার॥ জয়নাল মুল্লক নাম বাপ যে আমার। সুরকস্থানে সাহি তার বাদশা নামদার॥ এত শুনি দাসী তবে গেল যে চলিয়া। নরমালার

কাছে কহে বয়ান করিয়া ॥ চাতরাওাত্ত সুনে তাহা নিরস হইল। আসক আগুনে বিবি জলিতে লাগিল ॥ নরমালা কহে তবে রাজার কন্যারে। আন্দেসা না কর কিছু দেলের ভিতরে ॥ আপনা সাদির মালিক আছো যে আপনে। জাহাকে পছন্দ তুমি করিবাজে মোনে বাদসা নামদার সেই জওানের সাতে । দিবেজে তোমার সাদি দেল খোসালেতে ॥ ক্ষেন্ত হও ধয্য ধর স্থির কর মোন । অবিস্য তাহার সাতে হইবে মিলন ॥ হুর পরি কিম্বা যদি ফেরেস্তা সে হয়। অবিস্য পড়িরে ফান্দে জানিবে নিশ্চয় ॥ এত্ত সুনি চাতরাওাত খামুস হইল কিন্তু জে এস্কের আগ জলিতে লাগিল॥সাহা জাদা রোজ নয়া পোষাক পড়িয়া। চাতরাতের বালা খানার নিকট হইয়া ॥ ফিরিবারে যায় মর্দ্দ খোসালিতে মোনে। রাজ বালা দেখে আসক আগুনে ॥ হরিদ্রা জিনিয়া রূপ বিবির আছিল। আসক আগুনে পুড়ে কালা হৈয়া গেল ক্রমে২ এই কথা প্রকাসপাইতে।পিস্তা মাতা সকলেতে পাইল শুনিতে চতর সেন রাজা তবেএকথা সুনিয়া।হুসিয়ার চালাক এক ঘটক ডাকিয়া চাতরা ওতের সাদির কথা কহিয়া তাহারে । পাঠাইয়া দিল তাজল মুল্লক হুজুরে ॥ সাহাজাদার নিকটেতে ঘটক জইয়া। চতরসেন রাজার পয়গাম দিল পৌঝাইয়া ॥ আর সেকন্যার রূপের বর্ণনা করিয়া। দ্বিগুন করিয়া তারে দিল সোনাইয়া ॥ তাজল মুল্লক যবে একথা সুনিল ঘটকের নিকটেতে কহিতে লাগিল ॥ আমার ছালাম গীয়া কহিবে রাজায়। তার পরে এই কথা শুনাইবে তায় ॥ তাজ সাহি ছেরে জেই আসে ছফরেতে। দুখ মছিবত তারে ফকিরি হালেতে ॥ তার পরে বেড়ি দেও করাজে দেলেতে।পানির উপরে নকসা করা জেই মোতে হাওাকে বান্দিয়া রাখা জানিবা যেমন । মহারাজে কহ গীয়া এই বিবরণ ॥ ঘটক একথা শুনে নৈরাস হইলা । রাজার নিকটে কহে বয়ান করিয়া॥ না রাজির কথা যদি সোনে চতর সেন। লজ্জিত হইয়া রাজা করিল ধেয়ান ॥ জুক্তী করিলে যে উজিরের সাতে। রাজ বালার সাতে সাদি হবে কি রূপেতে ॥ উজির কহিল তবে শোন আলম পানা। এহার কারণে কেন করিছ ভাবনা ॥ কোন ফেরেবেতে তারে কয়েদ করিয়া । ফরমা বরদার তেরা দিব বানাইয়া ॥ একথা সুনিয়া সাহা কহিল উজিরে। যে রুপেতে হাত হয় করনা তাহারে ॥ উজির সে কথা শুনে চেষ্টায় রহিল। এই রূপে কিছুদিন গোজারিয়া গেল

খরচের আবিস্যক হইল যখন। বকাওলির কাছে চাবো করিল যোনন॥ যোনেতে হইল ফের এমন প্রকার। রাখিয়াছে মোহরা যেই রানে আপনার॥ জার্গাহ এক বেলাইয়া রানকে চিরিয়া। সাপের শে মোহারা সাহা লিল নেকালিয়া॥ জখমেতে মরহম লাগাইয়া দিল থোড়া দিনে সেই ঘাও শুখাইয়া গেল॥ সেই মোহরা লিয়া গেল বেচিতে বাজারে। জও হরির কাছে গিয়া দেখাইল তারে॥ জওহরি দেখে মোহরা তাজ্জব হইয়া। উজিরের নিকটেতে কহিল জাইয়া এক জনা লাল এক এনেছে বেচিতে। বাদসা বিনে মুল্য কেহু নাহি পারে দিতে॥ এমন অমুল্য লাল উমর ভরেতে। কভু নাহি দেখিয়াছি আপনচক্ষেতে॥একথা যখন সেই উজির শুনিল।তার সাতেলোকদিয়া পাঠাইয়া দিল॥ তারা গিয়া বেকছুরে থোরে সা জাদারে। হাজির করিল আনি উজির হুজুরে॥ তাজল মুল্লকে উজির চিনিতে পারিল চুরির তহমত দিয়া কয়েদ করিল॥ খোসাল হইয়া উজির দেলের বিচেতে। জাইয়া খবর কহে রাজার কাছেতে॥ যেই পাখি ফাঁদ ছিড়ে উড়ে গিয়াছিল। আমার হেকমতে আজ ধরাজে পরিল জা কহিবো তা করিবে সোবা তাতে নাই। কিছু দিন কয়েদ খানাতে রাখা চাই॥ এত বলি সা জাদায় দিল ফাটকেতে। কয়েদ হইল সেখ ফেরেব জালেতে॥ অধিন সায়ের স্তবে পয়ার ছাড়িয়া। ত্রিপদি ছন্দেতে কহে বয়ান করিয়া॥

রাজা চত্রসেন তাজল মুল্লকে কারাগারে বন্দ করে ও চাতরা ওতের সাতে তাজল মুল্লকের সাদি হইবার বয়ান।

ত্রিপদি। তাজল মুল্লকের তরে, ফেরেবে কয়েদ করে, চাতরা ওতের সাদি দিতে। ফাটকেতে দিল যবে, কিছুনা দেলেতে ভাবে, কয়েদ খানের নছিবতে॥ কেবল মাশুকেরদায়, করে মর্দ্দ হায়২ আহার নিদ্রা নাহি তবে। দিওারেতে ছের ঠোকে, হায়২ করে মুখে রাত্র দিন কান্দে জারে জার॥ হায় আমি কি করিব, কেমনে প্রীয়াকে পাব, দেখিব যে তার চন্দ্র মুখ। কে মোরে সদয় হবে, সেখানে লইয়া যাবে, দেখে তারে যাবে যত দুখ॥ আমি মরি এখানেতে, সে রহিল সেখানেতে, মন্দিরেতে পাথর হইয়া। হায়২ কি করিব, কেমনেতে দেখা পাব, প্রাণ যায় তাহার লাগিয়া॥ এই রুপে জার২, কান্দে হেয়া বেকারার, দুই চক্ষে বহেনির ধারা। কান্দিয়া কান্দিয়া আপে, গোলে বকাওলি, ॥

প্রীয়সির মনস্তাপে, করে গান হৈয়া হোষ হারা ॥

তাল আড়া ঠেকা।

আমি কি করি উপায়। কারাগারে পড়ে বুঝি প্রাণ মোর যায় ॥ কারাগারে বন্দ থাকি, দুখ বিনে শুখ নাই দেখি, সদা ঝোরে দুটি আখি বিচ্ছেদ জালায়। জার জন্য কান্দে প্রাণ, বিনা তাহার মিলন, থাকিয়া এ পাপ প্রাণ কি শুখ তাহায় ॥ ত্রিপদি ॥ এই রূপে দিবা নিসী, কারাগারে কান্দে বসী, কহে গীয়া রাজার কাছেতে ॥ সোন মাহারাজ কই, নতুন কয়েদি যেই, মুক্ত যদি না করেন তায়। দুই এক দিবসেতে, মরিবেক পরানেতে, ঠেকিতে হইবে খুন দায় ॥ নাহি খায় খানা পানি, কান্দে সেই রাত্রদিনি, ছের সদা ঠোঁকে দিওয়ারেতে। কহিলাম হুজুরেতে, জাহা আইসে বিচারেতে, কর হুকুম তাঁহার ভাগ্যেতে ॥ রাজা যদি এহা শুনে, চিন্তীত হইয়া মোনে, উঠে তবে গেল মহলেতে ॥ কন্যার ঘরেতে গীয়া, তাহাকে যে বোলাইয়া, ধিরে২ লাগীল কহিতে ॥ সোন মাতা কহি আমি, শিঘ্র করি জাহ তুমি, সাহা জাদা জেথা ফাটকেতে আপনা রুপের ছায়া, তার পরে পেরাইয়া, কোন রূপে পার ভুলাইতে রাজ বালা এহা শুনে, অতিশয় খুসি মোনে, ভাল মতে ছেঙ্গার করিয়া। সোনার জিওর যত স্থানে২ পরে কত, রাজ বালা খুবির লাগিয়া ॥ লাল জওাহের ছারে, হিরা মতি ঘরে২, লাগা সেই জিওরাও পরে। সে জেওর পরে গায়, কিবা শোভা হল তায়, দেখে চক্ষু নাহিক ঠাহরে ॥ জরির পোষাগ আনি, পেন্দে ফের গুণ মনি, তাতে রূপদ্বিগুন বাড়িল। রাজ কন্যা খোসালিতে, মিলিতে, আসক সাতে রোমকে ঠোমকে যে চলিল ॥ নরমালা চপলা আর, করিয়া সাজ ছেঙ্গার, রাজ কন্যা সঙ্গে২ যায়। মিলে সবে এক সাতে, গীয়া সেই ফাটকেতে, পৌছে জেথা ছিল সা জাদায় ॥ দেখে ছের নিচে কোন্নে, কান্দিতেছে জারে২, ঠোকে ছের দিওারের সাতে। চাতরাওাত তাহা দেখি, পরানে হইয়ে দুখি, কহিতে লাগিল বিনয়েতে ॥ সোন ওহে প্রাণেশ্বর, কান্দ॥ কেন জার২, কিবা দুখ তোমার মোনেতে। আপনার হাল তুমি, কহ দেখি শুনি আমি, কান্দো তুমি কিসের জন্যেতে আমিত তোমার লাগি, লাজ ভয় সব তেগী, আসিয়াছি ফটক বিচেতে না হেরি তোমার মুখ, বিদরিয়া যায় বুক, ধজ্য নাহি পারি যে

ধরিতে ॥ জেহত্তে দেখেছি তোরে, প্রাণ যে কেমন করে, টিকিতে না পারি নিজ ঘরে। তোমার প্রেমেরদায়, বুঝি মোম প্রানযায়, বিচ্ছেদানলে সদা পোড়ে ॥ আমার আরজ রাখ, আঁখি খোল চেয়ে দেখ, কথা বুল বদন তুলিয়া ॥ আসিয়া তোমার কাছে, তব দাসি খাড়া আছে, তোর প্রেম ভিখারি হইয়া ॥ এই মোত কহে বিবি, দেখায় আপনার ছবি, মধুস্বরে কত্ত কথাকয়। বিবি যত কথা কয়, কিছু না উত্তরদেয়, হেটছেরে চুপ হৈয়া রয় ॥ না দেখে নয়ান খুলে, মুখে নাহি কথা বলে, চাতরাওাত এহাল দেখিয়া। নিরাস হইয়া তবে, বড়ই কাতরা ভাবে, পড়ে সাহার পায়েতে জাইয়া ॥ গীরিয়া পায়ের পরেছের ঠোকে জমি পরে, লোটাইয়া লাগিল কান্দিতে। কান্দিয়া২ তবে, দেলেতে উদাস ভেবে, এই গান লাগিল কহিতে ॥

গান রাগিনী বেহাগ তাল আড়া ॥

তুমি ভাল বাসনা বাসনা তাতে ক্ষেতি নাই। জন্মের মোত্ত তোরে দেখে যাই ॥ জেহতে দেখিছি তোরে, মোন উড়ু২ করে, ধয্য না ধরিতে পারে, ধর ফড় করে প্রাণ তোর দরসন বই ॥ হেরি তোর মুখ শশী, আনন্দ সাগরে ভাসি, মোন মানেনা দেখতে আসি, বদনতোলদেখে জাই ॥ মানিক বলে রাজ বালা, হইওনা গো আর উতালা, ঘুচে জাবে সকল জালা, আর অধিক বিলম্ব নাই

পয়ার ॥ এইগান গেয়ে বিবিবেহোষ হইয়া ॥ জমিনে পড়িয়া কান্দে লুটিয়া২ তাজল মুল্লক যদি এহাল দেখিল। আপনার দেলের বিচে রহম হইল ॥ ওঠাইয়া জমি হৈতে কোলে বসাইয়া। কহিতে লাগিল তবে প্রেম আসা দীয়া ॥ খেত্ত হও ধজ্য ধর নাহি কান্দো আর। খোদা চাহে আসা পুর্ণ করিব তোমার ॥ এই কথা সাহা জাদা যখন কহিল। আকাসের চন্দ্র যেন হাতেতে পাইল ॥ মড়ার ধড়েতে যেন আইল পরাস। আন্ধলা জোনেতে যেন পাইল চক্ষু দান ॥ নরমালা চপ্লা তবে খুসি হৈয়া মোনে। মহারাজার কাছে গীয়া কহে ততক্ষনে ॥ সাহা জাদা হল রাজি সাদি করিবারে। কহিনু খুসির খবর আসিয়া হুজুরে ॥ একথা শুনিয়া রাজা খোসাল হইল। ফাটক হইতে তারে বাহিরে আনিল ॥ হাম্মামেতে লিয়া তবে গোছল দেলায়। সাহানা পোস্সাগ আনি পরাইল তায় ॥ ভাল এক মকানেতে জাগা তারে দিল। খাওাছ খেদমত্তগার নিকটে রাখিল ॥ তার পরে উজিরানে করিল ফরমান্। সীঘ্র করি কর এবে সাদির ছামান ॥

জসন তৈয়ার কর সহর বাজারে। নাচ রঙ্গ কর সব যত ঘরে২ উজির শুনিয়া তবে তেয়ছাই করিল। আন্দর বাহির খুব জলুস হইল তবে নেক ছায়েত-বুঝে সা জাদার সাতে। চাতরাওাতের সাদি দিল খোসালিতে ॥ দুলাকে লইয়া গেল মহল ভিতরে। জানানা রছুম জেয়ছা সকলেতে করে ॥ তার পরে নিজ২ ঘরে সবে গেল দুলা দুলিহীন দোহে ঘরেতে রহিল ॥ চাতরাওাত আপনা সামিকে লইয়া। খুসি খোসালিতে রহে পালঙ্গে শুইয়া ॥ কিন্তু বকাওলির সোগ সা জাদার দেলে। ভিন্য ভাবে রহে শুইয়ে কিছু নাহি বলে ॥ চাতরা-ওাত এহা দেখি দুক্ষিত হইল। ঘুমেতে কাতর হৈয়া শুইয়া রহিল চাতরাওাত ঘুমে যবে হৈল অচেতন। সজ্জা হৈতে সাহা জাদা উঠিয়া তখন ॥ ঘর হৈতে আস্তে২ বাহির হইয়া বকাওলির নিকটেতে পৌ-ছিল জাইয়া ॥ সা জাদার লাগী বিবি চিন্তীত আছিল। ইতি মধ্যে সাহা জাদা জাইয়া পৌছিল ॥ পহেলাতে হল খুসি তাহাকে দেখিয়া পরেতে দেখিলী যবে নজর করিয়া ॥ কাপড়ে হলুদের দাগ মিসী আছে দাঁতে। রইয়াছে মেহদির রঙ্গ দেখে পাও হাতে ॥ তখনি হইল শোবা দেলের বিচেতে। আছমান ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল ছেরেতে গোস্বা দেল হৈয়া বিবি লাগিল কহিতে। আয় সাহা জাদা আইলে বহু দিন পরেতে ॥ আজব রঙ্গেতে তুমি আসিয়া পৌছিলে। আসকের নাম একেবারে ডুবাইলে ॥ জিতা জানে না লইবে আসকের নাম দুনিয়ার বিচে তুমি করিলে বদনাম ॥ একথা কহিয়া বিবি দুক্ষিত মোনে-তে। কহিল গজল তাহা লিখিন্থ বিচেতে ॥

হিন্দি গজল।

আয় ছঙ্গদেলকেঁওকার তু এয়ছা কামকিয়া। দেখ তুহি কারকে এনছাফ আপনাহি দেল মে জারা ॥ জেক্কা গোল রঙ্গথা তো মেরে, ছঙ্গ হুয়া তেরের লিয়ে। তুনে অব হাতোকো আপনা হেনা কা রঙ্গ ছে রাঙ্গায়া ॥ মায় পাথর হো রাহি এহাঁ তু আএস কারতাহায় ওঁহা। গাঁরচে দেল লাগা কারকে খুসিকা খুব ধুম মাচায়া ॥ গোস্বা দেল এহা মেরা মোদাম খাতাহায় দাগ তেরা ॥ তু ওহাঁ খুসিছে আপনা গোলেন্দিগর কোঁ গালে লিয়া। দর্দ গমছে মরু এহাঁ তু সাদি কারতা হায় ওহা আয় ছেন্তেম গার ও বে রহম কেও এহ ছেতম বরপা কিয়া ॥ জেয়ছা দাগা কিয়া মুঝপার, গেরে পাথর তেরে

চাহপার, আশকর্কা নাম না লেকভি যা এহাছে আয় বেওফা
এই গজল পোড়ে বিবি আব দিদা হইয়া ।
করিলেক গান ফের বিনয় করিয়া ॥
গান রাগিনি বেহাগ তাল আড়া ।

এত সাধের প্রেম করে অদৃষ্টে আর শুখ হলোনা । সাধেতে বিসাদ হইয়া এখন আমার প্রাণ বাচেনা ॥ আগে নাহি বুঝে মোনে, মজিলাম নিষ্ঠুর সনে, আমি মরি জারি জন্নে, প্রাণ গেলেতো সে দেখেনা । আগে যদি জানতেম এমন, কঠিন পুরুসেরি মোন, না করিলে এ পিরিতি না ঘটীত এজাতনা ॥ ভেবে ছিলাম রত্ন শুখি, এখন সদা ঝোরে আখি, মানিক বলে ধর্জ্য ধরো আর কেন্দোনা আর কেন্দোনা ॥

তাজল মুলুকের খেদ উক্তি ।

লঘু ত্রিপদি । নিদয়ার বানি, সাহা জাদা শুনি, দুক্ষীত হইয়া মোনে । কাদিতে২, লাগিল কহিতে, ধারা বহে দুনয়নে ॥ সোন প্রাণে স্বরি, রুপসি শুন্দরি, চন্দ্রা মুখি মোম প্রাণ । আমিত তোমার, তুমিত আমার, নাহি করি অন্য জ্ঞান ॥ তোমার লাগিয়া, রাজ তক্ত ছাড়িয়া, ফিরি হইয়া জুগি বেস । জঙ্গল পাহাড়ে, ফিরি কষ্ঠ কোরে, আর ভ্রমি নানা দেস ॥ বটে সাহা হই, তব ছাড়া নই, দাস তব চরনেতে । গোস্ত পোস্ত মোর, সকলি যে তোর, প্রাণ মোম তব হাতে ॥ তোমাকে যে দিনে, দেখেছি নয়ানে, সে হইতে মোর প্রাণ শুপেছি তোমায়, কহিতে নিশ্চয়, নাহি জানি অন্য জন ॥ এদাস তোমার, হুকুম বরদার, জাহা কহ তাহা করি । আগুন বিচেতে, কিম্বা যে কুওাতে, কহ ঝাপ দিতে পারি ॥ যেথা সেথা রই, তোমা ছাড়া নই, বান্ধা আছিত নিকটে । বিপদে পড়িয়া, কয়েদ হইয়া, সাদি করিয়াছি বধে ॥ না করিলে বিয়া, কয়েদ থাকিয়া, মুক্তির নাছিল আসা । তোমার কারনে, মরিতাম সেখানে, ঘটিত কত দুরদসা ॥ তুমি এখানেতে, বিচ্ছেদ জালাতে, প্রাণ হারাইতে সেসে । চারা না দেখিয়া, করিয়াছি বিয়া, গোস্বা হও ভাগ্য দোসে ॥ কহে বকাওলি, নির্বোধ পাইলি, কহ কতো বানাইয়া । খবরে পড়িয়া, কেন্দ্র করে বিয়া, তাজ্জব হইনু শুনিয়া জাহবার হইল, ভাগ্যো জাহা ছিল, গোজারিল মোর পরে । নাম আসকের, নাহি লেহ ফের, হেথা হইতে জাহ দুরে ॥

গান তাল জৎ ॥

যে দাগা দিয়াছ প্রাণে ভুলিতে কি পারি আর। জাও জাও সা জাদা তোর পিরিতে নমস্কার॥ আগে নাহি বুঝে মোনে, মজিলাম নিঠুরের সনে, কুল গেল কলঙ্ক হলো এখন প্রাণে বাচা ভার। জাল্যায় জলেছি যত, তোর গুনের গুন কব কত, এই হইতে হলেম খেস্ত করবনা পিরিতি আর

একথা শুনিয়া, মিরাস হইয়া, কান্দে সাহা জারে জারে। কান্দিয়া২, অস্থির হইয়া, গিরিল পাএর উপরে॥ গেরে যবে পায়, বিবি দেখে তায় কান্দিয়া উঠাইল ধরে। গায় লাগাইয়া, কাছে বসাইয়া, প্রকাস করে সাএরে

পয়ার ছন্দ॥ সাহা জাদার মাথা বিবি উঠাইয়া লিল। কান্দিয়া পায়েতে ধোরে কহিতে লাগিল॥ যা করেছ প্রাণ নাথ ভালাইর তরে। তাহাতে নারাজ আমি নহে জে অন্তরে॥ যা কহিনু কেবল মাত্র মুখেতে তোমার। দেল হৈতে না বলেছি জানিবে নিশ্চয় আমি তো আওরত জাতি কি পারি বুঝিতে। জে কাজ করেছ তুমি ভালাইর শাতে॥ তাহা না করিলে তুমি ফাটকে মরিতে। আমিও তোমার লাগী মরিতুন এথাতে॥ তোমার খুসিতে জান খুসি জে আমার হর হালে রাজি আমি উপরে তোমার॥ এই রুপ দুই জনে কথায় আছিল। নিশী অবসানে কোকিল ডাকিতে লাগিল॥ তাজল মুল্লক তবে সেখানে থাকিয়া। চাতরা ওত নিকটেতে গেল যে চলিয়া জাইয়া পালঙ্ক পরে সুইয়া রহিল। সুয্য উদয়ে দোহে জাগীয়া উঠিল খোসাল খাতেরে দোহে বসে একাসনে। নানা স্থানের কথা কহে খোসালিতে মনে॥ এইরুপে দিবসেতে কথায় কাটায়। রাত্র হলে বকাওলির নিকটেতে যায়॥ এই হালে কত দিন গোরিয়া গেল। রাজ বালা দেলে অতি দুক্ষীত হইল॥ এতদিন হয় সাদি এহার সঙ্গেতে। না পেরে দেলের সাদ রহিল দেলেতে॥ স্ত্রী পুরুষের রিত সংসার যেমন। নাহি দেখি এর কাছে তাহা কদাচন॥ এই সব কথায় দেলে নারাজ হইয়া। বাপের নিকটে গেল্লা করিল জাইয়া সোন বাবা কহি আমি তোমার হুজুরে। সারা নিসী সাহা জাদা নাহি থাকে ঘরে॥ ছোবে হৈলে আইসে ঘরে রাত্রে কোথা যায়। ভাল মন্দ কথা কিছু কভু নাহি কয়॥ এইকথা সুনিয়া রাজা তাজ্জব হইল। কএক চালাক লোক তাইন করিল॥ সাহাজাদা রাত্রে কোথা যায় গোপনেতে। দেখিয়া আসিবে খুব হুসিয়ারির শাতে॥ তারা গীয়া গোপনেতে সন্ধান রহিল। সাহা জাদা যেই সমে মন্দিরেতে গেল॥ সারা নিসী

গোপোনেতে সেখানে থাকিয়া। রাজার নিকটে কহে বয়ান করিয়া নদী তিরে মন্দির জেথা গীয়া সেখানেতে। সাহা জাদা থাকে সেই মন্দির বিচেতে ॥ এই কথা মহারাজা জখনে শুনিল। ভালো ভলে ছঙ্গ তরাস মাঙ্গাইয়া লিল ॥ হুকুম করিল রাজা তাহা সবাকারে। জে মন্দির আছে এই সরবর তিরে ॥ মাটি সহ সেই মন্দির ডালো ওখাড়িয়া। নদির বিচেতে শীঘ্র দেহোনা ডালিয়া ॥ ছঙ্গ তারাস সকলেতে তেয়ছাই করিল। ওঠাইয়া সে মন্দির নদিতে ডালিল মন্দির বলিয়া কিছু না রহে নিসান। বেনেসান করি আইল জেমোন ফরমান॥সাহা জাদা নিসীজোগেগেলসেখানেতোনাহিক মন্দিরসেথা পাইল দেখিতে॥ মন্দির বলিয়া কিছু চিহ্ন মাত্র নাই। খালি জমি আছে পড়ে দেখিল এয়ছাই ॥ মন্দির নাহিক সেথা যখন দেখিল আছমান ভাঙ্গিয়া যেন ছেরেতে পড়িল ॥ বেহোশ হইয়া তবে গিরিল জমীনে। জার-জার কান্দে ধারী বহে দুনয়নে॥লোটাইয়া কান্দে সাহা জমির পরে। উপাথর উঠাইয়ে মারে আপনার ছেরে ॥ নানা রূপে বিনাইয়া লাগিল কান্দিতে। এই ধুয়া গায় ফের লিখিনু নিচেতে

ধুয়া। আমি করি কি উপায়। আমারি প্রানের প্রাণ গেল সে
কোথায় ॥ না হেরিয়ে তার মুখ, বিদরিয়া যায় বুক, সহেনাহ
দুখ প্রাণ ফেটে যায় ॥ এখানে মন্দির ছিল, আকশ্মাৎ কোথা
গেল, হায় বিধি কি হইল, হায় হায় হায় ॥ সে আমার
প্রানের প্রাণ, প্রাণ গেল কি বাচে প্রাণ, জল বিনে মিন বাচে
কখন সুনেছ। কোথায় কোথায়রৈলে প্রাণে স্মরি, দেখাদাও
প্রাণ পায়ে ধরি,দেখো আসিতবো দাস মরিছে হেথায় ॥ তব
লাগি রাজ্য তেগী, হৈয়ে বেড়াইতেছি জুগী, কি দোসেতে
ছেড়ে গেলে হইয়া নিদয় ॥ মানিক বলে ধজ্য ধরো কিছু
দিন ছবর কুর, থোড়াদিন বাদে তারে মিলাবে খোদায় ॥

বকাওলি এক কৃসানের ঘরে জন্মী হয় ও তাজল মুল্লকের সঙ্গে মিলন হইয়া চাতরাওত সহ আপন দেসে জাইবার বয়ান ঃ

পয়ার ॥ নদী তির পোড়ে সাহা বহুত কান্দিয়া। আখেরে নিরাস হৈল ছবর করিয়া ॥ চাতরাওত মিলন বিনে না দেখে উপায় নদী তির হইতে উঠে সেখানেতে যায় ॥ সুইয়া রহিল মর্দ বিবির কাছেতে। চাতরা ওত নিদ্রাভঙ্গে পাইল দেখিতে ॥ সাহা জাদা

শুইয়ে আছে পালঙ্ক উপরে । খোসাল হইল বিবি দেখিয়া তাহারে গলে গলে ধরে তবে শুইল দোহায় । নাচারিতে সাহা জাদা না দেখি উপায় ॥ তাহার যে মোনসাদ খুব মেটাইল । ওম্মেদের কলি তার বিকশীত হইল ॥ আসক আগুনে পোড়ে আছিল যেমন । মেলন বারিতে ডাণ্ডা হইল তেমন ॥ খুসি হালে দুই জনে রহিল শুইয়া নিসী অবসানে দিন পৌছিল আসিয়া ॥ উঠিল বিছানা হৈতে হাম্মা মেতে গেল । গোছল করিয়া ফের ঘরেতে আইল ॥ খাবার ছামানা যত আনিয়া জোগায় । খোসালিতে দোহে বসী একসাতে খায় উভয়২ খুব পীরিতী হইল । খুসি খোসালিতে ঘরে রহিতে লাগিল এই সব কথা আমি রাখিনু এখন । বকাওলির কথা এবে করিজে বর্ণন বকাওলির মন্দির যেখানেতে ছিল৷ কৃশান এক চাশ করি শরিসা বুনিল শরিসা হইল খুব সেই জমিনেতে। ফুল দার হৈল সবে বাহার দেখিতে এক দিন তাজল মুল্লক সেখানেতে। দেখিল বাহার খুব হৈয়াছে ফুলে- তে ॥ কহিতে লাগিল তবে সে ফুলের তরে । আয় ফুল পুছি আমি এবে তোমাদেরে॥ মেরা মাশুকের বোয় আসে তোমা হৈতে। কোথা গেল মাশুক মোর পারকি কহিতে ॥ দোহাই তোমার যদি জান সমাচার । বাতাইয়া দেহ মোরে খবর তাহার ॥ ফুল নিরক্ষিয়া কত আফছোছ করিয়া । আপনার বাস গৃহে গেলজে চলিয়া ॥ চাত্তরাওা- তের সঙ্গে রহিতে লাগিল । এই হালে কত দিন গোজারিয়া গেল শরিসা পাকিল যবে কৃসান আসিয়া । তামাম শরিসা আসি নিল ওঠাইয়া ॥ পুর্ব্ব পর চাসীদের রিত এই ধারা । যে কৃসান জম্মে খেতে আগে খায় তারা । সরিসার তেঁল তবে তৈয়ার করিল । প্রথমে আপনা ঘরে শেশ তৈল খাইল ॥ কৃসানের স্ত্রী সেহ বাঝা যে আছিল । তেলের বরকতে তবে হামেল হইল ॥ নও মাস গতে এক কন্যা হৈল তার ঘরেতে মসাল যেন জালিল তাহার ॥ তাহার রূপের কথা কি কহিব কায় । চন্দ্র শুয্য দেখে রূপ লাজেতে লুকায় ॥ শুনিয়া সকল লোক তাজ্জব হইল। বাঁঝা আওরাতরে ঘরে ফরজন্দ জম্মীল॥ শরিসার তৈলের গুন আছিল এমতে। বাঝা নারির হৈল কন্যা মসহুর দেসেতে ॥ জেই সোনে সেই আসে দেখিতে কন্যায়। দেখিয়া দেসের লোক তাজ্জবেতেরয় ॥ ক্রমেসে তাজল মুল্লক খবর সুনিলো। কন্যা সহ কৃসা- নেরে মঙ্গাইয়া লিল ॥ দেখিয়া তাজল মুল্লক পাইল চিনিতে। মেরা মাশুকের বোয় আছে যে এহাতে ॥ রঙ্গ চেহরাজতো কিছু মেরা

মা শুকের। কৃসানের ঘরে জনম লইয়াছে ফের॥ এতবলি খোদ মাম দিয়াজে কৃশানে। তাকিদ করিয়া তারে কহিল তখনে॥ সাবধানে এই লাড়কি পালন করিবে। কোন রুপে তদবিরেতে দুক্ষ নাই দিবে॥ টাকা কড়ি লিয়া কৃসানে হইল বিদায়। কন্যাসহ পৌছে গীয়া আপনা আলয়॥ পালিতে লাগিল কন্যা যখন করিয়া। সাত বচ্ছরের ছেন হইল আসিয়া॥ জাগায়২ হৈতে ঘটক আইল। জার২ মোত সেই পয়গাম কহিল॥ কৃসানে কাহার সেই জওাব নাদিল সবাকার তরে এই কথাজে কহিল॥ এই কন্যা যেই সমে সেঠ না হইবে। জাহার তরেতে বিবি পছন্দ করিবে॥ তাহার সঙ্গেতে সাদি হইবে নিশ্চয়। এই কথা শুনে সবে ফিরে ঘরে যায়॥ দশ বচ্ছরের ছেন হইল যখন। সাহা জাদা ঘটক এক পাঠায় তখন॥ সাদির পয়গম লিয়া ঘঠক যইয়া। কৃসানের কাছে কহে বয়ান করিয়া॥ শুনিয়া কৃসান কহে মোরকি মোরাদ। বাদসার দামাদে আমি করিব দামাদ॥ গরিব নাচার আমি মুঝে না সম্ভাবে। সাদি দিলে আখেরেতে ফল এইহবে বাদসার বেটীর দাসি বানাবে শেষেতে। হায় হায় কি হইল আমার ভাগ্যেতে॥ এয়ছা রুপবতি দিব দাসি বানাইয়া॥ উপায় না দেখি কিছু ভাবিয়া চিন্তীয়া॥ বকাওলি শুনে বলে চিন্তা নাকরিবে। বকাওলি পরি নাম আমার জানিবে॥ কিছু মাত্র আন্দেসা না করিবে দেলেতে গোলে রঙ্গিন থাকে বাদসাদের গলেতে॥ এই কথা কইয়ে লোকভেজ তার কাছে। আর এক বচ্ছর ছবর করে দেল বিচে॥ কৃসান শুনিয়া তাহা খামস্ব রহিল। ঘটক শুনিয়া অতি খুসী হইয়া গেল। বকাওলির মুখে যত গেল সে শুনিয়া। সা জাদার কাছে কহে বয়ান করিয়া॥ তাজল মুল্লক শুনে খোসাল হইল। মাত্তার শীন্দুক যেন কাঙ্গাল পাইল॥ এনাম বখসীস খুব দিয়া ঘটকেরে। বিদায় করিয়া দিল খোসাল খাতেরে॥ তার পরে বসে২ লাগিল ভাবিতে। এই বার মাস আমি রব কি রুপেতে॥ সায়ের কহিছে রহ ছবর করিয়া কোম রুপে বারমাস যাবে গোজরিয়া॥

বারমাস বর্ণনা।

আমি কেমনে রহিব পাসরিয়া। প্রাণ প্রিয়ে বিনে আমার দুক্ষে দহে হিয়াহে॥ এহিত বৈশাখ মাসে নানা পুষ্পের বাহার। জার প্রিয়ে গোলে বকাওলি॥

কাছে গেলে দেয় পুষ্পহারহে ॥ মোর প্রিয়ে নাহি কাছে কারে দিব হার।এফুলের বাহার আমার অগ্নী অবতার হে ॥ এহিত যে জৈষ্ঠ মাসে অম্ব পাকো গাছে। মন শুখে খায় খাওায় জার প্রিয়ে কাছেহে ॥ মোর প্রিয়ে নাহি কাছে কে খাওাবে মোরে। তাহাতে বঞ্চীত আমি পরাণ বিদরে হে ॥ এহিত আষাঁড় মাসে মেঘের গরর্জ্জনি। প্রিয়ে কাছে নাই আসে ভয়ে মেঘনাদ শুনিহে ॥ ভয়েতে হইয়া বেস্ত ধরে সামটিয়া মোর প্রিয়া নাহি কাছে কে ধরে আসিয়াহে ॥ এহিত স্রাবণ মাসে বর্ষার বাহার। নানা রুপে করে কেলি যত জল চরহে ॥ আর স্রাবণ মাসে নানা পুষ্প বিকসীত। ভ্রমরা ভ্রমরি হইয়া অতি আনন্দিত হে সুখে মধু পান করে নানা ফুলে পরে। প্রিয়ার বিচ্ছেদে আমার পরাণ বিদরে হে ॥ এহিত ভাদ্র মাসে জলের অতি বেগ। কোসা আরহনে বেড়ায় আসক মাশুকহে ॥ মোর প্রিয়া নাহি বেড়াইব কাকে লিয়া প্রিয়া বিনে দিবা নিসী জলে মোর হিয়াহে ॥ এহিত আশ্বিন মাসে বৃক্ষ শুসুভিত।প্রিয়া বিনে সে সব সোভায় আমিত বঞ্চিতহে॥ এহিত কার্ত্তিক মাসে মধু বৃষ্টী হয়। পড়িলে হস্তীর সীরে গজমতি হয়হে ধান্যাদি নানা বৃক্ষ হয় গর্ভবতি । জাহার কপাল ভাল তার জম্ম মতিহে॥প্রিয়া বিনে সেসব হৈতে আমিত নিরাস।বিরহজালাতে মোন থাকেত উদাসহে॥এহিত আগ্রহিয়ন মাসে সীতের আগত।নারি পুরুষ সকলেতে রবে এক সাতহে ॥ বৃথা এ জীবন মোর প্রেম করারে বিফল প্রিয়া বিনে অন্ন কার আমার সকলহে ॥ এহিত যে পৌশ মাসে নানা খাদ্দের বাহার সকলেতে খাবে শুখে কে খাওাবে মোরেহে ॥ এহিত যে মাঘ মাসে সীতের অতিবেগ। লেপ গাত্রে নারি পুরুস থাকে এক সাতহে ॥ মোর প্রাণ প্রিয়া নাহি কে রহিবে কাছে। বিরহ অনলে প্রাণ দাহন হইতেছেহে ॥ এহিত ফালগুণ মাসে বসন্তের বাহার । কুকিলা করিছে গান কুহু২ স্বরেহে ॥ ভ্রমরা ভ্রমরি এসে নানা ফুলে পড়ে। মধু খাইয়ে করে গান গুন২ স্বরেহে ॥ বিরহে বিচ্ছেদে পোড়া অন্তর জাহার । কুকিলের স্বরে প্রাণ বাঁচা তার ভারহে ॥ এহিত যে চৈত্র মাসে গ্রিসী অতিসয় । প্রিয়া জাঁর আছে হাওা করে নাথের গায়েহে ॥ মোর প্রিয়া নাহি হাওা কে করে মোর গায়ে। বিরহ বিচ্ছেদ জাল্লায় প্রাণে দাহ হয়ে হে ॥

পয়ার ॥ কুদীন বাটিয়া বকাওলির যবে গেল । শুভ

দিন উপস্থীত আসী দেখা দীলে ॥ ছমনরু পরি তকে-খানচায় পুরিক্কা বকাওলির অলঙ্কার পোসাক লইয়া ॥ হাজার২ পরি লইয়া সঙ্গেতে খাড়া২ পৌছে বকাওলি যে খানেতে ॥ ছেঙ্গার করিয়া খুব বকাওলির তরে। জেওর পোষাক পেন্দাইয়া দিল তারে ॥ বকাওলি পরি তবে ডাকিয়া কৃসানে। কহিতে লাগীল তারে শীরিনি জবানে এতদিন ছিলাম আমি ঘরেতে তোমার। এখনেতে যাই আমি দেশে আপনার ॥এত বলি কৃসানের হাতেতে ধরিয়া । ঘরের পিছনে গীয়া দিল দেখাইয়া ॥ এক ডেগ মহর গাড়া আছে এখানেতে। ওঠাইয়া লিয়া খাও খোসাল দেলেতে ॥ এত বলি তক্ত পরে ছওার হইল চাতরাওাত যেথা ছিল্ জাইয়া পৌছিল ॥ তক্ত পরে পরি সবে বাহিরে রাখিয়া । মহল বিচেতে গেল একেলা চলিয়া ॥ চাতরাওাত জেথা ছিল জাইয়া পৌছিল। আপনা বহিন হেন হাতেতে ধরিল ॥ চাতরা ওাতদেখে তাহা অতি বেস্তহৈয়া।বকাওলির তরফেতে রাহিল চাহিয়া বকাওলি কহে কোন চিন্তা না করিবে। আপনা বহিনু হেন আমাকে জানিবে ॥ সা জাদার খাহেস যদি থাকেত দেলেতে। উঠে খাড়া হও চল তাহার ঘরেতে ॥ আপনার ঘর সেই দেলেতে বুঝিবে। চল সেখানেতে আর দেরি না করিবে ॥ চাতরাওাত বলে ধোন প্রাণ যে আমার। সকলি শুপিয়া দিছি হাতে সা জাদার ॥ জেথা জাবে সেথা জাব আমি দাসী তার। জীবনের জীব সেই জানিবে আমার ॥ বকাওলি শুনে দেলে খোসাল হইল। পরি সবাকারে তবে হুকুম করিল ॥গোপন হইতে জাহের হও সকলেতে। প্রকাস হইল তবে যত পরিজাতে ॥ এত পরি বকাওলির সঙ্গেতে আছিল। জঙ্গল দিপের জাগা খালি না রহিল ॥ দেখি সহরের লোক গেলো ডরাইয়া। চতরসেন রাজা দেলে দহসত পাইয়া ॥ তাড়া তাড়ি করে গেল মহল ভিতরে। সাহা জাদা চাতরাওাত ছিল যেই ঘরে ॥ সাহা জাদা দেখা মাত্র উঠে খাড়া হয়। আদবের সাতেলিয়া বিছানে বসায় ॥ তার পরে সব হাল শুনাইল তারে। মহারাজা শুনে কহে বকাওলির তরে ॥ চাতরাওাত বেটী মেরা জান বরাবর। দাসী তুল্য জানিবা যে দেলে আপনার॥ মেহের করিয়া এরে আপনা জানিয়া এত বলি হাতে হাতে দিলেক শুপিয়া ॥ সাহা জাদা বকাওলি চাতারাতে লিয়া। তিন জনে বসীলেক তক্তেতে জাইয়া ॥ নর

নরমালা চপলা দোহে আদবের সাতে। ছামনেতে বসিলেক তক্তের পরেতে॥ পরিগণ তক্ত লিয়া উড়িয়া চলিল। খাড়া খাড়া মোল্‌ক নেগারিনেতে পৌছিল॥বকাওলি চাতওরাত মহল্লেতে গেল। সাহা জাদা আইল দেসে মসহুর হইল॥ বাহরাম খবর শুনে খোস্সাল হইয়া নজর নেয়াজ লিয়া আইল চলিয়া॥ নজর ধরিল গীয়া সা জাদা হুজেরে সাহাজাদা খেলাত কত দিল বাহরামেরে॥ তার পরে সাহা জাদা মহল্লেতে গেল। দেলবর মাহমুদা দেখে খোসাল হইল॥ আরকান দওলাত যত ছিল সা জাদার। দেলেতে হইল সবে খোসাল হাজার যতেক আছিল দুঃখ সব দুরে গেল। শুখের সাগরে ঢেউ খেলিতে লাগিল॥ সায়ের কহিছে শুখের কমি কবি তার। নিজে সাহা আর এমন রমনি জাহার॥

গান তাল আড় ঠেকা।

শুখের সিমা কি তাহার, এমন রুপসি নারি ঘরেতে জাহার, একে সবে রূপবতি, তাতে আবার ধোন পতি, নিজে বটে ভুপতি, ধর্ম্মাবতার, পরিগণ জার তাবে, তার দুঃখ কি আর ভবে, শুখ দিনে দুঃখ তার রবে কি প্রকার, মানিক বলে সত্য এই, নিতান্ত দুক্কিত জেই, এমন রমনি পাইতে বাসনা তাহার'

তাজল মুল্লুক আপন বাপ ও ফিরোজ সাহা ও মজফ্ফার সাহাকে পত্র লেখে ও সকলে তাজল মুল্লুকের সঙ্গে সাক্ষ্যাত করিতে আইসে রুআফজার উপর বাহরাম আসক্ত হয় তাহার বয়ান।

পয়ার সাহা জাদা ঘরে আসি খোসাল অন্তরে। ভেজিল লেখন লেখে সাবাকার তরে॥ আপনার হাল যত লেখনে লিখিয়া পরি সবাকার হাতে দিল পাঠাইয়া॥ জয়নাল মুল্লুক সাহা লেখন পাইয়া দেলের বিচেতে অতি খোসাল হইয়া॥ লস্কর আর হাতি ঘোড়া তৈয়ার করিয়া। আপনার খাছ বেগম সঙ্গেতে লইয়া॥ সা জাদার মোলাকাতে রওনা হইল। খোসাল খাতেরে সবে রাহেতে চলিল॥ ফিরোজ সাহা লেখা পাইল যখনে। জমিলা খাতুন সহ খোসালিত মোনে॥ পরির লস্কর যত সঙ্গেতে লইয়া। মোলক নেগারিনে গেল রওানা হইয়া॥ মোজাফার সাহী খুসি হৈয়া অতিশয়। সঙ্গে লিয়া হোছনে আরা রুআফজায়॥ হাজার২ পরি সঙ্গেতে লইয়া। সা জাদার মোলাকাতে গেলজে চলিয়া॥ থোড়া দিনে মোল্‌ক নেগারিনেতে

পৌছিল। সকল বাদসার দল আসিয়া জুটীল॥ তাজল মুল্লুক আসি সবাকার তরে। আগু বাড়াইয়া তবে লিয়া গেল ঘরে॥ জলুস তৈয়ার করে অন্দর বাহিরে। সহর বাজার আর যত ঘরে ঘরে॥ নাচ রঙ্গ গীত বাজা হইতে লাগিল। তিন দিন তিন রাত্র জসন রহিল॥ তার পরে সকলেতে হইয়া বিদায়। আপন২ ঘরে সবে চলে যায়॥ বকাওলি কহে তবে ফিরোজ সাহায়। কিছু দিনের তরে রেখে জাহ রুআফজায় ফিরোজসাহা শুনে রাজি তাতে হৈল। রুআফজায় রেখে সেথা সবে চলে গেল॥ বকাওলি রুআফজায় খাব গার তরে। আকিকের ঘর দিল মকর্র করে॥ পহর রাত্র তক কথায় কাটায়। আহারান্তে আকিকের দালানেতে যায়॥ এইরূপে কিছু দিন গোজারিয়া গেল এক দিন রুআফজা নিদ্রায় আছিলো॥ খিরকি হইতে কেস গেরে বাহিরেতে। সবে চেরাগ লাল এক গাথা ছিল তাতে॥ সাম্মা হেন সেই লাল আছিল জ্বালিতে। বাহরাম আছিল বাগে ছয়ের করিতে চান্নির বাহার তাতে মোন্দা২ বায়। বাহরাম ছয়ের করি বাগানে বেড়ায় আচানক নজর পড়ে খিরকির পরেতে। দেখিল মসাল হেন আছেত জলিতে॥ দেখিয়া দেলেতে এই খেয়াল করিল। সাপ বুঝি মুখ হৈতে মানি ওগালিল॥ সে মনির জোত এই হইতে যে পারে। খেয়াল করিয়া এয়ছা দেলের ভিতরে॥ কতক্ষণ ধেয়াইয়া চাহিয়া রহিল। খিড়কি হইতে কেশ বাহিরে দেখিল॥ গওহর সব চেরাগ গাথা সে কেসেতে তাহার রওসনি এই বুঝিল দেলেতে॥ দেখিয়া খেয়াল হয় দেলেতে তাহায়। বকাওলি শুইয়ে আছে সোবানাই তায়॥ এই ভাবনায় রাত্র পোহাইয়া গেল। বেহানেতে ছমনরূর কাছেতে পুছিল॥ আকিকের দালানেতে কেবা শুইয়ে রয়। ছমনরূ কহিল থাকে সেতা রুআফজায় রুআফজার কথা যদি বাহরাম শুনিল। আসকের তির তার বুকেতে বিন্দিল॥ বেকারার হালে দিন দিল কাটাইয়া। দিবা অবসানে নিসী পৌছিল আসিয়া॥ দু পহর রাত্র যবে হইল গগনে। বাহরাম গোপনে গীয়া পৌছিল সেখানে॥ কামান্দ ডালিয়া সেই দালানে চড়িল বে ধড়ক দালানের বিচে চলে গেল॥ নজর করিয়া দেখে পালঙ্ক সোনার। রুআফজা শুইয়া আছে চান্দের আকার॥ গায়েতে বসন নাহি উলঙ্গ হালেতে। অচেতন হইয়ে শুয়ে আছে বিছানেতে॥ কুচ স্তম্ভ দুটী আছে স্ফুটিত হৈয়ে। ধজ্জা না ধরিতে পারে সে হাল দেখিয়ে

মেলনের মজা কভু নাহি চিনে ছিল। বদ মস্ত হৈয়া তবে হামা গোস হৈল ॥ গলে গলে বুকে২ লাগায়ে তখন। অধরে অধর দিয়া করেত চুম্বন ॥ রুআফজা বিবি তবে চেতন হইল। বাহরামে দেখিয়া বিবি চিনিতে পারিল ॥ জদ্দিচ বাহরাম পরে আসক আছিল। তবু তারে সেহি কাম বুরাই জানিল ॥ বহুত হইয়া গোস্বা বাহরামের পরে। তামাচা মারিল গালে অতিশয় জোরে ॥ তামাচার চোটে মর্দ্দ খিড়কি হইতে।নিচেতে গিরিয়া তবে লাগিল কান্দিতে॥আখেরে লাচার হৈয়ে কান্দিয়া২। আপনার ঘরে সেই গেল যে চলিয়া ॥ রুআফজার ইস্কির তির লাগিয়া বুকেতে। অস্থির হইল সেই বিষের জালাতে ॥ নাহি খায় খানা পানি না করে আরাম। গোমগীন হালে থাকে ছোবে আর শাম ॥ রুআফজা বিবি হোথা লাগিল ভাবিতে॥ না হয় উচিত্ত আর এখানে থাকিতে ॥ কিজানি একথা যদি শেষে রাষ্ট হয়। হাসিবেক সকলেতে দেখিয়ে আমায় ॥ বকাওলি শুনে কত তানাজে করিবে হাসীয়া২ কত কথা শুনাইবে॥এই সব ভাবা গোনা করিয়া দেলেতে নিসী অন্তে গেল বকাওলির কাছেতে॥ জাইয়া কহিল আমি জাবো নিজালয়। খোসাল খাতের মোরে দেহো না বিদায় ॥ বকাওলি কহে কেন উতালা হইলে। আর কিছু দিন রহ খোসালিত দেলে রুআফজা কহে আর দেরনা করিব। অবিশ্বই আজ আমি ঘরেতে জাইব বকাওলি নানা রুপে মানা যে করিল।না শুনিয়া তাহা নিজস্থানে চলে গেল ॥ জজিরা ফের দৌছে গেল আপনা আলয়। কিন্তু বাহরামের কথা দেলে সর্ব্বদায় ॥ তাহার ইস্কীর তির বুকেতে বিন্দিয়া।সে বিসের জলনেতে কাতর হইয়া॥গোলাবের ফুল হেন চেহরা আছিল। অসক আগুনে পুড়ে কালা হয়ে গেল ॥ শুইতে বসিতে বাহরামের কথা মোনে। দিবা নিসী জলে মরে আসক আগুনে ॥ এখানে বাহরাম সেই রুআফজা কারণে। হায়২ করে ধারা বহে দুনয়ানে ॥ নাহি খায় খানা পানি না করে আরাম।কেবল মুখেতে তার রুআফজার নাম এই সব কথা সমনরু পরি বিনে। আর২ অন্য লোকে কেহ নাহি জানে ॥ এক রোজ ছমনরু কহে বাহরামের। কি লাগিয়া এয়ছা হাল হইল তোমারে ॥ বাহরাম শুনিয়া কহে কান্দিতে কান্দিতে। কিছু না গোপন আছে তোমার কাছেতে ॥ ভালা বুরা যত কিছু মালুম তোমায়। মেহের করিয়া জান বাচাও আমায় ॥ আমার এ বিমারির দাওা

তেরা হাতে ।জান বখসী কর মেরা মেহের দেলতে॥ ছমনরু কহিল তারে সোনহে বাহরাম । ক্ষেন্ত হও ধর্য্য ধর ভাল নহে কাম তাহার খেয়াল তুমি ছাড় দেল হৈতে। যেনও এনছানে মিল হবে কি রূপেতে ॥ পরি আর আদমেতে মিল হওা ভার। যদি হয় কোন রূপে বড়ই দেসওার ॥ বকাওলির লাগে মোন সা জাদার পরেতে তবেত হৈয়াছে মিল বড়ই কষ্টেতে ॥ প্রেম কঠীন কাম না পারিবে তুমি। অতএব বারে বারে মানা করি আমি ॥

গান।

বারে বারে আমি করিরে মানা। করোনা২ প্রেম করোনা২, পিরিতী বেদনা যে যন জানেনা। সে যেন করেনা ভাল হবেনা হবেনা ॥ প্রেম ফাঁদে যে পড়েছে প্রমের মর্ম্ম সে বুঝেছে। মানিক বলে সে যেন আর ছাড়েনা২

ছমনরু নানা রূপে বাহরামে বুঝায়।ধর্য্য নাহি ধরে মর্দ্দ কান্দে উভরায় ছমনরু কতমোতে বুঝাইল তারে। কিছুনা প্রবোধ মানে হায় হায় করে ॥ কান্দিতে কান্দিতে তবে বেহোষ হালেতে । আরম্ভিল এই গান লিখিনু নিচেতে ॥

গান তাল আড়া ঠেকা ॥

তারে ভুলিব কেমনে, সে আমার নয়ানের তারা জিবের জীবন, আমি কি ভুলিব তারে, মোন নাহি ধর্য্য ধরে মনি হারা ফনির মোত ফেরে সর্ব্বক্ষণ, মিন যেমোন জল বিনে, তিলেকেতে মরে প্রাণ, তেমনি মনি তাহা বিনে আমার জিবান্তে মরন, মানিক বলে ধর্য্য ধরো কিছু দিন বিলম্ব করো, বিধি যদি করে কৃপা হইবে মিলন

পয়ার ॥ এই গান করে মর্দ্দ কান্দিতে লাগিল।ছমনরুর দেলে অতি রহম্ হইল ॥ কহিতে লাগিল কিবা হবে আমা হৈতে পৌছাইয়া দিতে আমি পারি সেখানেতে॥ এত বলি বাহরামের কাছেতে আনিয়া। জানানা পোসাগ তারে দিল পেন্দাইয়া॥ যে খানে যে গহনা লাগে সব পড়াইল। ঠিক নব জুবতি সে বাহরাম হইল ছমনরু বাহরামের হাতেতে ধরিয়া। জজিরা ফের দৌছ দীপে চলিল উড়িয়া। ঘন্টা বিচে ফের দৌছেতে জাইয়া পৌছিল । রুআফজার মাম্বাতার নিকটেতে গেল ॥ রুআফজার মাম্বাত্রা যে বানুফ্রসা

নামেতে। বাহরামে লইয়া গেল তাহার ঘরেতে ॥ বানাফ্সা দেখিয়া আতি খোসাল হইল। সমাদরে নিয়া দোহে কাছে বসাইল ॥ হাল হকিকত যত লাগিল পুছিতে। বাহরামের কথা ফের পুছিল পশ্চাতে ॥ ছমনরু খবরী ক্রিয়াত সকল কহিয়া। বাহরামের কথা ফের কহে ভাড়াইয়া ॥ মেরা এই বহিনের দেলের বিচেতে। ছয়ের করিতে জজিরায় ফের দৌছেতে॥ বড়ই খাহেস আছে দেলেতে এহার। একারণে আনিয়াছি নিকটে তোমার ॥ মেহের করিয়া তুমি এহার উপরে। কিছু দিন রাখো এছে আপনার ঘরে ॥ দেল বাহলাইয়া ফের জাইবে দেসেতে। একারণে আনিয়াছি তোমার কাছেতে ॥ আপনা বহিন হেনো জানিবে এহায়। এহা বলি ছমনরু যে হইল বিদায় খোসালে বাহরাম তবে রহিল সেথায়। বানাফ্সার সাতে ছয়ের করিয়া বেড়ায় ॥ রোজ নয়া নয়া রঙ্গে লিয়া তারে যায়। নানা উপহার আনি বাহরামে খেলায় ॥ বহুত পেয়ার করে দেলের বিচতে। হরেক রকম মেওয়া খেলায় সদতে ॥ অধিন সায়ের তবে পয়ার ছাড়িয়া। ত্রীপদী ছন্দেতে এবে কহে বিরচিয়া ॥

বানাফ্সার মদদে রুআফজার সাতে বাহরামের মেলন হয় ও মুজফ্ফর সাহা বাহরামকে জানাইতে হুকুম দেয় তাহার বয়ান।

ত্রীপদী ॥ বানাফ্সা যে বাহরামেরে, রাখিয়া আপন ঘরে নানা স্থানে ছয়ের করায়। আপনা বহিন হেন, যানে তারে সর্বক্ষণ, নানা রূপে মেওা যে খওায় ॥ দিবা অবসান কালে, খোসাল হইয়া দেলে, ছেঙ্গারের পেটারা লইয়া। রুআফজার কাছে যায়, ছেঙ্গার করিয়া তায়, ঘরে ফের আসে যে চলিয়া ॥ এইরূপে নিত্য যায়, বাহরামে দেখিয়া তায়, দেল বিচে মছলত করিল। বানাফ্সা যে এক দিনে গীয়াছিল কোন খানে, বাহরাম সে সমায় পাইল॥ সাহস করিয়ে দেলে ছেঙ্গারের পেটরা খুলে, আইনা যে বাহির করিয়া। দেলেতে খেয়াল কোরে, আইনার পীঠ পরে, এই কথা রাখিল লেখিয়া ॥ বাহরাম লেখিল জাহা, অধিন সায়েরে তাহা, লেখে সবে সোন দীয়া মোন খোলাছা করিল তবে, লিখি তাহা সোনসবে, বাহরাম জেলিখিল কেমন

বাহরামের লিখিত শায়ের ॥

আয় জানিরূপ দেখে তোমার আইনা, মোহ হৈয়া মারে ঝলক গৌরবেতে আইনা, আগেনা তার আলো ছিল, তব রূপে আলো হলো,

এখনতবো রূপেরগুনে চমকেসেআইনা, তুমি রূপের মাধুরি, রূপেতে মন কর চুরি, আমার প্রতি দয়া করি দেখনা এই আইনা, মোর প্রতি হইয়ে বাদি, অন্য মতে দেখ যদি, চাহনিতে নিরবধি ঝলকে সে আইনা, আইনা সে সাদ করে, দিনান্তরে দেখে তোরে, আমি মরি বিরহেতে সাদ মিটায় আইনা ॥

ত্রিপদী । আইনার পিঠ পরে, লিখিয়া যে এ প্রকারে, ঝট করি রাখে বন্দ করে। বানাফ্সা আসিয়া ঘরে, পেটেরা হাতেতে করে, গেল সেই রূআফজার হুজুরে ॥ ছেঙ্গার করিয়া তারে, দেখায় আইনা ধোরে, দেখে বিবি নজর করিয়া। আইনাতে লেখা যাহা সকলি পড়িয়া তাহা, দেলে দেলে লইল বুঝিয়া ॥ বাহরাম আইল্ল হেথা, বোঝা গেল মর্ম্মকথা, আইনাতে সেই লিখিয়াছে। বুঝিয়া কাজেরখুবি, বানাফ্সায় কহে বিবি, এক কথা পুছিতেয়া কাছে ॥ হামেসা যে রহে জাহা, কোন চিজ কহো তাহা, আর কিবা সদা-সর্ব্বদায়। গমের সঙ্গেতে থাকে, বোঝাইয়া কহ মোকে, এই কথা জিজ্ঞাসি তোমায় ॥ বানাফ্সা অনেকক্ষনে, ধেয়াইয়া মনে মনে, কোন জওাব না পারিল দিতে। লাচার হইয়া দেলে, রূআফজার তরে বলে, আজ জওাব ন্যারিনু করিতে ॥ খোদা যদি ভাল করে, কল্য যে আসিব ফিরে, জওাব এর সোনাব তোমায়। বানাফ্সা এত বলি, নিজ স্থানে গেল চলি, মনে চিন্তা ঐ ভাবনায় ॥ বানাফ্সা সে ঘরে গেল, বাহরাম দেখিতে পাইল্ল, অতিশয় মলিন বদন। বাহরাম পুছিল তারে, চিন্তা জুক্ত দেখি তোরে, কহ বুয়া কিসের কারন। বানাফ্সা কহিল তারে রূআফজা জিজ্ঞাসা করে, এক কথা আমার কাছেতে। বাহরামপুছিল তারে, কিবা কথা কহ মোরে, পারি যদি সে জওাব দিতে ॥ অধিন মানিকতবে, ত্রিপদীছাড়িয়া এবে, পয়ারেতে কহে বিরচিয়া। রূআফজা সে জাহা পোছে কহি যে সবার কাছে, জওাব তার সোন মন্দ দিয়া

পয়ার । বানাফ্সা কহে এই পুছিল আমায়। কোন চিজ থাকে বলো সদা সর্ব্বদায় ॥ আর কোন চিজ সদা গমের সহিতে। দেল বিচে থাকে কহ আমার কাছেতে ॥ সুনিয়া বাহরাম কহে জওাব তাহার। কহ গিয়া রূআফজারে এমন প্রকার। যেই আসকের জানো মুখেরউপরে। মাসুক হইয়া হাতে তামাচা যে মারে ॥ হামে-

সাতো ছোরখরি থাক্কে সে আসকে। আর সদা সর্ব্বদাই চক্ষু তার থাকে॥ এই কথা কহ গিয়া রুআফজার তরে। বানাফ্‌সা যে এহা শুনি খোসাল অন্তরে॥ রুআফজার কাছে গিয়া জওাব কহিল। রুআফজা শুনি জওাব বুঝিতে পারিল॥ বাহরাম এখানেতে আইল নিশ্চয়। এইজওাব সিখাইয়া দিল বানাফ্‌সায়॥ বানাফ্‌সার তরে ফের পোছে রুআফজায়। এইজওাব সিখাইয়া দিলকে তোমায়॥ফানাফসা কহে আজ শুইয়া নিসীতে। এই কথা আসিয়াছে মেরা খেয়ালেতে রুআফজা জেদ করে তাহাকে পুছিল। হরগেজ একথা তেরা দেলে না আইল॥ ঠীক কহ কেবা সেখাইয়া দিল তোরে। ভাড়াইয়া নাহি কহ আমার হুজুরে॥ লাচার হইয়া তবে কহিতে লাগিল। ছমনরু বহিনে তার হেথা রেখে গেল। সেই এসকল কথা সেখাইল মোরে। নিশ্চয় কহিনু আমি তোমার হুজুরে॥ আফজা কহিল তারে দেখাও আমারে। আজলিয়া আইস তাকে আমারহুজুরে॥ বানাফ্‌সা কহিল আজ আনিব তাহায়। এত বলি বানাফ্‌সা যে হইল বিদায় অধিন সায়েরতবে পয়ার ছাড়িয়া। ত্রিপদীছন্দেতে এবেকহেবিরচিয়া

লঘু ত্রিপদী। বানাফ্‌সা খুসিতে, আসিয়া ঘরেতে, বাহরামেরে সাজাইয়া। পোস্যাক জিওরে, সাজাইয়া তারে, লিয়া গেল খুসি হৈয়া॥ রুআফজা দেখিয়া, বাহরামে চিনিয়া, আর কিছু নাহি কয়। বাহরাম তখনে, বুঝিল যে মনে, চিনিতে নারে আমায়॥ আইনাতে জাহা, লিখিয়াছে তাহা, বুঝি নাহি দেখিয়াছে। পুর্ব্ব কথা জাহা, একেবারে তাহা, সকলি ভুলিয়া গেছে॥ বানাফ্‌সা তখনে, রুআফজা ছামনে, বসিলেক কাকুই লিয়া। বান্দিলেক কেশ, রূপে হৈল বেস, রুআফজা তাহা দেখিয়া॥ আইনা চাহিল, বাহরাম শুনিল, আইনা উঠায়ে লিল। উলটা যে করিয়া, আইনা ধরিয়া, রুআফজার হাতে দিল॥ রুআফজা দেখিয়া, হাঁসিয়া২, কহে তবে বানাফ্‌সারে। তোমার বহিন,বুঝি চক্ষু হিন,আইনা দিল উলটা করে যে হউক এহারে, আজিকার তরে, রেখে জাহ মোর ঘরে। হাঁসিব খেলিব, কৌতুক করিব, সঙ্গে লইয়া যে এহারে॥ বানাফ্‌সা সুনিয়া খোসাল হইয়া, রেখে গেল বাহরামেরে। কি হইল পরে, কহে তা সায়েরে, ত্রিপদী ছাড়ি পয়ারে॥

পয়ার। দিবা অবসানে দিন পৌড়িল আসিয়া। পরির

মহফেল ছাড়ি রুআফজা উঠীয়া ॥ বাহরামের সাতে লিয়া সেথা হৈতে গেল। আপনার পালঙ্গেতে জাইয়া বসিল ॥ জানিয়া অজান হৈয়া নুতন প্রকারে। পুছিতে লাগিল বিবী বাহরামের তরে ॥ কহ বিবি নামতেরা আমারকাছেতে। বাহরামশুনিয়াতাহালাগিলকহিতে এই অধিনের নাম বহু দিন হইতে। ভুলিয়া গিয়াছি ইয়াদ না আসে মুখেতে ॥ তেরা নাম ভিন্ন মুখে নাহি আসে আর। ঐ নাম জপে সদা মুখেতে আমার ॥ রুআফজা কহিল ফের পুছি তুঝে আমি। এখানেতে কি কারনে আসিয়াছ তুমি ॥ বাহরাম কহিল তবে সোনে সমাচার। পরওানা সামার কাছে আসার খবর ॥ সামা ভাল রূপে জানে আহওাল তাহার। সামাকেপুছিতে হয়সেসব খবর ॥ রুআফজা বাহরামের মিঠা২ বাতে। বহুত খোসাল হৈল দেলের বিচেতে ॥ কিন্তু জাহেরাতে মুখে গজব করিয়া। কহিতে লাগিল বিবি বাহরামে রুসিয়া ॥ আয় বদ কেরদার কথায় বুঝিনু। নারিনহে মরদ তুমি নিশ্চয় জানিনু ছদ্য বেশে আসিয়াছ মেরা এখানেতে। আমার এজ্জত পরে দাগ চড়াইতে ॥ দেখ এবে কেয়ছা সাজা দিতেছি তোমারে। উচিত সাজাই এবে পাবে এক বারে ॥ বাহরাম এ কথা শুনে ডরে ডরাইল নাজ নেয়াজের কথা কিছু না বুঝিল ॥ মাসুকানা বাতে কিছু ওাকেফ না ছিল। ডরে ডরাইয়া মর্দ্দ কাঁপিতে লাগিল ॥ পূর্ব্বের সমাচার কথা উঠিয়া যে মনে। ভাবে তেয়ছা চড় বুঝি মারে এহিক্ষনে ॥ নেকা লিয়া দিবে মুঝে এখানে থাকিয়া। এই কথা ভেবে মনে ভয়েতে কাঁপিয়া ॥ কহিল গজল এক শোন সকলেতে। হীন আব্দল শুকুর কহে লিখিনু নিচেতে ॥

হিন্দী গজল।

করনা কতল আয় জান মুঝকো গার তুঝে মঞ্জুর হ্যায়।
মরতে দম গার দেখোঁ তুঝকো এহভি মরনা খুব হায় ॥
মেরে এয়ছি ছও ছও জান তুঝ উপার কোরবান হায়।
জান দেলছে হোঁ ম্যায় কার তু আব মোক্তার হায় ॥
আব্দশুকুর কহ্তা হায় ছোন এমসবী তুঝকো ইদ হায়।
তেরি মতলব হোগা হাছেল লাইজা তার আওর দের হায়

এইগজল কইয়ে মর্দ্দ কাঁপিতে২। বেহোস হইয়া তবে গিরীল জমিতে রুআফজা দেখে এহা লাগিল ভাবিতে। কি জানি ভয়েতে

যদিমরে আগেরেতে ॥ কি জওাব দিব আমি খোদার দরগায়। গোনা গার হবো তাতে কি করি উপায় ॥ এতেক ভাবিয়া বিবি তুরিত উঠীয়া। জানু পরে ছেরতার লিল ওঠাইয়া ॥ সোঙ্গে যে ফুলেরবাস তারেসুঙ্গাইল। বাহরাম বেহোঁসছিল হোসেতেআইল ॥ হোসহৈয়া দেখে মর্দ্দ করিয়া নজর। আপনার ছের বিবীর জানুর উপর ॥ দেখিয়া সে হাল অতি খোসাল হইল। খুসিতে তামাম অঙ্গ ফুলেতার গেল খুসিতে ভরিয়া তবে বদমস্ত হৈয়া। আপনার মুখ বিবিরমুখে লাগা-ইয়া ॥ করিলেক চুম্বন তবে খোসাল দেলেতে। মজা উড়াইল খুব মিলিয়া দোহেতে ॥ চুম্ব আলিঙ্গন খুব করে দুই জনে। গলে গলে ধোরে দোহে সুইল বিছানে ॥ অধরে অধর আর মুখে বুকে বুকে। কোলে কোলে লাগাইয়া অতি সু কৌতুকে ॥ দুই জনে মিলে খুব মজা ওড়াইল। ওম্মেদের কলি দোহার বিকশিত হৈল ॥ আসক আগুনে পোড়া আছিল জেমন। মিলন বারিতে ঠাণ্ডা হইল তেমন দিবস রজনী রাখে চক্ষের ছামনে। তিলেক না ছাড়া ছাড়ি হয় দুই জনে ॥ কিন্তু দুস্মনের ডর আছে যে দেলেতে। গোপ্ত কথা ব্যাক্ত হৈয়া জাইবে শেষেতে ॥ উভয় বিপদ হবে সোন প্রাণ ধন। গোপন রাখিতে তোমায় হয় যে এখন ॥ এই কথা কহে বিবি বাহরামের তরেতে। কহিলেক এই ধুয়া লিখিনু নিচেতে ॥

ধুয়া, তাল আড়া ঠেকা।

সোন ওহে প্রাণ ধোনা ইচ্ছা হয় তোমাকে রাখি হৃদয়ে আপন ॥ আপনি আনিয়ে তোরে, মন সুপিলাম তবো করে, ছাড়িতে না পারি তোরে তিলেক এখন ॥ এ বাসনা হয় মনে, রাখি তোমায় সর্ব্বক্ষনে, হারের সহিত গলে করিয়া যতন ॥ নয়ানে নয়ানে রাখি, দেখে জুড়াই জুগল আঁখি, কিন্তু মনে ভয় শেষে জানে সখী গন ॥ দুশ্মনের ভয়ে তোরে, রাখি রূপান্তর কোরে, জানিতে না পারে কেহু রহেত গোপন ॥ মানিক বলে পরি জাদি, রূপান্তর কর যদি, প্রকাশ হইবে সেশে না রবে গোপন ॥ সুনিয়াছ কার কাছে, পিরিতী গোপন আছে, এশ্ক মেশ্ক কখন ছেপে কদাচন ॥ নারদ আসি ঢোল বাজিয়ে, রাষ্ট্র করে গায় গায়ে, কত দুখ ঘটে আবার জানে সর্ব্ব জন ॥

পয়ার। দুস্মনের ডরে এবে হয় ছাপাইতে। এয়ছাই মছলত বিবী করিয়া দেলেতে॥ তেলেছ স্মাতি তাবিজ এক তৈয়ার করিয়া। বাহরামের গলে তবে দিলেক বান্দিয়া॥ তাবিজের গুনে তারে পাখি বানাইয়া। সোনার পিঞ্জেরা বিচে রাখে লটকাইয়া॥ দিবসেতে পাখি রুপে থাকে পিঞ্জেরায়। নিসিতে তাবিজখুলে মানুষ বানায়॥ সারা নিসী করেখুসি লইয়াএয়ারে। দিবসে লটকাইয়ে রাখে খাচারভিতরে॥ গোপনীয় কথা এই কেহুনাহি জানে। রাত্রদিন রাখে তারে চক্ষের ছামনে॥ এইরুপে কত দিন গোজারিয়া জায়। এস্ক আর মেস্ক কভু ছাপা নাহি রয়॥ জলন্ত আনল হেনো জলিল গোশ্বায় এ কথার কিছু বাস হোছনে আরা পায়॥ হোছনে আরা বিবি জবে একথা শুনিল। বান্দদের ঘরে জেনো আগ লাগাইল॥দেলের বিচেতে গোশ্বা না পারে থামিতে। এক দিন হোছনে আর অতি ফজরেতে রুআফজার নিকটেতে পৌছিল জাইয়া। গোশ্বায় জলিল বিবি তাহাকে দেখিয়া॥ উলঙ্গ হালেতে শুইয়ে বিছানেতে আছে। কেস সব ছড়াইয়া বালিসে পড়েছে॥ কপালে সিন্দুর নাহি গিয়াছে পুছিয়া চক্ষের কাজল তার গিয়াছে টলিয়া॥ গায়েতে অঙ্গিয়া ছিল খুলিয়া সে-গেছে। কুচস্তম্ভ দুটিতার নেকলিয়া আছে॥ আঙ্গুলের দাগতাতে আছেত ফুটিয়া। উর্দ্ধ মুখে আছে চাইয়ে আঘাত পাইয়া॥ পায় জামার চোলা আছে আর এক রুপেতে। বন্দ খোলা আছে দেখে আপনা চক্ষেতে॥এসকলদেখেধৈর্য্য ধরিতে না পারে। দুহাতেচাপড় মারে রুআফজার ছেরে॥ রুআফজা সে চাপড়েতে উঠিয়া বসিল। হোছনে আরা আছে খাড়া দেখিতে পাইল॥ হোছনে আরায় দেখে ডরে ডরাইয়া। থর থর করে বিবী উঠিল কাঁপিয়া॥ সায়ের কহিছে ডর কেনরে এখন। ভাবিতে উচিত ছিল মিলিলে জখন॥

গান তাল পোস্তা।

এখন কেনে ভাবো ধনি আগে কিতা বুঝি লেনা। গোপনে করিলে প্রেম কভু সে ছাপা থাকেনা॥ প্রেম গোপনে করে গোপনে, শুখি আছে কোন জনে, আগে শুখ পাছে দুখ ভুম-গুলে এ ঘোসনা॥ মানিক বলে তব দুখ, গিয়া পুন হবে শুখ, তোমার দুখ শীঘ্র জাবে মোর দুখের মত রবেনা॥

হোছনে আরা দেখি আসক খেয়াল। কহে এয়ছা হাল কেন কহরে

ছেনাল ॥ কলঙ্কের টীকা লাগাইলি যে ফুলেতে। কেমনে দেখাবি মুখ পরির সভাতে ॥ বাপ দাদার মুখে দিলি কলঙ্কের কালি। কহরে ছেনাল কার সঙ্গেতে মজিলী ॥ না কহিলে জান হৈতে মারিব এখন কছম করিয়া কহে রূআফজা তখন ॥ কান্দিয়া২কহে সোনগো জননী পিরিতী কাহাকে বলে আমি নাহি জানি ॥ পর পুরুষের মুখ কভু দেখি নাই। মিথ্যা যদি কহি তবে আল্লার দোহাই ॥ মা হইয়ে তহমত দেহ বেটি পরে। কেয়ছা মা তুমি নাহি পারি বুঝিবারে ॥ মা হইয়া কলঙ্ক কর যে বেটীর। আর কি কহিব আমি তোমার খাতির ॥ হোছনে আরা কহে তবে দাশী সবাকায়। ভালতো প্রহরি তোরা আছিস হেথায় ॥ এ রসের রসিক আছ মিলে সকলেতে ॥ উচিত পাইবি সাজা বাদসার কাছেতে ॥ জান বাচ্চা মারা জাবে এহার বদলে ঘুটাইলি এই কাম জেমন সকলে ॥ দাশী সবে বলে মোরা কিছু নাহি জানি। প্রতিজ্ঞা করিয়া কহি সোন ছাহেবানি ॥

গান তাল পোস্তা।

সোন সোন ঠাকুরাণী মোরা কিছু জানি নাই। মিথ্যা যদি বলি তবে দুটি চক্ষের মাথা খাই ॥ মোরা য়ত সখী গনে, সঙ্গে থাকি সর্ব্বক্ষনে, ভাল মন্দ ধর্ম্ম জানে মোরা কিছু দেখি নাই ॥ কেবল দেখি দিবসেতে এই যে পাখির সাতে, হাঁসি খেলা করে সদা এহা ভিন্ন জানি নাই ॥ রজনীতে হয় জাহা, না পারি কহিতে তাহা গোপনেতে হয় কিবা রাজ বালা জানে সেই ॥

পয়ার। কেবল মাত্র দেখি মোরা এই যে চক্ষেতে। সাহাজাদি সদা এই পাখির সঙ্গেতে ॥ দেল লাগি করে থাকে দেখি দিবসেতে। নিসীতে কি হয় তাহা না পারি কহিতে ॥ গোপনীয় কথা মোরা জানিব কেমনে। কহিনু প্রকাশ করে তোমার ছামনে এই কথা দাশীগনে জখন কহিল। পিঞ্জেরা সহিতপাখি হাতেতে করিল লইরা চলিল পাখি বাদসার ছামনে। দেখিয়া সে রূআফজা ভাবে মোনে মোনে ॥ হায় হায় কি করিব না দেখি উপায়। আমার জানের জান বুঝি মারা জায় ॥ লাজে ভয়ে নাহি পারে চাহিয়া লইতে। মন আগুনোতে জলে না পারে সহিতে ॥ দুক্ষিত হইয়া অতি দেলের বিচ্ছেদে। আরম্ভিল এই গান বেহাগ সুরেতে ॥

রাগিনী বেহাগ- তাল আড়া ॥

আমার মোন চোরা পাখি হারালেম নিজ বুদ্ধি গুনে।
কে এমন বেথিত আছে সাধের পাখি দিবে এনে॥
হায় আমি কি করিব, কেমনে সে পাখি পাব, তাপিত
প্রাণ জুড়াইব, সে পাখির দরশনে। যদি সাহা টের পায়,
তবেত ঘটিবে দায়, পরাণে বধিবে তায়, মোর ভাগ্যে
বিধি জানে॥ মানিক বলে পরিজাদি, সে ভয় তোমার
যদি, এ ঘটনা তবে নাহি ঘটাইতে তারে এনে॥

হোছনে আরা লিয়া পাখি তখনি জাইয়া। মোজাফ্ফর সাহার কাছে দিলেক রাখিয়া॥ পাখি কে দেখিয়া বাহির করে খাচা হৈতে। হাত ফিরাইল সাহা পাখির গায়েতে॥ ফিরাতে২ হাত গলাতে পড়িল। তাবিজ গায়েতে বান্ধা দেখিতে পাইল॥ খুলিল তাবিজ যদি গলা হতে তার। তখনি হইল পাখি মনিষ্য আকার॥ আপন ছুরত হয়ে দাড়ায় ছামনে। দেখিয়া তাজ্জব হৈল সবাসদ গনে॥ অবাক হইল সাহা এ হাল দেখিয়া। কহিতে লাগিল তবে বাহরামে রুসিয়া॥ সোনরে বজ্জাত তুই কেমন প্রকারে। সাহি মকানেতে আইলি ডর নাহি তোরে॥ কে আনিল এখানেতে কহরে বদজাত। উচিত পাইবি সাজা এবে হাতে হাত॥ জেমন করিলি কর্ম্ম ফল তার পাবি। জান হৈতে একেবারে মারা এবে জাবি॥ বাহরাম কহিল তবে সোন সাহা কই। আসকে দেখাতে রাহা অন্য কেহ নাই॥ হজরত সওক সেই রাহ নামা তাহার। মেহনত তকলিফ এই রাহাতে দরকার॥ এস্কেয়ারি ডুরি তার জায় হাত হৈতে। বে এস্কেয়ার হৈয়া ডুপরে এস্কের কুণ্ডাতে॥ জেন্দেগানি হৈতে হাত ধোয় আসকেতে। মউতের ডর নাহি তাদের দেলেতে॥ কেবল আফছোছ এই তাদের দেলেতে। মরিলে জুদাই হবে মাশুক হইতে॥

ধুয়া।

মরনের ভয় যদি রইত আসকেরে। তবে কি ঝাপ দিতে পারে এস্কের সাগরে॥ যে জন আসক হয়, মরনের ভয় তার কি রয়, কেবল মাশুকের কথা জাগে তার অন্তরে॥ আর এই আফছোছ মনে, মরিলে মাশুক সনে, না হইবে দেখা আর কেবল এই দুখ রয় তারে॥

পয়ার। সাজাহানফের সাহা শুনে গজব করিয়া। হুকুম করিল পরি সবাকে ডাকিয়া ॥ এই বদ্দ নাদানেরে হেথা হৈতে লিয়া ॥ ময়দান বিচেতে এরে মারো জ্বলাইয়া ॥ পরি সব শুনে তারে লইল ধরিয়া। ময়দান বিচেতে ঘাস লাকড়ি জমাইয়া ॥ বাহরামে রাখিয়া সেই লাকড়ি পরেতে। আগ লাগাইয়া দিল চার তরফেতে ॥ আগ লাগাইয়া জবে দিল যে তাহায়। বাহরাম দেখিয়া কান্দে করে হায়২ কান্দিয়া২ তবে দুক্ষিত মনেতে। আরম্ভিল এই গান বেহাগ শুরেতে

রাগিনী বেহাগ তাল আড়া।

হায়রে দারুন বিধি নছিবেতে এই আছিল। আগুনে হইয়ে দাহ এক্ষনে মরিতে হল্ল ॥ শুখ আসা করে মনে, এসে ছিলাম পরিস্থানে, সে শুখ ডুবেছে এবকুক দুখ সাগরে ডুবতে হলো ॥

এই গান করে মর্দ কান্দিতে আছিল। মেহের করিয়া আল্লা মদত ভেজিল ॥ তাজলমুলুক বকাওলি এক সাতে। গোলেস্তার এরেমেতে আছিল জাইতে ॥ জজিরা ফেরদৌছে জবে আসিয়া পৌছিল। বকাওলীর দেলে এয়ছা খাহেস হইল ॥ রুআফজার মোলাকাত জাই যে করিয়া। জজিরা ফেরদৌছে তবে গেল যে ফিরিয়া ॥ জেখানেতে বাহরামে জ্বালাতে আছিল। জাইতে জাইতে সেথা জাইয়া পৌছিল দেখিয়া লোকের ভিড় ময়দান পরেতে। আগুন জ্বলিতে আছে চার তরফেতে ॥ আপনার তক্ত তার নিকটে লইয়া। সবাকার তরে বিবী কহে জিজ্ঞাসিয়া ॥ কিসের হাঙ্গামা এই পাই দেখিবারে। কহিতে লাগিল তারা বিবীর হুজুরে ॥ রুআফজার আসক এইক্ষণে যে আগুনে বকাওলী তক্ত হৈতে নাবিয়া তখনে ॥ আগেতে জাইয়া দেখে বাহরামের তরে। কহিতে লাগিল তবে পরি সবাকারে ॥ শীঘ্র করি এই আগুন ভাল নিভাইয়া। এই জওয়ানেরে আন বাহির করিয়া ॥ একটি পসম যদি এহার জলিবে। লক্ষ২ পরি গন জ্বালাইব তবে ॥ আর জরু লেড়কা তার খাকে মিলাইব। ঘরবাড়ি যত তার পানিতে ভাসাব ॥ এইকথা শুনে সবে দেলে দেলে ডরাইয়া। চার তরফ হৈতে আগ দিল নিভাইয়া ॥ সা জাদির হাতে দিল বাহরামে আনিয়া। বকাওলী গেল তবে বাহরামে লইয়া ॥ এক বাগানের বিচে জাইয়া পৌছিল সাহাজাদা বাহরামে, সেখানে রাখিল ॥ বাদসা আর হোছনে আরা ছিল জেখানেতে। বকাওলী জাইয়া পৌছিল সেখানেতে ॥ ছের

নওাইয়া করে ছালাম দোহারে। ছাতি লাগাইয়া লিল ভাতিজার তরে॥ হাল হকিকত যত লাগিল পুছিতে। বকাওলী ধিরে ধিরে লাগিল কহিতে॥ চাচি জান ও আপনারে দেখার কারনে। বহুত খাহেসে আসিয়াছি এই খানে॥ কিন্তু রাহা বিচে আজব তামাসা দেখিনু। দেখিয়া যে তাহা অতি অবাক হইনু॥ মেরা সশুরের উজির জীদার তরেতে। জালাইতে ছিল সবে ময়দান বিচেতে আর যদি কিছু দের আমার হইত। জলিয়া পুড়িয়া সেহ খাক হৈয়া জেতো॥ তাহার তকছির যদি কিছু দেখা জায়। কিন্তু যে এরূপ সাজা দেওা ভাল নয়॥ যা হবার হইয়াছে কহি হুজুরেতে। খতম করিনুআমি এই যে কথাতে॥ যদি এরে জান হৈতে মারিয়া ডালিবে কলঙ্কের টীকা কভু নাহিক মিটিবে॥ সও লোক এইকথা জানিয়াছে এবে। হাজার২লোক সেষেতেজানিবে॥ এখনবেহতের এই কহিযে জনাবে। এহার তকছির যত মাফ যে করিবে॥ রুআফজার সাতে সাদি দেও যে ওহার। বাহরাম কাবেল অতি খুব হুসিয়ার॥ উজির আর বাদসাতে হামেসার তরে। নেছবত হইতেছে কহি যে হুজুরে এনছানে হাকির যদি বোঝহ দেলেতে। তাজলমুলুকের সাতে তবে কি রুপেতে॥ দিলেন আমার সাদিকেমনপ্রকারে। বেটিভাতিজিতে ভিন্ন কিবা কহো মোরে॥ মোজাফ্ফর সাহা যদি এ কথা শুনিল। ছের হেলাইয়া তবে কহিতে লাগিল॥ খুসি আছি দেলে তেরা জাহা ভাল হয়। কর তাহা আমি রাজি আছি যে তাহায়॥ এ কথা শুনিয়া বিবি খোসালিতে মনে। রূআফজার নিকটেন্তে গেল তৎ-ক্ষনে॥ কহিতে লাগিল তুমি কেমন প্রকারে। ঘটাইলে এ ঘটনা বসে ঘরে ঘরে॥ এস এবে হও বাহির হোজরা হইতে। তেরা আসকেরে আনিয়াছি ছালামতে॥ হাঁসো খেলো কথা বলো থাক এবে শুখে। থোড়া দিনে পাইবা যে আপনা আসকে॥ দেল খুলে মিলে জুলে আয়েস করিবে। দেলের খাহেস খুব মেটাইয়া লিবে॥ এহা শুনি রূআফজা হাঁসিয়া তখন। বকাওলীর ধরে গলে খুসিহৈয়া মন॥ মেলা মেলি করে দোহে খোসাল অন্তরে। তার পরে দুই জনে বসে একান্তরে। সেই রাত্র বকাওলী সেখানে রহিল। হাঁসি কৌতুকেতে রাত্র পোহাইয়া দিল॥ নিসি অন্তে রূআফজায় সঙ্গেতে লইয়া। মজাফ্ফর সাহার কাছে পৌছিল জাইয়া॥ রূআফজার

গৌনা মাফ করাইয়া দিল। তার পরে মজাফ ফর সাহাকে কহিল॥ সাদির তৈয়ারি তবে কর এখানেতে। দুলাকে লইয়া আমি ফলানা দিনেতে॥ আসিয়া পৌছিব সংগে তোমার হেথায়। এতবলি বকাওলি হইলবিদায়॥ বাহরাম আর নিজ পতি সঙ্গেতে লইয়া। জজিরা এরেমে বিবি পৌছিলজাইয়া॥ ছালামকরিয়া পিতা মাতার পায়েতে। তামাম আহওালতবে লাগিলকহিতে॥ পিতামাতার হুজুরেতে সকলকহিয়া দরখাস্ত করিল ফের সাদির লাগিয়া॥ তাজল মুলুকের সাদি দিলে যে রূপেতে। বাহরামের সাদি দেহ সেই প্রকারেতে॥ ফিরোজসাহা শুনে রাজি যে হইল। জলুসকরিতে সাহা হুকুম করিল অধিন সায়ের তবে পয়ার ছাড়িয়া। ত্রিপদী ছন্দেতে কহে সোন মোন দিয়া॥

রুআফজার সাতে বাহরামের সাদি হয় ও রুআফজাকে লইয়া সকলে দেশে জায় তাহার বয়ান।

লঘু ত্রিপদী। বকাওলী পরি, দুই হাত জুড়ি, কহে বাপ বরাবরে। সোনবাবা জান, মোর নিবেদন, সাদি দিলে জেয়ছা মোরে তেমন প্রকারে, সাদি বাহরামেরে, দেহনা জলুস করে। ফিরোজ সাহা, শুনি এবে এহা, করে হুকুম সবাকারে॥ সাদির আছবাব, তৈয়ার সেতাব, কর মিলে সকলেতে। সহর বাজারে, যত ঘরে ঘরে, আর সাহি মাকানেতে॥ অন্দর বাহিরে, অতি খুবি করে, কর হো জলুস তৈয়ার। শুনিয়া ফরমান, যত উজিরান, করে যে জলুস বাহার॥ রোসনির টাট্টি, করে পরিপাটি, লাগাইল ঘরে ঘরে। বেল-ওারির ঝাড়, কলস হাজার, লাগাইল সোভা করে॥ দেওালগীর ফানুস করিল জলুস, লাখে লাখে লটকাইল। কি কব তাহার, খুবির বাহার রাত্রি জেন দিন হৈল॥ জরির বিছানা, করিয়া ছামানা, বিছাইল ঘরে২ নাটুয়া গাউয়া, সকলে আসিয়া, নাচে গায় খুসি করে॥ বাদসাহা আপনি, বাহরামেরে আনি, সাজাইতে হুকুম করে। মাফিক হুকুম, করে অতি ধুম, আনি বাহরামের তরে॥ নানা সাজ করে, ছেহরা বান্দে ছেরে, সাহানা পোসাক পেন্দায়। তবে খোসালেতে, মিলে সকলেতে, জজিরা ফেরদৌছে জায়॥ সেখানে তেমন, হইল জসন, কি কব বর্ণনা তার। সে সবলিখিতে, নারে কলমেতে, পুথি বেড়েজায় আর

পয়ার। সাহানা পোসাক পেন্দাইয়া বাহরামেরে। ফুলের ছেহরা বেন্দে ছেরের উপরে॥ তক্ত রওা পরে তারে ছওার করিয়া অতি ধুম ধামে গেল রওানা হইয়া॥ সেথাকার জসনের কি কব

বয়ান। শুনিলে সে সব কথা আক্কেল হয়রান॥ একেত পরির জাত মালের ছরদার। তাহাতে বাদসার বেটি কমি কিবা তার॥ সে সব লিখিলে পরে পুথি বেড়ে জায়। ছাপিতে খরচ তাতে লাগে অতিশয়॥ তাহাতে গ্রাহকগন এনছাফ না করে। মুড়কিআর মোণ্ডা সব চাহে এক দরে॥ একারনে ক্ষেন্ত দিনু সে সব লিখিতে। কলম করিনু বন্দ ছালামের সাতে॥ ফিরোজ সাহা হোথা বাহরামে লইয়া জজিরা ফেরদৌছে তবে পৌছিল আসিয়া॥ মজাফ্ফর সাহা আসি আগুবাড়াইয়া। জার জেই মরতবা মতেবসাইয়া॥ বসাইয়া সবাকারে জার জেই মতে। জানানা ছওারি পাঠাইল মহলেতে॥ নাচ রঙ্গ গীত বাজা হইতে লাগিল। দেখিয়া দেলেতে সবে খোসাল হইল॥ আতস বাজির খুবি কি লিখিব আর। বুই খেমটা ওলি নাচে কাতারে কাতার॥ তবে মজাফ্ফর সাহা মহফেলে আসিয়া। গুনিয়া পড়িয়া নেক ছায়েতবুঝিয়া॥ পরির জাতের জেয়ছা দস্তুর আছিল। রুআফজার সাদি তেয়ছা পড়াইয়া দিল॥ রুআফজার সাদি যদি দিল পড়াইয়া। পরি গন দেলে অতি খোসাল হইয়া। নজর নেছার দিল বাদসা জাদিরে। লাল জওাহের আর সোনার মহরে॥ ঢেরি লাগাইয়া দিল জমিন উপর। দেখি মজাফ্ফর সাহা খোসাল অন্তর। তার পরে দুলায় লিয়া গেল মহলেতে। দোলেহানে বসাইলদুলার বাঁয়েতে জানানা রছম জেয়ছা সেথাকার ছিল। পরি সবে মিলে তাহা সকলি করিল॥ তার পরে সাহা আপে বেটি দামাদেরে। দান ও দেহেজ দিল খোসাল খাতেরে॥ লাল জওাহের আর সোনার মোহর। বহু মুল্য খান দিল হাজারে হাজার॥ সোনা ও রুপার যত দিল ছরঞ্জাম। বয়ান করিয়া তার কবো কত নাম॥ ছুরত মেহেরি দাশী গোলাম যে আর। রুআফজার সাতেদিল হাজারে হাজার॥ বহুত নেছার দিল বেটি দমাদেরে। রওানাকরিয়া দিলখোসালখাতেরে॥ খোসালহইয়া সবে রওানা হইয়া। জজিরা এরেমে তবে পৌছিল জাইয়া॥ তিনচারি দিন তবেরাহিয়াসেথায়। মোলকে নেগারিনে জায়হইয়া বিদায়॥বকাওলী তাজলমুলুকখোসালিতে। রুআফজা ও বাহরামেরেদোহেলিয়া সাথে তক্তরওা পরেগিয়া ছওার হইল। ঘণ্টা বিত্রে মোলকে নেগারিনেতে পৌছিল॥ খবর হইয়া গেল তামাম সহরে। সাহাজাদা বকাওলী আসিয়াছে ঘরে॥ বাহরামআইল ঘরে উজিরশুনিয়া। দেলেরবিচেভে অতি খোসাল হইয়া॥ আপনা বিবীকে লিয়া খোসাল খাতেরে।

আসিয়া পোছিল তাজল মুলুক হুজুরে॥ বেগম চলিয়া গেল মহল বিচেতে। বহুবেটা দেখে খুসি হইল দেলেতে॥ উজির পৌছিল তাজল মুলুক জেথায়। ছালাম তছলিম করে ছামনে দাড়ায়॥ তাজল মুলুক তারেবসায়কুরছিতে। বাহরামের কথা তবে লাগিলপুছিতে॥ কোথা পুত্র ধন মোর দেখাও আমারে। কলেজা হউকঠাণ্ডা দেখিয়া তাহারে ইতি-মধ্যে বাহরাম যে ছালাম করিল। ছাতি লাগাইয়া লিয়া ছেরে রোছা দিল॥ রুআফজা ছালামকরে সশুরপায়েতে। বহু বেটা দেখে খুসি হইল দেলেতে॥ দেলের বিচেতে হৈল বহুত খোসাল। মাত্তার সিন্দুক জেন পাইল কাঙ্গাল॥ হাজার সোকর করে দরগায় আল্লার করিম রহিম আল্লা পাক পরওার॥ বড়া মেহেরবান তুমি বান্দার উপরে। মেহের করিয়া জান বাঁচালে আমারে॥ বহুত তারিফ করে তাজল মুলুকে। বকাওলী তরে দোওা করে লাকে২॥ এইরূপে কত সত সোকর ভেজিয়া। কহিলেক এই গান খোসাল হইয়া॥

গান তাল পোস্ত।

লক্ষ২ধন্যবাদ দেইআমি সে বিধাতারে। হারা ধন আনিয়াজেবা দিলাইয়া দিল মোরে॥ পুত্রধনঅমুল্য রতন,কৃপা করি সে নিরাঞ্জন,বহু দিনান্তরে আনি দিলাইল দয়া করে। দেখেতার চন্দ্রমুখ দুরে গেল যত দুখ, উপজয় হলো সুখ, সব দুখ গেল দুরে॥

পয়ার। এই গান করে তবে খোসাল অন্তরে। বিদায় হইয়া সাহাজাদার হুজুরে॥ বহু বেটায় লিয়া নিজ ঘরে চলে গেল। দেখিয়া তামাম লোক খোসাল হইল॥ জসন করিয়া খুব ঘরে আপনার। মেহমানির ছরঞ্জাম করিয়া তৈয়ার॥ বাদসাকে দাওত করে বেগম সহিতে। তাজল মুলুকে দাওাত করে খোসালিতে॥ চার বিবি সুহ তারে দাওাত করিল। খুসি খোসালিতে সবে কবুল হইল॥ অতিস্নান সওকাতে চলে মেহমানিতে। বাদসা বেগমেলিয়া খোসাল দেলেতে॥ তাজল মুলুক চার বিবিকে লইয়া। সওকতের সঙ্গে সবে পৌছিল আসিয়া॥ উজিরের ঘরে সবে জাইয়া পৌছিল। তাজিম করিয়া উজির সবাকেলইল॥জারজেয়ছা মরাতেবা মতেবসাইল। নাচ রঙ্গ গীত বাজা হইতে লাগিল॥ তিন দিন তক খুব জলুস হইল। সাহি নেয়ামত জত সবেখেলাইল॥ লাল জওাহের আরসোনার মহর খাঞ্চা পুরিয়া দিল বাদসাকে নজর॥ হাজার হাজার খাঞ্চা ছামনে রাখিল। ভারি ভারি কিমতের থান কত দিল॥ বাদসা জাদাকে

আর বিবি গনে তার। বাদসাকে দিল জেমন তেমনি প্রকার ॥ নজর নিয়াজ দিয়া বিদায় করিল। খুসি খোসালিতে সবে ঘরে চলে গেল ॥ বেটা বহু লিয়া উজির রহিল খুসিতে। বকাওলী গিয়া হোথা আপনা ঘরেতে ॥ হাম্মালা দেওনিকে তলব করিল। খাড়াং সেহ আসি হাজের হইল ॥ বকাওলী হাম্মালাকে করিল ফরমান। মেরা বাগ সেথা হৈতে ওঠাইয়া আন ॥ মাটি সমেত ওঠাইয়া এখানে আনিবে। এই বাগানের কাছে বসাইয়া দিবে ॥ হাম্মাল হুকুম সুনি সেথা হৈতে গেল। লক্ষ২ দেওগনে হুকুম করিল ॥ চার রোজ বাদে সেই বাগান আনিয়া। খোলক নেগারিনে দিল স্থাপিত করিয়া ॥ বকাওলী আকাঙ্ক্ষায় সে বাগ ভুপিল। কাঁআকাঙ্ক্ষা বাহরাম সেথা রহিতে লাগিল ॥ খুসি খোসালিতে সবে লাগিল রহিতে। ভাবনা আন্দেসা নাই দেলের ভিতেতে ॥ এতক কেতাব মেরা হইল তামাম সবার জনাবে পৌছে আমার ছালাম ॥ তের সও দুই সাল মাঘের মাসেতে। পোনরুই তারিখ রোজ মঙ্গল বারেতে ॥ সমাপ্ত হইল পুথি সোন ভাই সবে। সায়েরের পরিচয় লিখি কিছু এবে ॥

সায়েরের পরিচয়।

পয়ার। পাবনা জেলার কসবা স্বাহজাদ পুরে। পরগনে ইছব সাহি আছেত মসহুর ॥ কদিমি বসত মেরা বাপ ও দাদার। প্রকাশ করিয়া কহি নিকটে সবার ॥ হালেতে বসত করি দুলাই গাঁয়েতে। পাবনা জেল্লার অধিন জানে সকলেতে ॥ আব্দল শুকুর নাম জানিবে নিশ্চয়। ওরফে মানিক মিঞা সকলেতে কয় ॥ মুন্সি আবদ্দল রহিম নাম আমার বাপের। আমার দাদার নাম আব্দল খয়ের ॥ তিন ভাই এক বহিন ছিনু দুনিয়ায়। তার বিচে ভাই বহিন রাখিয়ে আমায় ॥ দুনিয়ার মায়া ছাড়ি গিয়াছে চলিয়া। অসার সংসার বিচে আমাকে রাখিয়া ॥ মুন্সি আব্দল আলি বড়া ভাই আমার। নিঃসন্তান নাহি কিছু আওলাদ তাহার ॥ আব্দল ওাহেদ নাম কনেষ্ঠ আমার। ছয় বেটা দুই বেটি ঘরেতে তাহার ॥ দুই বেটা এক বেটি সংসারে রাখিয়া। ভগ্নি জেই ছিল গেল দুনিয়া ছাড়িয়া ॥ দুই বেটা মেরা ঘরে দিয়াছে খোদায়। প্রকাশ করিয়া তাহা কহি যে সবায় ॥ আব্দল গফুর নাম বড়া বেটা মোর। আব্দল হাকিম নাম ছোটা যে তাহার ॥ দুই চাচা দুই ফুফু আমার আছিল। দুনিয়ার মায়া ছাড়ি সবে চলে গেল ॥ দুই ফুফু ছোটা চাচা নিঃসন্তান হৈয়া। দুনিয়া ছাড়িয়া সবে গিয়াছে চলিয়া

মাঝিলা চাচা জিনি ছিলেন আমার। মুন্সি গোলামহোছেন নাম ছিল তার ॥ দুই বেটা দুই বেটি ঘরেতে তাহার। কহিনু প্রকাশ করে সব সমাচার ॥ আব্দল ছোবহান নাম বড়া বেটা তার। ডাক্তারি কাজেতে বটে বড় খবরদার ॥ আব্দল মান্নান নাম কনেষ্ঠ তাহার। রেলওয়ায় বিচে আছে ষ্টেসন মাষ্টার ॥ আমার আরজ এই আল্লার দরগায়। ছালামতে রাখ আল্লা এহা সবাকায় ॥ হায়াত দারাজ কর এহা সবাকারে। আফত বালাই হৈতে বাঁচাও সবারে ॥ নেক পথে নেক কামে সবাকে রাখিবে। বদ রাহা হৈতে সবে ফেরাইয়া লিবে ॥ রুজির দরজা খোলো এহা সবাকার। রাজেকল এবাদ তুমি পাক পরওার ॥ করিম রহিম তুমি গফুর গফফার। তোমার দরগায় এই আরজ আমার

কেচ্ছা সমাপ্ত।

বকাওলীর শুচি পত্র।

হামদ ও নাথ ১
সায়েরের কালাম ঐ
বকাওলী পুস্তকের নৈতুন রচনার বয়ান ২
শুরু কেচ্ছা ঐ
তাজল মুলুক পয়দা হইবার বয়ান ৩
জয়নাল মুলুক বাদসা সিকারে জায় ও তাজল মুলুককে দেখিয়া তাহার দুই চক্ষু আন্ধা হইবার বয়ান ৪
তাজল মুলুক এক সহরে জাইয়া এক আমিরের নিকট চাকর থাকে ও লক্ষা বেছওার সহিত পাসা খেলিয়া তাহার মাল আছবাব সমুদয় জিনিয়া লয় তাহার বয়ান ১২
এক ব্রাহ্মন ও বাঘের কাহিনী ২০
তাজল মুলুক দেলবর লক্ষার নিকট হইতে বিদায় হইয়া জায় ও এক দেয়ের মদদে বকাওলীর ছরহদ্দে পৌছিবার বয়ান ২৩
তাজল মুলুক বকাওলীর বাগিচায় জায় ও গোলে বকাওলী লইয়া আইসে ও বকাওলীর উপর আসক হইবার বয়ান ২৯
হিন্দী গজল ৩১
বকাওলী নিদ্রা হৈতে উঠিয়া গোলাবের হাওজের কেনারে জায় ও হাওজে গোল বকাওলী না দেখিয়া চোরের অন্যাসনে বাহির হইবার বয়ান ৩৫
হাম্মালা দেওনী আঠার হাজার দেও সহ তাজল মুলুকের নিকটে

আইসে ও বকাওলীর ন্যায় এক বাগ তৈয়ার করিয়া দেয় তাহার বয়ান ৩৯
জয়নাল মুলুক বাদসার নিকট তাজল মুলুকের বাগান এবং এমারতের সংবাদ পৌছিবার বয়ান ৪১
এক স্বাহাজাদি আওরত হইতে মরদ হইবার বয়ান ৪৩
চিড়িয়া আর এক ফকিরের কাহিনী ৪৬
কোতওাল তাজল মুলুকের নিকট জাইবার বয়ান ৪৮
জয়নাল মুলুক বাদসা তাজল মুলুকের নিকট পৌছে ও পিতা পুত্রে পরিচয় হওার বয়ান ৫১
বকাওলী জয়নাল মুলুকেরনিকট হইতে বিদায় হইয়া আপন বাগানে জায় ও তাজল মুলুক কে খত লিখিবার বয়ান ৫৫
বকাওলীর খতের মজমুন ঐ
তাজলমুলুক বকাওলীর নিকটজায় ও বকাওলী কয়েদ হইবার বঃ ৫৭
তাজল মুলুক এক সমুদ্রে পতিত হয় ও তথা হইতেউঠিয়া তেলেছমাতে পড়িয়া খালাস হইবার বয়ান ৬১
তাজল মুলুক এক হাওজের কেনারে পৌছে ও ডুব দিয়া ছুরত তবদ্দিল হইবার বয়ান ৬৪
তাজল মুলুক ছেয়া পায়কার দেয়ের মকানে পৌছে ও বকাওলীর চাচারা বহিন রুআফজার সঙ্গে মোলাকাত হইবার বয়ান ৬৭
ছেয়া পায়কার দেয়ের সঙ্গে তাজল মুলুকের লড়াই ও দেও গন কে মারিয়া রুআফজাকে জজিরা ফেরদৌছে লইয়া জাইবার বয়ান ৬৯
মজাফ্ফের সাহার নিকট রুআফজার পৌছান সংবাদ লেখে ও জমিলা খাতুন বকাওলী সহ জজিরা ফেরদৌছে জাইবার বয়ান ৭২
রুআফজা আপনা মায়ের নিকট বকাওলী ও তাজল মুলুকের আসক্ত হওার বিবরন কহে ও হোছনেআরা জমিলা খাতুনেরনিকট জাইয়া বকাওলীর সাদির কথা কহিবার বয়ান ৭৫
তাজল মুলুক ও বকাওলীর সাদি হইবার বয়ান ৭৭
বকাওলীর ছেঙ্গারের বয়ান ৭৯
তাজল মুলুক ও বকাওলী ফি রোজ সাহা ও জমিলা খাতুনের নিকট বিদায় হইয়া দেসে জাইবার বয়ান ৮২
সায়েরের বিবরন ৮৩
বকাওলী ইন্দ্র রাজার সভাতে জাইয়া নাচ করে ও ইন্দ্র রাজার সাপে

বকাওলী ও তাজল মুলুকের জুদাই হইবার বয়ান ৮৫
তাজলমুলুক ছঙ্গল দীপে পৌছে ও বকাওলীর সঙ্গে মোলাকাত হয় এবং চতরসেন রাজার বেটী তাজল মুলুকের উপরে আসক হইবার বয়ান ৯১
রাজা চতর সেন তাজল মুলুক কে কারাগারে বন্দ করে ও চাতরা ওতের সাতে তাজল মুলুকের সাদি হইবার বয়ান ৯৭
তাজল মুলুকের খেদ উক্তি ১০১
বকাওলী এক কৃষানের ঘরে জর্ম্ম হয় ও তাজল মুলুকের সঙ্গে মিলন হইয়া চাতরওত সহ আপন দেশে জাইবার বয়ান ১০৩
বার মাস বর্ণনা ১০৫
তাজল মুলুক আপন বাপ ও ফিরোজ সাহা ও মজাফ্‌ফার সাহাকে পত্র লেখে ও সকলে তাজল মুলুকের সঙ্গে সাক্ষাত করিতে আইসে ও রূআফজার উপর বাহরাম আসক হয় তাহার বয়ান ১০৮
বনাফ্‌সার মদদে রূআফজার সাতে বাহরামের মিলন হয় ও মজাফ্‌ফর সাহা বাহরাম কে জালাইতে হুকুম দেয় তাহার বয়ান ১১২
বাহরামের লিখিত সায়ের ঐ
রূআফজার সাতে বাহরামের সাদি হয় ও রূআফজাকে লইয়া সকলে দেশে যায় ১২২
সায়েরের পরিচয় ১২৫
কেতাব সমাপ্ত ১২৮

LIBRARY

মুন্শী গোলাম মওলা মরহুম প্রতিষ্ঠিত,

হর্বির্বি প্রেস পুস্তকালয়।

প্রতিষ্ঠাব্দ ১২৮৫ সাল।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আমরা ইংরাজি, বাঙ্গালা, আরবী, ফার্সী ও হিন্দি এবং সিলেটী-নাগরী ভাষার সকল রকম পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। পত্র লিখিলে ভিঃপীঃ ডাকে পুস্তক পাঠান হয়। নিম্নে কয়েকটি পুস্তকের তালিকা প্রকাশিত হইল।

উমর উম্মিয়ার নকল	৶১০
খোৎবা বাঙ্গালা	/০
মৌলুদ শরীফ শাহারিয়া	৶১০
[illegible] মকবুল	৶০
সোলতান বলখী	৷৶০
দলিলুল আহকাম	১।০
[illegible] মোবাদিয়া	৷৶০
[illegible]	৶০
ইমাম যাত্রা	৶০
মউত নামা	৶০
লালমতি সয়ফল মুলুক	৷৶০
গাজাল আয়শা বাগ্যলি	৶০
মেফতাহোল ইসলাম উর্দ্দু	১।০
খোৎবা মজমুয়া মোহাম্মদী উর্দ্দু	।০
খোৎবা পকেট	/১০
[illegible] মকবুল	।০
মৌলুদ আহছানুল কুলুব	১।০
[illegible]হল আমাত	১।০
[illegible]	।৶১০
পাঞ্জে সামাত	৶০
নব চিকিৎসা বোধ	।০
ঋষি মিত্র	১।০
[illegible] খাব নামা মাওলানী	/১০
সোলতান জমজমা	/০
শাহা দৌলা	/০
জুল কাউস শাহজাদা	৷০
[illegible] মেফতাহোল জান্নাত	৷৶০
[illegible]সির তুহফা	।/০
হৃদয় সঙ্গীত	/০
আমার সংসার জীবন	১॥০
জোবেদা খাতুনের রোজ নামচা	/১০
[illegible]	/১০
গোলেস্তাঁর সখাবাদ	৷০
অগ্নি কুক্কুট	।০
আহকামল ইসলাম	৷৶০
ভ্রমণ বৃত্তান্ত	৷০
আমার নাম	৷৶০
ইসলাম প্রভা	৷০
অওরাদে মাগারা	৶০
হজরৎ বড় পীর সাহেব কা-	
কারামাতে কাদেরী	৶১০
পঞ্চ সতীন কাব্য	।৶০
আজারেহাল এত্ত	৶০
গ্রীস তুরস্ক যুদ্ধ ১ম ভাগ	১॥০
গ্রীস তুরস্ক যুদ্ধ ২য় ভাগ	১।০
উপদেশ সংগ্রহ	।০

পত্র লিখিবার ঠিকানা—

মুন্শী গোলাম মওলা এণ্ড সন্স।

৯৭, নং মেছুওয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।